لا إله إلا الله محمد رسول الله

إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ

পাক্ষিক

আহ্‌মদী

THE AHMADI

Fortnightly

নব পর্যায়ে ৫৪তম বর্ষ ।। ২৩ তম সংখ্যা

২৪শে যিলহজ্জ, ১৪১৩ হিঃ ।। ১লা আষাঢ়, ১৪০০ বঙ্গাব্দ ।। ১৫ই জুন, ১৯৯৩ইং

বার্ষিক চাঁদা ঃ বাংলাদেশ ৭২.০০ টাকা ।। ভারত ২ পাউণ্ড ।। অন্যান্য দেশ ১৫ পাউণ্ড ।।

সূচীপত্র

পাক্ষিক আহ্‌মদী ২৩তম সংখ্যা (৫৪তম বর্ষ) পৃঃ

তরজমাতুল কুরআন (সংক্ষিপ্ত তফসীরসহ)
আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'ত কর্তৃক প্রকাশিত কুরআন মজীদ থেকে ১

হাদীস শরীফ ঃ সালাম
সংকলন ঃ জনাব ফয়েয আহমদ ৪

অমৃত বাণী ঃ হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)
অনুবাদ ঃ জনাব নাজির আহমদ ভূঁইয়া ৫

জুমুআর খুত্‌বা (সংক্ষিপ্ত)
হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ)
অনুবাদ ঃ মাওলানা সালেহ আহমদ, সদর মুরব্বী ১০

শূরা প্রসঙ্গে নসিহত ঃ হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ)
সংকলন ও অনুবাদ ঃ মাওলানা ইমদাদুর রহমান সিদ্দিকী, সদর মুরব্বী ১৪

বাঁকা মন ফাঁকা বুলি
জনাব আহমদ সেলবর্সী ২২

কবিতা ঃ ঘরে বিদ্যমান
অনুবাদ ঃ জনাব চৌধুরী আবদুল মতিন ২৮

প্রফেসর সালামকে তারা যেভাবে মূল্যায়ণ করলেন ২৯

একজন আব্দুস সালাম
জনাব কে, এম, মাহমুদুল হাসান ৩২

স্বাগত বাণী ৩৫

একটি সুন্দর ফুল ঝরে গেলো, একটি নক্ষত্রের পতন হলো
জনাব আহমদ তৌফিক চৌধুরী ৩৭

সংবাদ ৪৩

সম্পাদকীয় ঃ

বিশেষ দোয়ার আবেদন

ন্যাশনাল আমীর মোহতরম মোহাম্মদ মোস্তফা আলী সাহেবের পাইলস-এর অপারেশন হয়েছে গত ৪-৬-৯৩ তারিখ। তিনি ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে উঠছেন। তাঁর পূর্ণ আরোগ্যের জন্যে এবং সুস্থ হয়ে যাতে তাঁর বিরাট দায়িত্ব তিনি যথারীতি পালন করতে পারেন সেজন্যে সকলের নিকট বিশেষভাবে দোয়ার আবেদন করা যাচ্ছে।

মোহাম্মদ মুতিউর রহমান
অফিস সেক্রেটারী
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ

بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى عبده المسيح الموعود

পাক্ষিক

আহ্‌মদী

৫৪তম বর্ষ : ২৩তম সংখ্যা

১৫ই জুন, ১৯৯৩ : ১৫ই এহসান, ১৩৭২ হিঃ শামসী : ১লা আষাঢ়, ১৪০০ বঙ্গাব্দ

তরজমাতুল কুরআন

সূরা বাকারা—২

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

২৭৪। (উপরোক্ত দানসমূহ) ঐ অভাবীগণের জন্য যাহাদিগকে আল্লাহ্‌র পথে (অন্যান্য কাজ হইতে) এমনভাবে আবদ্ধ (৩৪৬) করা হইয়াছে যে, তাহারা ভূপৃষ্ঠে চলাফেরা করিতে পারে না। (তাহারা সাহায্য) চাওয়া হইতে বিরত থাকার কারণে অজ্ঞ লোক তাহাদিগকে ধনী মনে করে। তুমি তাহাদিগকে তাহাদের চেহারার (৩৪৭) লক্ষণ দেখিয়া চিনিতে পারিবে; তাহারা মানুষের নিকট নাছোড়বান্দা (৩৪৮) হইয়া কিছু চাহে না। এবং তোমরা ধন-সম্পদ (৩৪৮-ক) হইতে যাহা কিছু খরচ কর, আল্লাহ্ নিশ্চয় উহা সম্বন্ধে সম্যক (৩৪৯) অবগত আছেন। রুকূ ৩৭

৩৪৬। অবস্থা অনেক সময় মানুষকে এমন স্থানে আটক থাকিতে বাধ্য করে, যেখানে রুযি-রোযগারের কোন পথ নাই। এরূপ লোকদের জন্য সম্পদশালীদের সাহায্য একান্ত প্রয়োজন। দুই ধরনের লোক বিশেষভাবে এই শ্রেণীভুক্ত: (ক) ঐ সকল লোক যাহারা আধ্যাত্মিক কল্যাণ লাভের উদগ্র ইচ্ছায়, কোন ওলী-আল্লাহ্‌র সান্নিধ্যে অবিচ্ছেদ্য রূপে দিনাতিপাত করেন, (খ) যাহারা শত্রু পরিবেষ্টিত-অবস্থায় এমনি আটকা পড়িয়াছে যে, নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র যোগাড় করা তাহাদের পক্ষে সম্ভব নহে।

৩৪৭। 'সীমা' অর্থ পরিচিত-চিহ্ন বা সাধারণ মুখমণ্ডলের লক্ষণ (আকরাব)।

৩৪৮। এই আয়াত ঘটনাক্রমে, ঐসব আত্ম-সম্মানী ব্যক্তিদের প্রশংসা করিয়াছে যাহারা অন্যের কাছে হাত পাতে না। ইহাতে 'ভিক্ষাবৃত্তির' প্রতি কটাক্ষ করা হইয়াছে। 'তাআফ্‌ফুফ' (দুষণীয় ও অন্যায় বস্তু হইতে বিরত থাকা) ও 'ইলাহাফ' (অতিরিক্ত মিনতি) শব্দদ্বয় ব্যবহার দ্বারা ঘৃণা প্রকাশ পায়। মহানবী (সাঃ) ভিক্ষা করাকে নিরুৎসাহিত করিয়াছেন।

(টিকা অপর পৃঃ দ্রষ্টব্য)

২৭৫। যাহারা নিজেদের ধন-সম্পদ রাত্রে এবং দিবসে গোপনে এবং প্রকাশ্যে খরচ করে, তাহাদের জন্য তাহাদের প্রভুর সন্নিধানে পুরস্কার সংরক্ষিত আছে, এবং তাহাদের কোন ভয় নাই এবং তাহারা দুঃখিতও হইবে না।

২৭৬। যাহারা সুদ (৩৫০) খায় তাহারা সেইভাবে দাঁড়ায় যেভাবে ঐ ব্যক্তি দাঁড়ায় যাহাকে শয়তান সংস্পর্শে আনিয়া জ্ঞান-বুদ্ধি (৩৫১) হারা করিয়া ফেলে। ইহা এই কারণে যে, তাহারা বলে, 'ক্রয়-বিক্রয়ও সুদেরই মত'; অথচ আল্লাহ্ ক্রয়-বিক্রয়কে হালাল করিয়াছেন এবং সুদকে হারাম করিয়াছেন। সুতরাং যাহার নিকট তাহার প্রভুর পক্ষ হইতে কোন উপদেশ আসে এবং সে বিরত হয়, তাহা হইলে অতীতে যাহা কিছু হইয়াছে উহা তাহারই এবং তাহার ব্যাপার আল্লাহ্র নিকট ন্যস্ত। এবং যাহারা পুনরায় ইহা করিবে, তাহারা নিশ্চয় অগ্নিবাসী হইবে, সেখানে তাহারা দীর্ঘকাল থাকিবে।

৩৪৮-ক। 'খায়ের' মানে ধন-দৌলত, অপরিমেয় সম্পদ, সৎভাবে উপার্জ্জিত মালামাল, অর্থকড়ি (মুফ্রাদাত)।

৩৪৯। দান দুই প্রকারের—যাকাত যাহা অবশ্য দেয়, এবং 'সাদকাহ' যাহা স্বেচ্ছা-প্রণোদিত। 'যাকাত' কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অবস্থাশালী মুসলমানদের কাছ হইতে সঞ্চিত ধনের একটি নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ অংশ হিসাবে সংগৃহীত হয় এবং গরীব দুঃখী, এতীম, বিধবা, পথিক ইত্যাদির মঙ্গল ও সাহায্যার্থে ব্যয় করা হয়। সাহায্যপ্রাপ্তরা 'যাকাত' প্রদানকারীদের কাহাকেও চিনে না বলিয়া ব্যক্তিগতভাবে কাহারও কাছে ঋণী বলিয়া মনে করে না। 'যাকাত' কর্তৃপক্ষের (নেযামের) অবশ্য প্রাপ্য এবং ধনীর অবশ্য দেয় বলিয়া ইহা 'দানের' পর্যায়ে পড়ে না। 'সাদ্কাহ' হইল স্বেচ্ছা-প্রণোদিত প্রকৃত দান। ইহার দাতা ব্যক্তিগতভাবে সাহায্যস্বরূপ ব্যক্তি বিশেষকে কিংবা সমাজের কল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠানের জন্য দান করিয়া থাকেন। ইহার দাতাগণ সমাজের গরীব-দুঃখী ভাইদের প্রতি ভ্রাতৃত্ব ও সহানুভূতি প্রকাশ করেন, অপরপক্ষে ইহার গ্রহীতাগণ দাতাদের প্রতি দোয়া ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া থাকেন। এই দানের মধ্য দিয়া, একদিকে দয়া ও সহানুভূতি এবং অপরদিকে ভক্তি ভালবাসা ও কৃতজ্ঞতা ইত্যাদি সৎগুণাবলী সমাজে সঞ্চারিত হয়। তাহা ছাড়া সত্যিকার বিশ্বাসী ও মৌখিক বিশ্বাসীর মাঝে তারতম্যও বুঝা যায় 'সদকা' দ্বারা।

৩৫০। 'রিবা'র শাব্দিক অর্থ হইল 'অতিরিক্ত কিছু বা সংযোজিত কিছু'; টাকার ক্ষেত্রে মূল অর্থের উপরে কিছু সংযোজন (মুফরাদাত, লেইন)। অর্থনীতির ক্ষেত্রে, চক্রবৃদ্ধি সুদ ও সাধারণ সুদ উভয়ই 'রিবা'র অন্তর্গত। হাদীসের দ্বারা বুঝা যায়, 'লাভের উদ্দেশ্যে ঋণ দান' 'রিবা'র সংজ্ঞার আওতায় পড়ে। তবে 'রিবা'র গূঢ় অর্থ 'সুদ'-এর সাথে একেবারে এক, তাহা নহে। 'রিবা' অর্থ পূর্ণভাবে প্রকাশ করিতে পারে এমন শব্দের অভাবে, 'সুদ'

শব্দকেই মোটামোটি ও কাছাকাছি অনুবাদ হিসাবে গ্রহণ করা যায়। যে পরিমাণ টাকা, মূল ঋণের অতিরিক্ত দেওয়া হয় বা নেওয়া হয় তাহাই 'সুদ'। এই কারবার ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে হউক, ব্যংকের সাথে হউক, সংস্থার সাথে হউক, পোষ্ট অফিসের সাথে হউক, তাতে কিছু আসে যায় না। 'সুদ' কেবল টাকা কড়ি আদান প্রদানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। যে কোনও সামগ্রী যদি ঋণস্বরূপ এইরূপ শর্তে দান করা হয় যে, পরিশোধের সময় একটি পূর্ব নির্ধারিত পরিমাণ অতিরিক্ত সামগ্রী পরিশোধ করিতে হইবে, ইহাও 'রিবার' সংজ্ঞাভুক্ত।

৩৫১। "শয়তান তাহাকে জ্ঞান-বুদ্ধিহারা করিয়া ফেলে" কথাগুলির দ্বারা ইহাই বুঝায় যে, পাগল যেমন নিজের কর্ম ফলের হিতাহিত জ্ঞান রাখে না, তেমনি অর্থ লগ্নিকারীরা জগতের, সমাজের ও ব্যক্তির নৈতিক ও আর্থিক কত বড় ক্ষতি সাধন করে সেই দিকে মোটেও তাকায় না এবং পরওয়াও করে না। 'রিবা' ঋণদাতার লাভের লালসাকে এতই বাড়াইয়া তুলে যে, তাহার মন ও মস্তিষ্ক নেশাগ্রস্ত হইয়া পড়ে এবং ভালর দিকে তাহার আকর্ষণ 'রিবা'কে ইসলাম বিশেষভাবে এই কারণে নিষিদ্ধ করিয়াছে, যেহেতু ইহা ধনকে মাত্র গুটিকতক লোকের হাতে কুক্ষিগত করিবার অবাধ সুযোগ করিয়া দেয় এবং ধনের ন্যায়সঙ্গত ও সুষম বন্টনকে প্রতিরোধ করে। অর্থ লগ্নীকারীরা অলসতায় জীবন কাটায়। অন্যকে সাহায্য করার প্রবৃত্তি তাহাদের পুরাপুরি লোপ পায়, তাহাদের হৃদয়ের সহানুভূতির দরজাগুলি একেবারে বন্ধ হইয়া যায়। অন্যের অভাব-অনটন ও দারিদ্র্য কষ্ট হইতে তাহারা ফায়দা লুটে। তেমনি ঋণ-গ্রহীতা সাধারণতঃ সহজ লভ্য টাকা প্রাপ্তির লোভ সংবরণ করিতে না পারিয়া, ঋণ গ্রহণের ব্যাপারে বেশ তাড়াহুড়া করে। এমনকি পরিশোধ ক্ষমতা তাহার আছে কি নাই, তাহাও বিবেচনা করিবার ধৈর্য তাহার থাকে না। এইভাবে নিজের নৈতিক পতন ঘটায়। 'রিবা' যুদ্ধ লাগায় এবং যুদ্ধকে দীর্ঘায়িত করে। ঋণ ছাড়া দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ কখনও সম্ভব নয়। এই ঋণ ও সুদ যখন পরিশোধ করবার সময় হয় তখন বিজয়ী এবং বিজিত উভয়েই নিজেদেরকে অর্থনৈতিক চরম দুর্দশায় নিপতিত দেখিতে পায়। সহজে ঋণ-প্রাপ্তি যুদ্ধ স্পৃহাকে বাড়াইয়া তুলে, কেননা নাগরিকগণ হইতে প্রত্যক্ষ কর আদায়ের ঝক্কি-ঝামেলা ইহাতে কমিয়া যায়। তাই ইসলাম সর্ব প্রকারের সুদকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। বর্তমান যুগে সুদের সাথে ব্যবসায়ের যে অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহাতে 'সুদকে' জীবন হইতে সম্পূর্ণ বাদ দেওয়া একেবারে অসম্ভব বলিয়া মনে হয়। তবে পদ্ধতির পরিবর্তন, পারিপার্শ্বিকতার বিবর্তন ও ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণ দারা 'সুদ-মুক্ত' ব্যবসা-বাণিজ্য চালানো নিশ্চয় সম্ভব হইতে পারে, যেমনটি হইয়াছিল ইসলামের উন্নতির যুগে।

হাদিস শরীফ

সালাম

সংকলন ঃ ফয়েয আহমদ

হযরত আবু ওমামা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রসূল করীম (সাঃ) বলিয়াছেন—যে প্রথম সালাম দেয়, আল্লাহ্‌র নিকট লোকের ভিতর সে-ই উত্তম। (তিরমীযি, আবু দাউদ)

হযরত ইমরান (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, এক ব্যক্তি রসূল করীম (সাঃ)-এর নিকট আসিয়া বলিল, আপনার প্রতি সালাম। তিনি তাহার উত্তর দিলে লোকটি আসন গ্রহণ করিল। তখন রসূল করীম (সাঃ) বলিলেন, দশ নেকী। অন্য ব্যক্তি আসিয়া বলিল, আপনাদের প্রতি সালাম এবং আল্লাহ্‌র রহমত। রসূল করীম (সাঃ) উত্তর দিলে লোকটি আসন গ্রহণ করিল। তখন হযরত (সাঃ) বলিলেন—বিশ নেকী। অন্য একজন আসিয়া বলিল, আপনাদের উপর সালাম, আল্লাহ্‌র রহমত এবং তাঁহার বরকত। তিনি তাহার উত্তর দিলে লোকটি আসন গ্রহণ করিল। তখন হযরত (সাঃ) বলিলেন—ত্রিশ নেকী। (তিরমিযী, আবু দাউদ)

হযরত আনাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রসূল করীম (সাঃ) তাহাকে বলিয়াছেন—হে প্রিয় পুত্র! যখন তুমি তোমার পরিজনবর্গের নিকট গমন কর, সালাম দিও। তাহা হইলে তোমার এবং তোমার পরিজনবর্গের উপর বরকত আসিবে। (তিরমীযি)

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রসূল করীম (সাঃ) বলিয়াছেন—মহান আল্লাহ্‌ হযরত আদমকে তাঁহারই রূপে সৃষ্টি করিয়াছেন। তিনি ষাট হাত দীর্ঘ ছিলেন। তাঁহাকে সৃষ্টি করিয়া আল্লাহ্‌ বলিলেন—যাও, ঐ দলকে (অর্থাৎ একদল ফেরেশ্‌তা) সালাম দাও। তাহারা কি উত্তর দেয় তাহা শুনিও, কেননা ইহাই তোমার এবং তোমার বংশধরগণের অভ্যর্থনা। তিনি গিয়া বলিলেন, তোমাদের উপর সালাম। তাহারা বলিল—তোমার উপর সালাম এবং আল্লাহ্‌র রহমত। তিনি বলিলেন, তাহারা আল্লাহ্‌র রহমত কথাটি—ইহার সাথে সংযোগ করিল। তিনি বলিলেন, যে ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করিবে সে আদমের রূপ পরিগ্রহ করিবে এবং ষাট হাত তাহার দীর্ঘতা হইবে। তাহার পর সৃষ্ট প্রাণী অদ্য পর্যন্ত খর্ব হইতে চলিয়াছে। (বোখারী, মোসলেম)

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রসূল করীম (সাঃ) বলিয়াছেন—কনিষ্ঠ জ্যেষ্ঠকে, পথিক উপবিষ্টকে এবং ক্ষুদ্র দল বৃহৎ দলকে সালাম দিবে। (বোখারী)

হযরত আনাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রসূল করীম (সাঃ) কতকগুলি বালকের নিকট দিয়া যাইবার সময় তাহাদিগকে সালাম দিয়াছিলেন। (বোখারী, মুসলিম)

(অবশিষ্টাংশ ৯ম পাতায় দেখুন)

হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ) এর

অমৃত বাণী

অনুবাদক : নাজির আহমদ ভুঁইয়া

(২০তম সংখ্যায় প্রকাশিত অংশের পর)

"যাহারা তাক্‌ওয়া অবলম্বন করে এবং যাহারা পুণ্যবান খোদা তাহাদের সঙ্গে আছেন। কেয়ামত সদৃশ একটি ভূমিকম্প আসন্ন, যাহা তোমাদিগকে দেখাইব। এই গৃহের প্রত্যেক বসবাসকারীকে আমি রক্ষা করিব। হে অপরাধীরা! আজ তোমরা পৃথক হইয়া যাও। সত্য আসিয়াছে এবং মিথ্যা পলায়ন করিয়াছে। ইহা তাহাই, যাহার সম্পর্কে তোমরা ত্বরা করিতেছিলে। ইহা ঐ সুসংবাদ, যাহা নবীগণ পাইয়াছিলেন। তুমি খোদার তরফ হইতে সুস্পষ্ট দলিলসহ প্রকাশিত হইয়াছ। যাহারা তোমার সম্পর্কে হাসি-ঠাট্টা করে আমি তাহাদের জন্যে যথেষ্ট। আমি কি তোমাদিগকে বলিব, কোন্ লোকদের উপর শয়তান অবতীর্ণ হইয়া থাকে? প্রত্যেক মিথ্যাবাদী ও পাপিষ্ঠের উপর শয়তান অবতীর্ণ হয়। তুমি খোদার রহমত হইতে নিরাশ হইও না। সাবধান, খোদার রহমত নিকটে। সাবধান, খোদার সাহায্য নিকটে। ঐ সাহায্য প্রত্যেক দূরের পথ হইতে তোমার নিকট পৌঁছিবে এবং এইরূপ পথে পৌঁছিবে যে, ঐ পথসমূহ, যাহারা তোমার দিকে আসিবে, তাহাদের পুনঃ পুনঃ চলাচলের কারণে গর্ত হইয়া যাইবে। এত অধিক সংখ্যায় লোক তোমার নিকট আসিবে যে, যে সকল পথে তাহারা চলিবে ঐগুলি গভীর হইয়া যাইবে। খোদা নিজের তরফ হইতে তোমাকে সাহায্য করিবেন। তোমার সাহায্য ঐ সকল লোকেরা করিবে যাহাদের হৃদয়ে আমি নিজের তরফ হইতে ইলহাম করিব। খোদার কথা টলিতে পারে না। তোমার প্রভু বলেন, আকাশ হইতে এইরূপ একটি বস্তু অবতীর্ণ হইবে যাহাতে তুমি সন্তুষ্ট হইয়া যাইবে। আমি তোমাকে একটি সুস্পষ্ট বিজয় দান করিব। বন্ধুর বিজয় একটি বিরাট বিজয়। আমি তাহাকে এইরূপ একটি নৈকট্য দান করিয়াছি যে, তাহাকে গোপন বিষয়ে সঙ্গী করিয়া নিয়াছি। সকল লোকের চাইতে সে অধিক সাহসী। যদি ঈমান সপ্তর্ষি মণ্ডলে চলিয়া যায় তবে সে তথায় যাইয়া ইহা লইয়া আসিবে। খোদা তাহার অকাট্যতা উজ্জ্বল করিবেন। আমি একটি গুপ্ত ধনভাণ্ডার ছিলাম। অতএব আমি প্রকাশিত হইতে চাহিলাম। হে চন্দ্র, হে সূর্য, তুমি আমার দ্বারা প্রকাশিত এবং আমি তোমার দ্বারা। যখন খোদার সাহায্য আসিবে এবং সময় আমাদের দিকে ঝুঁকিবে তখন বলা হইবে, এই প্রেরিত ব্যক্তি কি সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল না? খোদার সৃষ্ট

বান্দারা যখন তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিবে তখন তোমার বিরক্ত হওয়া উচিত হইবে না। লোকদের সাক্ষাতের আধিক্যের ফলে তোমার ক্লান্ত হওয়া উচিত হইবে না। তোমার গৃহসম্‌হকে প্রশস্ত করা জরুরী যাহাতে বিপুল সংখ্যায় যেসব লোক আসিবে, তাহাদের থাকার জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণে জায়গা হয়। ঈমানদারদিগকে সুসংবাদ দাও যে, খোদার দরবারে তাহারা সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত আছে। তোমার প্রভুর তরফ হইতে তোমার প্রতি যে সকল ওহী অবতীর্ণ করা হইয়াছে সেইগুলি ঐ সকল লোককে শুনাও যাহারা তোমার জামাতে প্রবেশ করিবে। তাহারা হইল 'আসহাবে সুফ্‌ফা' (মসজিদে নববীর চত্বরে বসবাসকারী দরবেশগণের দল)। তুমি কি জান 'আসহাবে সুফ্‌ফা' কাহারা? তুমি দেখিবে তাহাদের চক্ষু হইতে অশ্রু প্রবাহিত হইবে। তাহারা তোমার প্রতি দরূদ প্রেরণ করিবে এবং বলিবে, হে আমাদের খোদা! আমরা একজন আহ্বায়কের আহ্বান শুনিয়াছি, যিনি ঈমানের দিকে আহ্বান করেন এবং খোদার দিকে আহ্বান করেন এবং যিনি একটি প্রজ্জলিত প্রদীপ। হে আহমদ! তোমার ঠোঁটে রহমত জারী করা হইয়াছে। তুমি আমার চক্ষুর সম্মুখে আছ। আমি তোমায় নাম মোতাওয়াক্কিল (নির্ভরশীল) রাখিয়াছি। খোদা তোমার নামকে মহিমান্বিত করিবেন এবং তাঁহার পুরস্কার ইহকালে ও পরকালে তোমার উপর পূর্ণ করিবেন। হে আহমদ! তোমাকে কল্যাণ দেওয়া হইয়াছে এবং তোমাকে যে সকল কল্যাণ দেওয়া হইয়াছে সেগুলি তোমারই পাওনা ছিল। তোমার মর্যাদা আশ্চর্যজনক এবং তোমার পুরস্কার নিকটবর্তী। আকাশ ও পৃথিবী তোমার সাথে আছে, যেভাবে সেগুলি আমার সাথে আছে। তুমি আমার দরগাহে সম্মানিত। আমি তোমাকে আমার নিজের জন্য নির্বাচিত করিয়াছি। পবিত্র খোদা বড় কল্যাণময় ও বড় সম্মানিত। তিনি তোমার সম্মানকে বৃদ্ধি করিবেন। তোমার বাপ দাদার নাম কাটিয়া দেওয়া হইবে এবং তোমার পর বংশের সিলসিলা তোমা হইতে শুরু হইবে। *

---

* টীকা :—স্মরণ রাখিতে হইবে যে, বাহ্যিক সম্মান ও প্রতাপের দিক হইতে এই খাকসারের বংশ অনেক খ্যাতির অধিকারী ছিল। বরং এই বংশের গৌরবের পতনোন্মুখ সময় পর্যন্তও এই খ্যাতি অক্ষুন্ন ছিল। আমার দাদা সাহেব এই অঞ্চলের ৮২টি গ্রামের মালিক ছিলেন। ইহার পূর্বে তিনি দেশের শাসনকর্তারূপে জীবন অতিবাহিত করিয়াছিলেন। তিনি কোন রাজ্যের অধীনে ছিলেন না। অতঃপর ধীরে ধীরে খোদার ইচ্ছা ও প্রজ্ঞানুযায়ী শিখদের যুগে কয়েকটি যুদ্ধের পর তিনি সবকিছু হারাইয়া বসেন। কেবলমাত্র ৬টি গ্রাম তাঁহার অধীনে রহিল। অতঃপর আরো ২টি গ্রাম তাঁহার হাতছাড়া হইল এবং কেবল ৪টি গ্রাম অবশিষ্ট রহিল। এইভাবে পার্থিব শান শওকত, যাহা কাহারো সহিত বিশ্বস্ততা রক্ষা করে না, তাহা ধ্বংস হইয়া গেল। যাহা হউক, এই বংশ এই অঞ্চলে অনেক

(টিকার অবশিষ্টাংশ অপর পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

খোদা এইরূপ নহেন যে, যতক্ষণ পর্যন্ত পবিত্র ও অপবিত্রের মধ্যে পার্থক্য করিয়া না দেখাইবেন, ততক্ষণ পর্যন্ত তোমাকে ছাড়িয়া দিবেন। যখন খোদাতা'লার সাহায্য ও বিজয় আসিবে এবং খোদার ওয়াদা পূর্ণ হইবে তখন বলা হইবে যে, ইহা ঐ বিষয়ই যাহার জন্য তোমরা ত্বরা করিতেছিলে। আমি ইচ্ছা করিলাম যে, আমার খলীফা বানাইব। অতএব, আমি এই আদমকে সৃষ্টি করিলাম। সে খোদার নিকটবর্তী হইল। অতঃপর সে সৃষ্টির প্রতি ঝুঁকিল। সে খোদা ও সৃষ্টির মাঝে এইরূপ হইয়া গেল, যেরূপে দুইটি ধনুকের এক তন্ত্রী হইয়া গেল, অথবা উহা হইতেও নিকটবর্তী হইয়া গেল। সে ধর্মকে জীবিত করিবে এবং শরীয়তকে প্রতিষ্ঠিত করিবে। হে আদম! তুমি এবং তোমার বন্ধু বেহশ্‌তে প্রবেশ কর। হে মরিয়ম! তুমি এবং তোমার বন্ধু বেহশ্‌তে প্রবেশ কর। হে আদম! তুমি এবং তোমার বন্ধু বেহেশ্‌তে প্রবেশ কর। তোমাকে সাহায্য করা হইবে এবং বিরুদ্ধ-বাদীরা বলিবে, এখন উপেক্ষা করার অবকাশ নেই। যে সকল লোক কাফের হইয়া গিয়াছে এবং খোদার পথে প্রতিবন্ধক হইয়াছে তাহাদিগকে পারস্য বংশীয় এক ব্যক্তি রদ করিয়াছে। খোদা তাহার প্রচেষ্টার জন্য কৃতজ্ঞ। এই সকল লোক কি বলে, আমরা একটি শক্তিশালী জামা'তের ধ্বংসকারী? এই সকল লোক পলায়ন করিবেন এবং পৃষ্ঠ-প্রদর্শন করিবে। তুমি আমার নিকট আজ সম্মানের অধিকারী একজন বিশ্বস্ত ব্যক্তি। জাগতিক ও ধর্মীয় ক্ষেত্রে তোমার উপর আমার রহমত আছে। তুমি ঐ সমস্ত লোকদের অন্তর্ভুক্ত যাহাদের সহিত খোদার সাহায্য শামেল থাকে। খোদা তোমার প্রশংসা করেন এবং তোমার দিকে আসিতেছেন। ঐ পবিত্র সত্তাই খোদা, যিনি এক রাত্রিতে তোমাকে ভ্রমণ করাইয়াছেন। তিনি এই আদমকে সৃষ্টি করেন অতঃপর তাহাকে সম্মান দান করেন। সকল নবীর বেশে এই ব্যক্তি খোদার রসূল। অর্থাৎ প্রত্যেক নবীর একটি বিশেষ গুণ তাহার মধ্যে মওজুদ আছে। হে আমার আহ্‌মদ! তোমাকে সুসংবাদ দিতেছি। তুমি আমার ইচ্ছা এবং তুমি আমার সঙ্গে আছ। তোমার রহস্য আমার রহস্য। আমি তোমাকে সাহায্য করিব আমি তোমার তত্ত্বাবধায়ক রহিব। আমি লোকদের জন্য তোমাকে নেতা বানাইব। তুমি

খ্যাতির অধিকারী ছিল। কিন্তু খোদাতা'লা চাহিলেন না যে, এই সম্মান কেবল পার্থিব সম্মানের মধ্যেই সীমিত থাকুক। কেননা পার্থিব মান-সম্মান হামবরাভাব, অহংকার ও দম্ভছাড়া অন্য কোন ফল দেয় না। এই জন্য এখন খোদাতা'লা স্বীয় পবিত্র ওহীতে ওয়াদা করেন এবং আমাকে সম্বোধন করিয়া বলেন, এখন এই বংশ নিজের রঙ পরিবর্তন করিবে এবং এই বংশের সিলসিলা তোমা হইতে আরম্ভ হইবে। পূর্বের নাম কর্তিত হইয়া যাইবে। খোদার এই ওহীতে বংশ বৃদ্ধির প্রতিও ইঙ্গিত রহিয়াছে। অর্থাৎ বংশ অনেক বৃদ্ধি লাভ করিবে। এই বংশ মোঘল বংশের নামে প্রসিদ্ধ। ইহাই বাহ্যিকভাবে মনে

(টিকার অবশিষ্টাংশ অপর পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

তাহাদের পথ-প্রদর্শক হইবে। তাহারা তোমার অনুবর্তী হইবে। লোকেরা কি আশ্চর্যান্বিত হইয়াছে? বল, খোদা আশ্চর্যজনক ব্যাপারসমূহের অধিকারী। তাঁহাকে স্বীয় কর্ম সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয় না, কিন্তু লোকদিগকে জিজ্ঞাসা করা হয়। এই দিন আমি লোকদের মধ্যে চলা ফেরা করিতে থাকি। বলিবে যে, ইহাতো কেবল একটি বানাওট। বল, যদি তোমরা খোদার প্রতি ভালবাসা রাখ তবে আস, আমার অনুবর্তিতা কর যাহাতে খোদাও তোমাদের প্রতি ভালবাসা রাখেন। যখন খোদাতা'লা মোমেনদের সাহায্য করেন তখন পৃথিবীতে তাহাদের জন্য কিছু হিংসুক নিযুক্ত করিয়া দেন। কিন্তু তাঁহার আশিসকে কেহ রদ করিতে পারে না। অতএব, জাহান্নাম তাহাদের প্রতিশ্রুত স্থান। বল, খোদা এই কথা অবতীর্ণ করিয়াছেন অতঃপর তাহাদিগকে হাসি-তামাসার ধারণার মধ্যে ছাড়িয়া দাও। যখন তাহাদিগকে বলা হয় যে, ঈমান আন যেভাবে লোকেরা ঈমান আনিয়াছে, তখন তাহারা বলে, আমরা কি নির্বোধদের ন্যায় ঈমান আনিব? সাবধান হও যে, ঐ সকল লোকই নির্বোধ। কিন্তু তাহারা নিজেদের নির্বুদ্ধিতা সম্পর্কে জ্ঞাত নহে। যখন তাহাদিগকে বলা হয় যে, পৃথিবীতে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করিও না, তখন তাহারা বলে, আমরা তো বরং সংশোধনকারী।" (ক্রমশঃ)

করা হয়। কিন্তু অদৃশ্য সম্পর্কে জ্ঞাত খোদা, যিনি প্রকৃত অবস্থা অবহিত, তিনি বার বার স্বীয় পবিত্র ওহীতে প্রকাশ করেন যে, আমার বংশ পারস্য বংশ এবং তিনি আমাকে পারস্য বংশীয় বলিয়া সম্বোধন করেন। তিনি আমার সম্পর্কে বলেন,

ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله رد عليهم رجل من فارس شكر الله سعيه

অর্থাৎ, যে সকল লোক কাফের হইয়া খোদাতা'লার পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে একজন পারস্য বংশোদ্ভূত ব্যক্তি তাহাদিগকে রদ করিবে। খোদা তাহার প্রচেষ্টার জন্য কৃতজ্ঞ। তিনি আরো একটি ওহীতে আমার সম্পর্কে বলেন,

لو كان الايمان معلقا بالثريا لنا له رجل من فارس

অর্থাৎ, যদি ঈমান সুরাইয়ায় চলিয়া যায় তবে পারস্য বংশীয় এক ব্যক্তি সেখান হইতেও ইহাকে নামাইয়া আনিবেন। অতঃপর আরো একটি ওহীতে তিনি আমাকে সম্বোধন করিয়া বলেন,

خذوا التوحيد خذوا التوحيد يا ابناء الفارس

অর্থাৎ, হে পারস্যের সন্তানেরা! তওহীদকে ধর, তওহীদকে ধর।

আল্লাহ্‌র এই সকল কথা হইতে প্রমাণিত হয় যে, এই খাকসারের বংশ প্রকৃতপক্ষে পারসী, মোঘল নহে। জানি না কোন ভুলের দরুন আমার বংশ মোঘল বংশরূপে খ্যাতি লাভ করিল। আমাকে জানানো হইয়াছে আমার বংশ তালিকা এইরূপ যে, আমার পিতার নাম ছিল মির্যা গোলাম মুর্তযা। তাঁহার পিতার নাম ছিল মির্যা আতা মোহাম্মদ। মির্যা আতা মোহাম্মদের পিতার নাম ছিল মির্যা গুল মোহাম্মদ। মির্যা গুল মোহাম্মদের পিতার

নাম ছিল মির্যা ফয়েয মোহাম্মদ। মির্যা ফয়েয মোহাম্মদের পিতার নাম ছিল মির্যা মোহাম্মদ কায়েম। মির্যা মোহাম্মদ কায়েমের পিতার নাম ছিল মির্যা মোহাম্মদ আসলাম। মির্যা মোহাম্মদ আসলামের পিতার নাম ছিল মির্যা দেলাওয়ার। মির্যা দেলাওয়ারের পিতার নাম ছিল মির্যা আলাদ্দীন। মির্যা আলাদ্দীনের পিতার নাম ছিল মির্যা আযকর বেগ। মির্যা আযকর বেগের পিতার নাম ছিল মির্যা মোহাম্মদ বেগ। মির্যা মোহাম্মদ বেগের পিতার নাম ছিল মির্যা আবদুল বাকী। মির্যা আবদুল বাকীর পিতার নাম ছিল মির্যা মোহাম্মদ সুলতান। মির্যা মোহাম্মদ সুলতানের পিতার নাম ছিল মির্যা হাদী বেগ। মনে হয় যেভাবে 'খান' নামটি উপাধিস্বরূপ দেওয়া হয়, সেভাবে মির্যা এবং বেগ শব্দ দুইটিও কোন যুগে উপাধিস্বরূপ তাঁহারা লাভ করিয়াছিলেন। যাহা হউক, যাহা কিছু খোদা প্রকাশ করিয়াছেন তাহাই সঠিক। মানুষ একটি সামান্য পদস্খলনের দরুন ভ্রান্তিতে পড়িতে পারে। কিন্তু খোদা ভুল ভ্রান্তি হইতে পবিত্র। *

---

* উপ-টীকা :—আমার বংশ সম্পর্কে খোদার আরো একটি ওহী আছে। তাহা এই যে, আমার সম্পর্কে খোদা বলেন, سلمان منا اهل البيت (অনুবাদ) সালমান অর্থাৎ এই খাকসার, যে দুইটি সন্ধির ভিত্তি স্থাপন করে, সে আমাদের মধ্যে হইতে। সে আহলে বয়াত (অর্থ : নবীর বংশধর—অনুবাদক)। খোদার ওহী ঐ বিখ্যাত ঘটনার সত্যায়ন করে যে, এই খাকসারের কোন দাদী সৈয়দ বংশীয়া ছিলেন। দুইটি সন্ধির অর্থ এই যে, খোদা ইচ্ছা করিয়াছেন একটি সন্ধি আমার হাতে এবং আমার মাধ্যমে ইসলামের ফেরকাগুলির মধ্যে হইবে এবং অনেক মতভেদ বিলুপ্ত হইবে। দ্বিতীয় সন্ধি ইসলামের বাহিরের দুশমনের সহিত হইবে যে, বহু লোককে ইসলামের সত্যতা অনুধাবন করার শক্তি দেওয়া হইবে এবং তাহারা ইসলামে প্রবেশ করিবে। তখন পরিসমাপ্তি হইবে।

(হাকিকাতুল ওহী ধারাবাহিক বঙ্গানুবাদ)

(৪র্থ পাতার পর)

হযরত আমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রসূল করীম (সাঃ) বলিয়াছেন—যে আমাদিগকে ছাড়া অন্যের অনুকরণ করে, সে আমাদের দলভুক্ত নহে। ইহুদী এবং খৃষ্টানগণের অনুকরণ করিও না। ইহুদীগণের সম্ভাষণ অঙ্গুলী অংকেত দ্বারা এবং খৃষ্টানগণের সম্ভাষণ করতালির সংকেত দ্বারা। (তিরমীযি)

হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রসূল করীম (সাঃ) বলিয়াছেন—যখন ইহুদীগণ তোমাদের সালাম দেয় এবং তাহাদের কেহ যদি বলে 'তোমাদের সাম' (মৃত্যু) তুমিও বলিবে, তোমাদের উপরও। (বোখারী, মোসলেম)

হযরত ওসামা বিন যায়েদ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে রসূল করীম (সাঃ) একটি মজলিসে যাইবার সময় সালাম দিয়াছিলেন (তন্মধ্যে মুসলমান, কাফের, পৌত্তলিক, এবং ইহুদী ছিল) (বোখারী, মোসলেম)

হযরত আনাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রসূল করীম (সাঃ) বলিয়াছেন—যখন কেতাবী লোক তোমাদিগকে সালাম দেয়, তাহাদিগকে বল, তোমাদের উপরও। (বোখারী, মোসলেম)

(১৫-৩-১৯৭০ তারিখের পাক্ষিক আহমদী থেকে পুনঃ প্রকাশিত)

জুমুআর খুতবা

হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ)

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা : মাওলানা সালেহ আহমদ
সদর মুরব্বী

(৩০/৪/৯৩ তারিখে মসজিদে ফযল লণ্ডনে প্রদত্ত জুমুআর খুতবার সারাংশ)

তাশহুহুদ, তাআওউয ও সূরা ফাতেহা তেলাওয়াতের পর হুযূর (আইঃ) সূরা মারইয়ামের ৬০-৬২ নম্বর আয়াতের তেলাওয়াত করেন :

فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلوة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا ٥ إلا من تاب و امن صالحا فاولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيا ٥ جنت عدن التى وعد الرحمن عباده بالغيب ط إنه كان وعده ماتيا ٥ (مريم ٦٠-٦٢)

অর্থাৎ, কিন্তু তাদের পর এমন বংশধর (তাদের) স্থলাভিষিক্ত হলো যারা (অবহেলা করে) নামাযকে নষ্ট করে দিল এবং কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ করল। সুতরাং তারা অচিরে পথভ্রষ্টতার সম্মুখীন হবে ; কেবল ঐ সকল লোক ব্যতীত যারা তওবা করে ঈমান আনে এবং সৎকর্ম করে—এ সকল লোক জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং তাদের প্রতি কোন যুলুম করা হবে না—সেই চিরস্থায়ী জান্নাতসমূহে, যাদের সম্বন্ধে রহমান আল্লাহ্ নিজ বান্দাদের সঙ্গে (এমতাবস্থায়) ওয়াদা করেছেন (যখন সেগুলি তাদের) দৃষ্টির অগোচরে (রয়েছে) নিশ্চয় তাঁর ওয়াদা পূর্ণ হবেই। (সূরা মারইয়াম ৬০-৬২)

অতঃপর হুযূর (আইঃ) বলেন, আজ খোদার ফযলে কোথাও শূরা, ইজতেমা ও বাৎসরিক জলসা অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। সেই পরিপ্রেক্ষিতে আবেদন করা হয়েছে, আমি যেন এই অনুষ্ঠানগুলিকে সামনে রেখে কিছু বলি। পাকিস্তানের সীমান্ত প্রদেশ ও আটক জেলায় আজ ইজতেমা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। অনুরূপভাবে উগাণ্ডাতে সালানা জলসা ও জার্মানীতে মজলিসে শূরা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। আমি সর্বপ্রথম ইজতেমায় অংশ গ্রহণকারীদের উদ্দেশ্য করে কিছু বলব, তারপর মজলিসে শূরা সম্বন্ধে কিছু বলব। আমি যে আয়াতের তেলাওয়াত করেছি তার সম্পর্ক তবরীয়তের সাথে। এই আয়াতে বর্ণিত শিক্ষার উপর জাতির ভাগ্য নির্ভর করে। আল্লাহ্তা'লা বলেন, যারা আমার নির্দেশানুযায়ী জীবন যাপন করবে তাদের স্থায়ী অবস্থানস্থল হলো জান্নাত আর তারা আমার মেহমান হবে। কিন্তু যারা আমার আদেশ অমান্য করবে এবং নামাযকে নষ্ট করবে তারা অবশ্যই পথভ্রষ্ট হবে। কুরআন এর শাস্তি হিসাবে গাইয়া বা পথভ্রষ্টতাকে বর্ণনা করেছে। غيا (গাইয়া) শব্দের অনুবাদ হলো পথভ্রষ্টতা, অজ্ঞতায় নিমজ্জিত হয়ে যাওয়া, ধ্বংস হয়ে যাওয়া।

ঐ সকল জামাত যার ভিত্তি ধর্মের উপর তারা যখনই আত্মার প্ররোচনার অনুসরণ করবে তারা অবশ্যই পথভ্রষ্ট হবে এবং ধ্বংস হবে। যারা ঈমান আনয়ন করে এবং তাতে উন্নতি করে তারা কদাচিৎ পথভ্রষ্ট হয়ে থাকে। কেননা তারা প্রতিনিয়ত ইবাদতের মাধ্যমে খোদার সান্নিধ্যের অন্বেষণ করে থাকে। সে জন্যেই ইবাদতের উপর প্রতিষ্ঠিত হবার কথা বার বার নসীহত করা হয়; যাতে করে বিপদ মুক্ত হবার পথ যেন সর্বদা উন্মুক্ত থাকে।

হুযুর (আইঃ) বলেন, জামাতে আহমদীয়া আজ এক বিপজ্জনক মোড়ে অবস্থান করছে। কারণ হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর সাহাবাগণ গত হয়ে গেছেন। অধিকাংশ তাবেঈনও (যারা সাহাবীদের সাহচর্য লাভ করেছেন) গত হয়ে গেছেন। তাবেঈনদের ঐ শ্রেণী যারা অল্প বয়স্ক ছিলেন আজ তাদের কিছু সংখ্যক ব্যক্তি বর্তমান আছে। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, এক বংশধরের পর আরেক বংশধর গত হয়ে গেছে এবং বর্তমানে নতুন বংশধরদের যুগ, প্রথমের সাথে তৃতীয়ের মিলন সুতরাং এই মোড়টি অত্যন্ত বিপজ্জনক। আমি যে আয়াত তেলাওয়াত করেছি সেই আয়াতে আল্লাহ্‌তা'লা বংশধরদের হেদায়াতের পদ্ধতি বর্ণনা করেছেন। অর্থাৎ নামাযের সংরক্ষণই হলো বংশধরদের সংরক্ষণ। আমরা যদি উপরোল্লিখিত আয়াত অনুযায়ী নিজেদের সংরক্ষণের পদক্ষেপ নিই তাহলে আমরা বিপদমুক্ত হবো। আমি এর পূর্বে এ বিষয়ে খুতবা দিয়েছি। কুপ্রবৃত্তির বিপদাবলী ও তা হতে বেঁচে থাকার সম্বন্ধেও বলব। কোন জাতির ধ্বংসের কারণসমূহ আল্লাহ্‌তা'লা আমাদের বলে দিয়েছেন আর তা হলো নামাযকে নষ্ট করে দেয়া আর দ্বিতীয়তঃ কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ করা। এখন আমাদের দায়িত্ব এ বিষয়গুলি হতে বেঁচে থাকা। এ ব্যাপারে বহু নসীহত করা যেতে পারে। এ পরিপ্রেক্ষিতে আমি আজকের খুতবার জন্যে একটি আয়াত বেছে নিয়েছি আর তাতে বলা হয়েছে যে, নতুন প্রজন্মকে কিভাবে বাঁচিয়ে নেয়া যেতে পারে, কুরআন আমাদিগকে বলছে,

فاذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم اباءكم او اشد ذكرا

অর্থাৎ, অতঃপর যখন তোমরা ইবাদতের যাবতীয় অনুষ্ঠান সুসম্পন্ন কর তখন তোমরা আল্লাহ্‌তা'লাকে স্মরণ কর তোমাদের পিতৃপুরুষদিগকে স্মরণ করার ন্যায়, অথবা তদপেক্ষা অধিকতর স্মরণ কর। (সূরা বাকারা—২০১)

এই আয়াতে আল্লাহ্‌তা'লা বলেছেন, তরবীয়তের প্রাণ ঐশী গুণাবলীর স্মরণে। হজ্জের মত অনুষ্ঠানের সমাপ্তির পর মানুষ আরও বিপদাবলীর সম্মুখীন হতে পারে। সে বিপদ হতে রক্ষার জন্যে আল্লাহ্‌তা'লা বলেন, তোমরা পূর্বপুরুষদের জীবনের আলোকে নিজেদের পথ বেছে নাও। হযরত ইব্‌রাহীম (আঃ) ও হযরত ইসমাঈল (আঃ)-এর ত্যাগ ও খোদার

প্রেমে জীবন অতিবাহিত করার ঐতিহ্যকে নিজেদের জীবনে বাস্তবায়িত কর তাহলে তোমরা বিপদাবলী হতে রক্ষা পাবে। কুরআন মজীদ এই রহস্যকে আমাদের সামনে উন্মোচন করেছে যে, জাতির উন্নতির চাবিকাঠি হলো জাতির পুরোনো ঐতিহ্য ও গুণাবলীকে নিজেদের মাঝে জীবিত রাখা। ধর্মীয় জগতেও এইরূপ ব্যবস্থা প্রয়োজনীয়। তাই তো হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) কর্তৃক আল্লাহ্‌তা'লা শিক্ষা দিয়েছেন, হজ্জ হতে ফেরার পর তোমরা মনে কর না যে, এখন তোমরা অবক্ষয় মুক্ত আসলে তা নয় বরং পূর্ববর্তীদের ঐতিহ্যকে নিজেদের মাঝে সর্বদা ধরে রাখতে হবে তাহলেই তোমরা অবক্ষয়মুক্ত জীবন যাপন করতে পারবে, দুনিয়াতে বহু এমন জাতি রয়েছে যারা নিজেদের ঐতিহ্যের হেফাযত, পূর্ববর্তীদের স্মরণ দ্বারা করে আসছে। তারা যদি এ ঐতিহ্যকে বর্জন করে তা হলে উন্নতির ধারাকে হারিয়ে ফেলবে। অতএব, পূর্ববর্তীদের ঐতিহ্যকে স্মরণ করাতে পরবর্তী প্রজন্মের তরবীয়তের সাথে গভীর সম্পর্ক রয়েছে। এ বিষয়টির গুরুত্ব বর্ণনা করতে গিয়ে আল্লাহ্‌তা'লা হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর মত শ্রেষ্ঠ মানবকেও এ নসিহত করছেন যে, তুমি তোমার পিতৃপুরুষদের স্মরণ করার ন্যায় আল্লাহ্‌তা'লাকে স্মরণ কর। এ নসিহতে হযরত ইব্‌রাহীম (আঃ) হযরত ইসমাঈল (আঃ) ও অন্যান্য নবীদের জীবনীর দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। এই সকল নবীদের জীবনী স্মরণ করলে খোদাতা'লার মহিমা ও প্রতাপ হৃদয়কে আলোড়িত করে। হৃদয়ের এই আলোড়ন পরবর্তীতে মানুষকে খোদার প্রেমে বিভোর হতে বাধ্য করে।

আমি বার বার জামাতকে এই নসিহত করেছি যে, ঐ সকল পরিবার যারা বর্তমানে জামাত হতে দূরে সরে গেছে, তাদের বংশে সাহাবী, তাবেয়ীন অথবা কোন বুযুর্গ ব্যক্তি গত হয়ে থাকলে তাদের ত্যাগ ও তিতিক্ষার কথা স্মরণ করিয়ে তাদের জামাতের দিকে ডাকতে হবে। অনেকেই এমন রয়েছেন যারা তাদের পূর্ববর্তীদের স্মরণ করাই ভুলে গেছে। আর এজন্যে তারা তাদের ঐতিহ্যকে হারিয়ে ফেলেছে এবং জামাত হতে দূরে সরে গেছে। জামাত যদি এরূপ পরিবারদেরকে তাদের বুযুর্গদের স্মরণের মাধ্যমে জীবিত করে ও তাদের নাম নিয়ে জাগ্রত করতে থাকে তাহলে অবশ্যই এ সকল পরিবারদের মধ্যে পরিবর্তন পরিলক্ষিত হবে।

অতঃপর হুযূর (আইঃ) সীমান্ত প্রদেশের বুযুর্গ আহমদীদের স্মরণ করে সেখানকার আহমদীদের নসিহত করেন যে, উল্লেখিত বুযুর্গানের জামা'ত থেকে দূরে সরে যাওয়া পরিবারদেরকে জামা'তের দিকে মনযোগী করার জন্য সচেষ্ট হওয়া উচিত। হুযূর বলেন, এ পদ্ধতিতে আমি যখন বাংলাদেশ, উগাণ্ডা পাকিস্তানের বিভিন্ন জায়গায় দূরে সরে যাওয়া পরিবারগুলিকে সরাসরি নসীহত করেছি তার আশাপ্রদ ফলও পেয়েছি। অতঃপর হুযূর (আইঃ)

মজলিস শূরা সম্বন্ধে বলেন, খেলাফত ও শূরার সম্বন্ধে কুরআনে উল্লেখ রয়েছে। এবং এ দু'টি পরস্পর জড়িত। সুতরাং মজলিসে শূরা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, যার ভিত্তি তাক্‌ওয়ার উপর। এটি খোদার মজলিস। এবং সে মজলিসের আদব হলো শালীনতার সাথে সেখানে উপস্থিত হওয়া। ইস্তেগফার করা। নিজেকে বিলীন করার পরেই তা সম্ভব, আত্মঅহমিকা, চালাকি ও অপরকে হেয় প্রতিপন্ন করার প্রয়াস ধ্বংসের পথ। সুতরাং নিজেদের হৃদয়কে শয়তানী প্ররোচনা হতে মুক্ত করে মজলিসে শূরার প্রতিটি কার্যক্রমকে পবিত্র রাখা অত্যাবশ্যক। বস্তুতঃ শয়তানী প্ররোচনা গোটা জাতিকে ধ্বংস করে দেয়। মজলিসে শূরাতে পরামর্শ দেয়ার পূর্বে দোয়া করার প্রয়োজন আর দোয়াটি এরূপ হওয়া উচিত যে, হে খোদা! তুমি আমাকে এমন পরামর্শ প্রদান করার তৌফীক দাও যদ্বারা তুমি সন্তুষ্ট হও। আর পরামর্শ দেবার পর নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন করতে হবে অর্থাৎ আমার কাজ ছিল পরামর্শ দেবার তা দিয়েছি এখন আমার কাজ হলো 'শুনলাম' আর 'আনুগত্য' করলাম। হুযূর বলেন, আমরা যদি এভাবে আমাদের শূরার ঐতিহ্যকে ধরে রাখি অর্থাৎ (১) শূরার প্রতিটি নোমায়েন্দা ইস্তেগফারে রত থাকে। (২) পরামর্শ দাতার পোষাক হলো দোয়া ইহা বুঝে (৩) পরামর্শ দেবার পর ইহা মনে করে নিতে হবে যে, আমার পরামর্শ গৃহিত হোক বা না হোক আমি পূর্বের ন্যায়ই থাকবো, আমার ব্যক্তিত্বের মধ্যে এর কোন প্রভাব প্রতিফলিত হবে না। তাহলে আমাদের ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতাকে আমরা ধরে রাখতে পারব এবং পৃথিবীর কোন শক্তি আমাদের মিটাতে পারবে না।

(ডিশ এন্টিনার মাধ্যমে শ্রুত খুতবা অবলম্বনে)

(২১ পাতার পর)

প্রথমতঃ এস্তেগ্‌ফার করতে করতে উপস্থিত হবেন। অতঃপর (২) নিজের নেকী-সমূহকে উজ্জল করুন—(অর্থাৎ বেশী বেশী দোয়া করুন) আল্লাহ্‌র সামনে সিজদাবনত হোন। (৩) নিজে সুন্দরভাবে সুসজ্জিত হয়ে উপস্থিত হোন। পরামর্শ দেয়ার পর বসে দোয়া করুন যে, পরামর্শ দিয়েছি—এখন গ্রহণ হোক বা না হোক আমরা সন্তুষ্ট আছি। আমাদের করণীয় যা ছিল করেছি। এমন মনোভাব নিয়ে শূরায় উপস্থিত হবেন।

আমি বিশ্বাস করি যে, মজলিসে শূরা জামা'তের সঠিক গুণগুলিকে যথাযোগ্য মর্যাদা দিবেন যা জামা'তের চিরকাল জীবন্ত থাকার নিশ্চয়তা দিবে বা জামাতের জন্য রক্ষাকবয হবে। ইনশাআল্লাহ্‌। আল্লাহ্‌ আমাদিগকে তৌফীক দান করুন।

অনুবাদ—মাওলানা ইমদাদুর রহমান সিদ্দিকী
সদর মুরব্বী

২-৪-৯৩ ইং তারিখে রাবওয়াতে অনুষ্ঠিত মজলিসে শূরা উপলক্ষ্যে বক্তব্য প্রদানের অনুরোধে হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ) উক্ত তারিখে খুতবা জুমুআতে বলেন ঃ

মজলিস্ শূরা আহমদীয়া মুসলিম জামাতের একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ নেযাম। এমন বলা ভুল হবে না যে, নেযামে খেলাফতের পরই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নেযাম হচ্ছে নেযামে মজলিসে শূরা এবং মজলিসে শূরার নেযামের সাথে আমাদের জামাতের জীবন সংযুক্ত-সম্পৃক্ত। সম্মিলিতভাবে খেলাফত এবং মজলিসে শূরার মধ্যে আমাদের জীবন নিহিত। আর যেমন আহমদীয়া মুসলিম জামাতের জীবন খেলাফত ও শূরার মধ্যে নিহিত ঠিক তেমনই খেলাফত ও শূরার জীবন তাকওয়ার মধ্যে নিহিত। কারণ তাকওয়া ব্যতীত খেলাফত অর্থহীন এবং অবাস্তব এবং অনুরূপভাবে মজলিস শূরাও তাকওয়া ছাড়া অর্থহীন এবং প্রাণহীন দেহের মত। আমাদের মজলিসে শূরার সদস্যগণ এবং বিশ্বব্যাপী জামাতের সকলেই যদি এ কথা দু'টিকে সামনে রাখেন, তবে আল্লাহ্র রহমতে কোন দিন আহমদীয়া মুসলিম জামাতের মৃত্যু ঘটতে পারে না। আমি এ কথা বলি নাই যে, খলীফায়ে ওয়াক্তের সাথে আহমদীয়াতের জীবন বা প্রাণ নিহিত—আমি বলছি খেলাফতে আহমদীয়ার সাথে জামাতে আহমদীয়ার জীবন বা প্রাণ সম্পৃক্ত বা নিহিত এবং অনুরূপভাবে মজলিসে শূরার নেযামের মধ্যে আহমদীয়াতের জীবন—শূরার সদস্যগণের সংগে নয়। বিষয় দু'টিকে প্রতিষ্ঠান হিসাবে নিবেন। মজলিসে শূরার সদস্যপদের যদিও পবিত্রতা রয়েছে, কিন্তু এ পবিত্রতার একটা সরাসরি সম্পর্ক জামাতের তাকওয়ার সংগে রয়েছে। খলীফায়ে ওয়াক্তের (যুগ-খলীফার) ব্যক্তি-তাকওয়ারও একটা বিষয় রয়েছে এবং যে জামাত খলীফায়ে ওয়াক্তের নির্বাচন করে এই জামাতের তাকওয়ারও একটা গভীর সম্পর্ক খলীফায়ে ওয়াক্তের ব্যক্তিগত তাকওয়ার সাথে রয়েছে। যেমন দেখা যাচ্ছে যে, কুরআন শরীফে আমাদের নসিহত করা হয়েছে ঃ

وجعلنا للمتقين اماما

'হে আমাদের প্রভু! আমাদিগকে মুত্তাকীদের ইমাম বানাও।' কারণ গয়ের মুত্তাকীদের ইমাম যদি মুত্তাকীও হন তবুও তিনি প্রাণশূন্য হবেন। মেধা এবং আত্মা যে শরীর দিয়ে কার্য পরিচালনা করবে সে শরীরে তো শক্তি সামর্থ্য থাকতে হবে। শরীরেও সামর্থ্য থাকতে হবে কারণ শরীরের শক্তি মেধা এবং আত্মার উপর প্রভাব ফেলে। যদি জামাত তাকওয়াশূন্য হয় তবে খলীফা একা ব্যক্তিগভাবে সুদীর্ঘ কাল তাকওয়ার উপর চলতে পারেন না। কারণ যখন গয়ের মুত্তাকীদের সাথে সম্পর্ক রেখে চলতে হয়

তখন নেতৃত্ব ধ্বংস হয়ে যায়। জামাত মুত্তাকী নয়, এমতাবস্থায় খেলাফতের তাকওয়াকে যুগ যুগ ধরে রক্ষা করে চলা সম্ভব নয়। এককভাবে কিছু কাল পর্যন্ত 'তাকওয়াকে ধরে রাখা যেতে পারে—(অনন্ত কাল নয়)। কেননা খেলাফত কোন ব্যক্তির নাম নয়—খেলাফত একটি নেযাম। সুতরাং আমি যখন বলছি যে, একতরফাভাবে খেলাফতের দ্বারা তাকওয়াকে ধরে রাখা সম্ভব নয়, তখন ইহার অর্থ এই-যে, খলীফা যদি মুত্তাকীও হয়ে থাকেন তবুও যে নেযাম জামাতী তাকওয়ার প্রতিচ্ছবি সে নেযাম হচ্ছে নেযামে খেলাফত। ইহা যদি ঘোলাটে হয়ে যায় তবে জামাতের উপর এর ফল সার্বিকভাবে খুব খারাপ হবে। মজলিসে শূরারও ঐ একই অবস্থা।

বিষয়টিকে খুব স্পষ্ট করে আপনাদের নিকট তুলে ধরার জন্য যে কুরআনী আয়াতের সাহায্য নিয়েছি তা হচ্ছে (হুজুরাত: ১৪) ان اكرمكم عند الله اتقكم (নিশ্চয় তোমাদের মধ্যে আল্লাহ্‌র নিকট সে-ই বেশী সম্মানের অধিকারী যে ব্যক্তি বেশী তাকওয়াশীল)। সদস্য পদেরও একটা সম্মান রয়েছে। কিন্তু কুরআন শরীফ সম্মান বা ইজ্জতের যে দৃষ্টিকোণ কায়েম করেছে তা এই যে, সম্মানকে সদস্য পদের মধ্যে না রেখে তাকওয়ার মধ্যে রেখেছে। অর্থাৎ সদস্যপদ ততক্ষণ সম্মানের কারণ যতক্ষণ ইহা তাকওয়ার জ্যোতিতে পূর্ণ থাকে। সদস্যপদ যদি তাকওয়াশূন্য হয়ে যায় তবে ইহা আর সম্মানের কারণ থাকে না। আল্লাহ্‌ বলেছেন, সম্মান বা ইজ্জতের মাপকাঠি তোমাদের নিকট যাই হোক না কেন আল্লাহ্‌র কাছে সে-ই সবচেয়ে বেশী সম্মানিত যে সবচেয়ে বেশী মুত্তাকী।

এখানে আরো একটি কথা বলে দেয়া হয়েছে যে, যারা কোন পদমর্যাদা রাখেন না তারাও ক্ষতিগ্রস্ত নন। পদমর্যাদার কারণে বেশী খেদমতের সুযোগ ঘটে বটে, কিন্তু আল্লাহ্‌র দরবারে সম্মানিত স্থান লাভের জন্য কোন পদবী বা পদমর্যাদা আবশ্যক নয়—তাকওয়া আবশ্যক সুতরাং সদস্যপদ বা মর্যাদা যদি তাকওয়াশূন্য হয় তবে তা আল্লাহ্‌র নিকট সম্মানের যোগ্য নয়। এমন ব্যক্তিবর্গ যারা কোন পদবী ছাড়াই তাকওয়াশীল তাঁরা আল্লাহ্‌র নিকট সম্মানিত স্থান লাভ করেন। এই বিষয়টি বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। ইহা না বুঝার কারণে আমাদের নির্বাচনী কর্মকাণ্ডে ফাটল থেকে যায়। যখন আমাদের শূরার সদস্য নির্বাচন বা অন্য কোন সদস্য পদে (ওহুদাদার) নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় তখন যদি এই চিরন্তন সত্য বিষয়টির উপর দৃষ্টি না রাখা হয় তবে ইহার কুপ্রভাব নির্বাচনের উপর অবশ্যই পড়ে এবং নির্বাচনী প্রতিক্রিয়া খারাপ হয়ে যায়। তবে হ্যাঁ, এটা জরুরী নয় যে, এমন নির্বাচনের মাধ্যমে যারা নির্বাচিত হন তারা অবশ্যই মুত্তাকী হবেন। এমন হওয়া জরুরী নয়। অনেক সময় জামাতে এমন একজন মুত্তাকী ব্যক্তিও থাকেন যিনি বিশেষভাবে জামাতী কর্মকাণ্ডের মধ্যে দিয়ে অগ্রসর হতে থাকেন এবং তিনি নির্বাচনেও নির্বাচিত হতে থাকেন। বিভিন্ন কারণে এমন হতে পারে। তবে নির্বাচনের ব্যাপারে সঠিক দৃষ্টিভঙ্গীর অভাব থাকা অত্যন্ত মারাত্মক। অর্থাৎ নির্বাচনের সময় 'তাকওয়ার' প্রতি লক্ষ্য না রেখে অন্যান্য জাগতিক প্রভাব প্রতিপত্তির প্রতি লক্ষ্য রাখা বড়ই মারাত্মক।

এ সম্পর্কে আমি আপনাদিগকে যা বুঝাতে চাচ্ছি তা হচ্ছে এই যে, যদি আপনার পসন্দ আল্লাহ্‌র পসন্দের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হয় তবে আপনার পসন্দ উত্তম। ইহার ফলও সর্বদা উত্তম হবে। যদি আপনার পসন্দ আল্লাহ্‌র পসন্দ থেকে ভিন্নতর হয়ে যায় এবং এই দুইয়ের মধ্যকার ব্যবধান বেড়ে যায় তাহলে আপনার পসন্দের কোন মূল্য থাকবে না। আল্লাহ্ তাঁর পসন্দ বলে দিয়েছেন: ان اكرمكم عند الله اتقكم "আল্লাহ্‌র নিকট সে-ই বেশী সম্মানিত যে বেশী মুত্তাকী"। অতএব আল্লাহ্‌র পসন্দ হচ্ছে তাকওয়ায়। আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে তো তিনি সম্মানিত যিনি তাকওয়াশীল। তোমাদের নিকট সম্মানিত হবার মাপকাঠি যদি বদলে যায় তবে তোমাদের মাপকাঠির বিকৃতি ঘটেছে—সেখানে তাকওয়ার কোন অস্তিত্ব নেই। সুতরাং জামাতের দৃষ্টিতে যদি নির্বাচনের সময় তাকওয়াশীল ব্যক্তি সম্মানিত বলে মনে হয়, তবে এ জামাত এমন যে, কোন দিন মরতে পারে না। আর যদি নির্বাচনের সময় মুত্তাকীগণকে সম্মানিত বলে গণ্য করা না হয় এবং নিজ গোষ্ঠির প্রধানকে সম্মানিত বলে ধরে নেয়া হয়, কোন বিশেষ গোত্রের ব্যক্তিকে সম্মানিত বলে মনে করা হয়; বা কোন বড় জমিদারকে বা কোন প্রভাবশালী ব্যক্তিকে, বা কোন ধনবান ব্যক্তিকে সম্মানিত বলে ধরে নেয়া হয়, তবে এমন নির্বাচন আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে নির্বাচন বলে গণ্য হবে না। খেলাফতের পূর্বে নবুয়তকে অনিবার্য বা একান্ত জরুরী করা হয়েছে। নবুওয়তের অনুসরণে না হলে খেলাফতের অস্তিত্ব কোন মতেই কল্পনা করা যায় না। কারণ নবুওয়ত এমনই একটি পদমর্যাদা যা সরাসরি আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে স্থাপিত করা হয়। এ পদমর্যাদায় এমন এক ব্যক্তিকে ভূষিত করা হয় যিনি আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে সবচেয়ে বেশী সম্মানিত এবং মুত্তাকী। সুতরাং নেযাম বিবর্জিত মানব সমাজে সর্বপ্রথম আল্লাহ্‌র প্রতিনিধিকে মনোনীত না করা হলে নির্বাচনী কর্মকাণ্ডে তাকওয়া প্রবিষ্ট হয় না বা প্রবেশ করে না। ইহা এমন একটি সত্য যাকে পৃথিবীর কোন শক্তি পরিবর্তন করতে পারে না। সমগ্র মুসলিম-বিশ্ব যদি আজ সমস্ত শক্তিও ব্যয় করে তবুও "খলীফা" নির্বাচিত করে দেখাতে পারবে না। কারণ খেলাফতের সম্পর্ক আল্লাহ্‌র পসন্দের সাথে সংযুক্ত এবং আল্লাহ্ স্বয়ং আংগুল দিয়ে দেখিয়ে দেন সেই ব্যক্তিকে যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে 'তাকওয়াশীল'। অতঃপর মুত্তাকীনের একটি দলকে সে ব্যক্তি নিজ আয়ত্তে একত্রিত করে নেন। যেমন দুধের মধ্যে এক ফোঁটা দই সমস্ত দুধের দই হবার জন্য সাজ স্বরূপ হয়ে থাকে, তেমনই আল্লাহ্‌র নবীর তাকওয়া থেকে তাকওয়া লাভ করে একটি তাকওয়াশীল বড় জামাত গড়ে উঠে—এই জামাতের নির্বাচনকে আল্লাহ্‌র নির্বাচন বলা হয়। যদি নির্বাচনকারীরা মুত্তাকী না হয় তবে তাদের নির্বাচনকে আল্লাহ্‌র নির্বাচন বলা যায় না। সুতরাং আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামাত যখন দাবী করে যে, আল্লাহ্ খলীফা নির্বাচন করে থাকেন তখন এই অর্থে আল্লাহ্‌র নির্বাচন বলে দাবী করে।

অতএব খেলাফতের সংগে সেই জামাতের তাকওয়ার বড় গভীর সম্পর্ক যদি সে জামাত মুত্তাকীনের জামাত হয় এবং তাদের নির্বাচন আল্লাহ্‌র নির্বাচন বলে গণ্য করা হবে। এমন জামাতের দৃষ্টি সর্বদা তাকওয়ার উপর পড়বে এবং তাদের নিকট সম্মানের মাপকাঠী তাকওয়া হবে। এবং এই বিধান বা নীতি খেলাফত থেকে পর্যায়ক্রমে নীচে নেমে ধাপে ধাপে সকল পদমর্যাদা (সদস্যপদ)সমূহের উপর প্রযোজ্য হবে যাদের নির্বাচন হয়ে থাকে।

এখন মজলিসে শূরার প্রতিনিধিগণের নির্বাচন যদি তাকওয়ার ভিত্তিতে হয় তবে ঐ প্রতিনিধিগণ যারা মজলিসে শূরায় জামাতের (আহমদীয়া) প্রতিনিধিত্ব করেন—তাঁদের দৃষ্টি কোন দলগত বা গোত্রগত স্বার্থের উপর পড়বে না, কোন ব্যক্তিগত সম্পর্ক বা ব্যক্তিগত বিরোধিতার উপর পড়বে না—তাঁদের মতামত বা ফয়সালা শুধুমাত্র আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে হবে। তাঁদের দৃষ্টি সর্বদা আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির প্রতি নিবদ্ধ থাকবে। তারা একথা চিন্তা করবেন যে, আমাদের প্রিয় খোদা যেন আমাদের প্রতি অসন্তুষ্ট না হন এবং ইহারই নাম 'তাকওয়া'। যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র ভালবাসা লাভের চিন্তায় জীবন যাপন করেন তিনি মুত্তাকী। এবং তিনি সর্বক্ষণ একথা চিন্তা করতে থাকেন যে, আমার আল্লাহ্ যেন অসন্তুষ্ট হয়ে না যান—আমার আল্লাহ্ যেন অসন্তুষ্ট হয়ে না যান—কারণ ইহাই তাকওয়ার প্রাণ। এই মনোভাব নিয়ে যারা পরামর্শের জন্যে একত্রিত হন তাদের অন্তর থেকে কাউকে কষ্ট দেয়ার কল্পনা, চালাকীতে অন্যের উপর প্রাধান্য লাভের কল্পনা, জোরালো বক্তব্য উপস্থাপনের কল্পনা, অন্যের যুক্তিকে খণ্ডনের চিন্তা, নিজ গৌরবের কল্পনা, বেশী ভোট লাভের চিন্তা ইত্যাদি সমস্তই বিলুপ্ত হয়ে যায়। এমন মজলিস যা প্রকৃতপক্ষে—তাকওয়ার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত মজলিস হয়, যেখানে সবাই একত্রিত হন—যদি কেহ বিজয়ী হন তাতে তার মধ্যে কোন পার্থক্য ঘটে না, যদি কেহ জয়ী না হন তবে তার মধ্যে কোন পার্থক্য ঘটে না। যদি কেহ কোন মতামত ব্যক্ত করে একা হয়ে পড়েন তবে এতে তার মধ্যে কোন পার্থক্য ঘটে না যে, কে তার সমর্থন করল বা করল না—তিনি বিচলিত হন না। তিনি সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট থাকেন এবং তিনি মানসিক রোগে আক্রান্ত হন না। সুতরাং তাকওয়া মানুষের মানসিক ও আন্তরিক বা আত্মিক সুস্থতা রক্ষার জন্য অতীব জরুরী। ইহা ব্যতীত কোন প্রকার সুস্থতা বাকী থাকে না। অতএব মজলিসে শূরার সদস্য নির্বাচনে যারা অংশ নিয়েছেন তাদের তাকওয়ার ঝলক মজলিসে শূরার মধ্যে প্রকাশ পাবে। আর ভুলক্রমে যদি কিছু দুর্বল তাকওয়ার লোকও মজলিসে এসে যান তাতে কিছু আসে যায় না। অনেক সময় এমন হতে পারে যে, নির্বাচনকারীরা ভুল না করলেও কিছু কিছু দুর্বল ব্যক্তি নির্বাচিত হয়ে আসতে পারেন। অনেক সময় অজ্ঞানতার পর্দার আড়াল হতে যেমন এক ব্যক্তিকে তার সঙ্গীদের দৃষ্টিতে মুত্তাকী বলে মনে হয়েছে, অথচ আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে

সেও মুত্তাকী ছিল না (এমন হতে পারে)। এমন নিশ্চিত বলা যায় না যে, নির্বাচনকারীরা মুত্তাকী হলে সকল ক্ষেত্রে নির্বাচিতগণও অবশ্যই মুত্তাকী হবেন। তবে হ্যাঁ, মুত্তাকীনের সংখ্যা যত বেশী হবে মুত্তাকী ব্যক্তি নির্বাচিত হওয়ার সম্ভাবনাও তত বেশী হবে। কিন্তু যেহেতু কিছু দুর্বল তাকওয়াসম্পন্ন ব্যক্তিদের নির্বাচিত হওয়ার সম্ভাবনাও থাকতে পারে—অতএব দোয়া করতে হবে। তাকওয়া একাকী কর্মক্ষম নয় যে পর্যন্ত না দোয়া শামিল হয়। অতএব নির্বাচনের পূর্বেও দোয়া করতে হবে। দোয়া করতে হবে যে, হে আল্লাহ্! আমাদের পসন্দ যেন তোমার পসন্দ হয় এবং তোমার পসন্দ যেন আমাদের পসন্দ হয়ে যায়। তোমার পসন্দের ও আমাদের পসন্দের মাঝখানে দূরত্ব যেন না থাকে। আমরা তো সব জ্ঞান রাখি না। তুমি নিজেই বলেছঃ هو اعلم بمن اتقى তুমিই একমাত্র জ্ঞান রাখ যে, কে মুত্তাকী। আমরা জানি না। আমরা মুত্তাকীদের নির্বাচনের জন্য একত্রিত হয়েছি কিন্তু আমরা জানি না তোমার পসন্দ কি (বা কারা)। আমরা তোমার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করছি—তুমি আমাদের নির্বাচনকে তোমার নির্বাচন বানিয়ে দিও এবং সঠিক নির্বাচন করে দিও।

অতএব মজলিস শূরাকে যদি প্রাণবন্ত বা জীবন্ত করতে চান তবে আপনারা তাকওয়ার হেফাযত করুন। তাকওয়ার হেফাযতের জন্য—উহার শিকড়ের প্রতি দৃষ্টি রাখতে হয় যেখান থেকে তাকওয়া-বৃক্ষের চারা বর্ধিত হতে থাকে। যদি গোঁড়ার শিকড় ঠিক থাকে তবে সবই ঠিক থাকবে, যেমন হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) বলেছেনঃ

"হার এক্ নেকি কি জাড়্ ইয়ে ইত্তেকা হ্যায়
গার ইয়ে জড় রাহে তো সব কুচ্ছ রাহা"

হযরত মসীহে মাওউদ (আঃ) বলেন, যখন তিনি এ পংতিটি লিখছিলেন 'হার এক্ নেকী কি জড়্ ইয়ে ইত্তেকা হায়—অর্থাৎঃ প্রত্যেক নেকীর বুনিয়াদী শিকড় এই তাকওয়া, তখন যদ্দুর আমার মনে পড়ে পংতির দ্বিতীয় ছত্র ইলহাম হলঃ গার্ ইয়ে জড়্ রাহে তো সব কুচ্ছ রাহা অর্থাৎঃ যদি এই ভীত কায়েম থাকে তবে সব কিছু কায়েম রইল।'

এ থেকে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে, প্রত্যেক নেকীর ভিত্তি হচ্ছে তাক্ওয়া। কিন্তু তাকওয়াকে সমুন্নত রাখা তোমাদের কর্তব্য। যদি তাকওয়ার ভিত্কে কায়েম রাখতে পার তবে সব কিছুই কায়েম থাকবে। যদি নেযামে শূরাকে কায়েম রাখতে চাও, যদি নেযামে খেলাফতকে কায়েম রাখতে চাও তবে তা কেবল তাকওয়া-ভিত্তিক পথে কায়েম রাখা সম্ভব। আপনারা সকলকে পয়গাম দিবেন কারণ, যা মজলিস শূরাকে বলছি তা সবাইকে বলছি—তোমাদের প্রত্যেক নির্বাচনকে 'গায়রুল্লাহ্' মুক্ত করে দাও; (আল্লাহ্ ব্যতীত কেহ যেন না থাকে), নিজেদের চৌধুরীপনা (অহংকার)-কে বের করে দাও; নিজেদের পারস্পরিক দ্বন্দ্বকে বের করে দাও, কেবল

মাত্র একটি সম্পর্ক কায়েম রাখ—শুধু মাত্র আল্লাহ্‌র সাথে সম্পর্ক যেন কায়েম থাকে। তাকওয়াকে বজায় রেখে নির্বাচন কর। আমি তোমাদিগকে শুভ সংবাদ দিতেছি যে, কেয়ামত পর্যন্ত এ জামাত মরতে পারে না, বরং তা অগ্রসর হতে থাকবে, অগ্রসর হতে থাকবে, অগ্রসর হতে থাকবে।

সুতরাং মজলিস শূরার প্রাণশক্তি তাকওয়ার মধ্যে নিহিত। যদি দুর্বলতা থেকে যায় দোয়ার মাধ্যমে তা পূর্ণ হবে। নিজেদের সকল প্রকার নির্বাচনকে দোয়ার দ্বারা সম্পন্ন কর। এমন দোয়া কর যে, আমরা আল্লাহ্‌র পসন্দ মত নির্বাচন করতে চাই। এমন দোয়ার ফলে চিন্তাধারার মধ্যে বিশেষ পরিবর্তন সাধিত হয়ে যায়। আমার নিজ পসন্দের কোন মূল্য নাই। হে খোদা! তোমার পসন্দই আমাদের পসন্দ। হে খোদা! আমাদের দৃষ্টি-ভঙ্গীর বক্রতা দূর করে দাও—অর্থাৎ আমাদের দৃষ্টি-শক্তির উপরে যদি কোন আড়াল থেকে থাকে তবে তা দূর করে দাও। তোমার পসন্দের (রেযামন্দি) পথ আমাদিগকে দেখাও। তাকে ভোট দিবার তৌফীক দাও যে তোমার দৃষ্টিতে মুত্তাকী এবং সবচেয়ে বেশী সম্মানিত। এরূপ দোয়ার মধ্য দিয়ে জামাত যে নির্বাচন করবে আল্লাহ্‌ উহাকে পসন্দ করবেন। প্রত্যেক এমন নির্বাচন যা তাকওয়ার ভিত্তিতে সম্পাদিত হবে তা আল্লাহ্‌র ফযলে আল্লাহ্‌রই নির্বাচন হবে।

আর একটি কথা। তাকওয়া কোথায় অবস্থান করে, কিভাবে জীবিত থাকে! তাকওয়া ইবাদতের মধ্য দিয়ে জীবিত থাকে। যে জাতি ইবাদতশূন্য হয়ে পড়ে সে জাতি তাকওয়া-শূন্য হয়ে পড়ে। নামায সম্পর্কে কোরআন বলেছে, ان الصلوٰة تنهىٰ عن الفحشاء والمنكر নিশ্চয় নামায সকল মন্দ থেকে, সকল গুণাহ থেকে রক্ষা করে। এমন যাবতীয় বিষয় যে সমস্ত বিষয়ে জড়িয়ে পড়লে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভ হয় না—এ সব বিষয় থেকে মানুষকে নামাযই রক্ষা করে। তাকওয়ার প্রাণকেন্দ্র ইবাদত। আমি সর্বদা নামাযের প্রতি বিশেষ জোর দিতে চেষ্টা করি। কিন্তু বিশেষ চেষ্টা কি?—যতই বেশী চেষ্টা করা হোক এ কথা বলা যায় না যে, বিশেষ হয়েছে—এটা তো একটা কথার কথা।

এক ব্যক্তি রসূলে করীম (সাঃ)-এর নিকট হাজির হয়ে বহু অসুবিধা ও বাধা-বিপত্তির কথা উল্লেখ করে নামায থেকে বিরতি চাইলে হুযূর (সাঃ) বললেন যে, নামায নাই তো কিছুই নাই। সুতরাং ইবাদত কোন ক্রমেই বাদ দেয়া যায় না। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হতে হয় নামাযের জন্য। যদি এ পরিচ্ছন্নতা নাও সম্ভব হয় তবুও নামায থেকে বিরত থাকা সম্ভব নয়। সুতরাং ইবাদত কায়েম করুন।

(শুধু মাত্র শূরা সংক্রান্ত অংশটুকু পেশ করা হলো)

৩০/৪/৯৩ খোতবা জুমুআর শেষাংশে হুযুর (আইঃ) শূরা সম্পর্কে বলেন ঃ

"আমি বার বার বলেছি আহমদীয়া মুসলিম জামাতের জন্য খেলাফতের পরে

মজলিসে শূরা সবচেয়ে বেশী গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কোরআন শরীফ পড়ে মনে হয় যে, আমাদের নেযামে জামাতের বা দ্বীনি নেযামের প্রাণ এই দুই নেযামের মধ্যে নিহিত রয়েছে। এই দৃষ্টিকোণ থেকে আমি সকল দেশে মজলিসে শূরার অনুষ্ঠানের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে আসছি এবং তৎসংগে ইহার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখার চেষ্টা করছি—এবং বার বার ইসলাহ্ বা সংশোধনের চেষ্টা করছি যেন আগামী শতাব্দীতে কোন ভুল প্রথা থেকে না যায়।

অনেক সময় আমাদের কেহ কেহ বহির্জগতের শূরা বা সংসদ দেখে প্রভাবিত হয়ে ভুল পথের দিকে ঝুঁকে পড়তে চায়। এদের বার বার বুঝানো প্রয়োজন। ... ... মজলিসে শূরার অতি উন্নত নিয়মাবলীর (রেওয়ায়াত) হেফাযত করা আবশ্যক। আমার বারংবার নসিহতের পরেও আমার অনুপস্থিতিতে কেউ কেউ পশ্চাদপদ হতে উদ্যত হয়। আমার উপস্থিতিতে তার বাচনভঙ্গী এক প্রকার হয়ে থাকে আর আমার অনুপস্থিতে অন্য প্রকার। ইহা অতীব ভয়ংকর প্রবৃত্তি।

বস্তুতঃ মোমেন সকল সময়েই নিজেকে আল্লাহ্র সম্মুখে উপস্থিত ভেবেই জীবন যাপন করে। আল্লাহ্ প্রত্যেক ক্ষেত্রে সর্বক্ষণই তাকে দেখছেন। যতক্ষণ পর্যন্ত কেহ এরূপ মনোবৃত্তি পোষণ করে নিজ দায়িত্ব পালন না করবে ততক্ষণ তার অবস্থান তাক্ওয়ার পোষাক বর্জিত অবস্থান হবে। তাকওয়া ব্যতীত আমাদের জীবনের কোন নিরাপত্তা নেই। তাকওয়ার কেন্দ্রবিন্দু এই যে, আল্লাহ্ আমাকে দেখছেন। হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) নজমের মধ্যে বলেছেন যা আমরা বার বার পড়ে থাকি: سبحان الذی من یرانی অর্থাৎ তিনি পবিত্র খোদা যিনি আমাকে দেখছেন। ... ...

যদি মজলিসে শূরায় অংশ গ্রহণ কালে আপনি স্মরণ করেন যে, আল্লাহ্ আমাকে দেখছেন, আমার ভাব-ভঙ্গীর উপর, আচার ব্যবহারের উপর দৃষ্টি রাখছেন বা যদি বদআচরণ করি, যদি কারো মনে আঘাত দেই বা পরামর্শ পেশ করার সময় আমিত্বকে বজায় রাখি, কিম্বা চালাকি করি ও অন্যের উপর নিজ জ্ঞান গরীমার প্রভাব খাটাতে চেষ্টা করি, তাহলে ইহা নিশ্চিত যে এমন সকল বিষয়কে আল্লাহ্ দেখছেন এবং নিশ্চিত অসন্তুষ্টির চোখেই ইহা দেখছেন। আর যদি মানুষের উপর তার প্রিয় খোদার অসন্তুষ্টির দৃষ্টি পড়ে তবে তো তার অংগ-প্রত্যংগ কেঁপে উঠে। সুতরাং মানুষ তার প্রিয় খোদাতা'লার নিকট সুন্দরভাবে সেজে গুজে যাবে, নিজ দুর্বলতা সমূহের উপর পর্দা ফেলে তবে যাবে। লজ্জা নিবারণের উপায় করে তবে যাবে। ... ...

আল্লাহ্র অপূর্ব মহিমা যে, তিনি 'জাহের' এবং 'বাতেন'ও (প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য)। তাঁর 'বাতেন' হওয়া মানুষের প্রতি বড় অনুগ্রহ। কারণ আল্লাহ্ আমাদের চোখের নিকট থেকে যখন আড়ালে থাকেন তখন মানুষের কিছু বিশ্রাম হয়ে যায়। কিন্তু এমন বিষয় আছে যেটা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে থাকে। যেমন নামাযের জন্য মসজিদে যাওয়া বা ঘরেও নামায পড়ার

সময়, অথবা কোন বিশেষ মজলিসের সময়, যে মজলিস খোদাকে সামনে হাজির বিবেচনা করে পরিচালিত হয়—এমন সময় আপনারা নিজেকে বিশ্রামে অবস্থিত মনে করবেন না। বরং এমন সময় খুব আগ্রহের সাথে এবং আল্লাহ্‌র উপস্থিতির কথা কল্পনা করে নিজ আচরণকে সুন্দর ও সুসজ্জিত করুন। সকল শয়তানী আচরণকে বর্জন করুন। ... ... এমন সময় মানুষের দু'প্রকার ব্যবস্থা নেয়া উচিত। প্রথম ব্যবস্থা হচ্ছে এস্তেগফার করা যদ্বারা নিজ দুর্বলতাসমূহকে গোপন করা সম্ভব। ... ... [আদম (আঃ)-এর ঘটনার দ্বারা উপমা দেয়া হয়েছে যে, আল্লাহ্‌র সামনে এসে পড়লে লজ্জা বোধ হয় এবং লজ্জা নিবারণের চেষ্টা করতে হয়] ...। ... আল্লাহ্‌র সম্মুখীন অবস্থায় এস্তেগফারের পর্দা গ্রহণ করা কর্তব্য, রিয়াকারী বা লোক দেখানোর পর্দা নয়। দ্বিতীয় ব্যবস্থা গ্রহণ এভাবে করা হয় যে, নিজেকে সুসজ্জিত করা—গুনাহ্‌কে গোপন করে নেকীকে প্রসারতা দেয়া। আল্লাহ্‌কে সামনে রেখে এমন কথাবার্তা বলবেন যেন আল্লাহ্ সন্তুষ্ট হন। দোয়া করা একটা বড় জরুরী কৌশল। এমন দোয়া করুন যা আল্লাহ্‌র পসন্দ হয়।

অতএব সর্ব প্রথম এস্তেগফার অর্থাৎ নিজ দুর্বলতার প্রতি দৃষ্টি রাখা। আর সবচেয়ে বড় দুর্বলতা হচ্ছে নিজের **'আমিত্ব'**। বার বার আপনাকে আপনার নাফ্‌স ধোকা দিবে। অন্যের দুর্বলতা দেখে হাসাহাসি করতে শিক্ষা দিবে। অসংগত যুক্তি-প্রমাণ শুনে তার প্রতি হাসি-তামাশা করার শিক্ষা দেবে। এমন কত প্রকার শয়তানী জল্পনা কল্পনা হতে পারে, প্ররোচনা থাকতে পারে, যা এমন মজলিসে মানুষের বিবেক বা অন্তরের উপর প্রভাব বিস্তার করতে পারলে, তা নিজ জাতির জন্য ক্ষতির কারণ হবে। এ সব থেকে বাঁচতে হলে এস্তেগফার করবেন। তারপর এমন দোয়া করবেন যেন আল্লাহ্ আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট হন। আল্লাহ্‌র কাছে পথ নির্দেশ চান। চালাকীর দিকে যাবেন না। এমন দোয়া করেন যেন বিশেষ আকর্ষণ সৃষ্টি হয়ে যায়; যেন আল্লাহ্ ভালবাসার দৃষ্টিতে দেখেন। দোয়া করেন যে, হে আল্লাহ্! আমরা তোমার খাতিরে পরামর্শ করতে এসেছি। আমাদিগকে সুন্দরভাবে পরামর্শ উপস্থাপন করার তৌফীক দাও।

আর সব কিছু করার পর এই ভেবে হাত বেঁধে বসে থাকবেন যে, আমরা যা করণীয় ছিল করেছি। এখন আমাদের পরামর্শ গ্রহণ হোক বা না হোক, এ বিষয়ে আমরা 'সামে'না' ওয়া 'আতা'না' (শুনলাম ও গ্রহণ করলাম) পদ্ধতিতে আমল করব। যা ফয়সালা হবে আমরা মেনে নেব। পরামর্শ দেবার পূর্বেও আমাদের যে আচরণ ছিল পরেও তাই থাকবে।

আমি মনে করি যে, এই তিনটি বিষয় মজলিসে শূরার মধ্যে বরকত বা কল্যাণ বয়ে আনবার জন্য এবং আধ্যাত্মিকভাবে মজলিস শূরাকে জীবন্ত রাখার জন্য জরুরী। (১)

(অবশিষ্টাংশ ১৩ পাতায় দেখুন)

বাঁকা মন ফাঁকা বুলি

—আহমদ সেলবর্সী

জনৈক ভদ্রলোক মৌদুদী সাহেবকে প্রশ্ন করেছিলেন, "এবং সে যদি কোন কথা মিথ্যা রচনা করিয়া আমাদের প্রতি আরোপ করিত, তাহা হইলে নিশ্চয় আমরা তাহাকে ডান হাতে ধৃত করিতাম, অতঃপর আমরা তাহার জীবন-শিরা কাটিয়া দিতাম (হাক্কা ৪৫-৪৭ আয়াত) এ অবস্থায় যদি মির্যা গোলাম আহমদ মিথ্যুক হয়ে থাকেন, তাহলে কি কারণে (ক) এখনো আল্লাহতা'লা তাকে পাকড়াও করেন নি? (খ) দলের সদস্যদের সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে এবং মির্যা সাহেবের মিশনের মুসলমানদের কাছে যা গোমরাহ বলে পরিচিত- শক্তি বৃদ্ধি হচ্ছে কেন? আবার বর্তমানে এ দলটির শিকড় দেশের বাইরেও মযবুত হয়ে গেছে। .....বর্তমানে তারা উন্নতি ও সমৃদ্ধি লাভ করে চলছে।" এর উত্তরে মৌদুদী সাহেব বলেন, "তার শ্বাসনালী কেটে দেয়া হবে। এ থেকে যে ব্যক্তি আসলে নবী নয় এবং মিথ্যায় আশ্রয় নিয়ে নিজেকে নবী বলে পেশ করছে তার শ্বাসনালীও কেটে দেয়া হবে" এ অর্থ গ্রহণ করা ঠিক নয় (তর্জুমানুল কোরআন জুন-জুলাই ১৯৫২)। প্রশ্ন ছিল কি এবং উত্তর কি, তা পাঠকরাই বিবেচনা করে দেখবেন।

এ, বি, এম, নুরুল ইসলাম নামে এক এডভোকেট আহমদীয়া মুসলিম জামাতকে অমুসলমান ঘোষণা করার জন্য সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট ডিভিশনে একটি রীট পিটিশন করেন (২৯৮/১৯৯৩)। বিজ্ঞ বিচারপতিদ্বয় এর রায়ে বলেন, Govt. has no obligation nor power to decide or declare any person or group of persons as non Muslim. .....In the result this application is summarily rejected অর্থাৎ কোন ব্যক্তি বা দলকে অমুসলমান ঘোষণা করার দায়িত্ব ও ক্ষমতা সরকারের নেই। অতএব মামলা ডিসমিস। রিট বাতিল করা হল।

এই রায়ের পর মৌদুদী জামাতের পত্রিকা দৈনিক সংগ্রাম লিখে, "আইনের দৃষ্টিতে কাদিয়ানীরা অমুসলিম" (দৈনিক সংগ্রাম, ১৬/৪/৯৩)। পাঠক, রায় হল, কাউকে অমুসলিম বলার আইন নেই। আর মৌদুদী পন্থীরা বলেছেন, আইনের দৃষ্টিতে কাদিয়ানীরা অমুসলিম। কী চমৎকার মিথ্যা!

মৌদুদী জামাতের সহযোগী তাহাফ্ফুযে খতমে নবুওয়তের দেশীয় আমীর বায়তুল মোকাররমের খতীব ওবায়দুল হকও সরকারের কাছে এই রায় কার্যকর করে আহমদী- দেরকে অমুসলমান ঘোষণার দাবী জানান (ইনকিলাব, ২১ এপ্রিল '৯৩)। রায় হল, 'কোন ব্যক্তি বা দলকে অমুসলমান ঘোষণা করার দায়িত্ব বা ক্ষমতা সরকারের নেই।' এরপরও এক দল বলছেন, 'আইনের দৃষ্টিতে কাদিয়ানীরা অমুসলমান।' অপর দল বলছে,

'এই রায় কার্যকর কর।' এই রায় তো কার্যকর হবে তখনই যখন সরকার এবং মোল্লা-মৌলবীরা আইনের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে কাউকে বা কোন জমাতকে অমুসলমান বলা থেকে বিরত থাকবে।

কয়েকদিন আগে বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক প্রফেসর আব্দুস সালাম ঢাকায় এসেছিলেন। তাঁর শুভাগমনে দৈনিক সংগ্রাম তার সম্পাদকীয়তে লিখে, "খোশ আমদেদ বিজ্ঞানী আব্দুস সালাম। নোবেল প্রাইজ বিজয়ী প্রথম মুসলিম বিজ্ঞানী প্রফেসর আব্দুস সালাম বাংলাদেশে আগমন করেছেন। .....আমরা এই মহান বিজ্ঞানীর বাংলাদেশে আগমনে গভীর আনন্দবোধ করছি" (সংগ্রাম, ২৩শে মে, ১৯৯৩)। দৈনিক ইনকিলাব তার সম্পাদকীয়তে লিখে, "তিনি কেবল একটি দেশেরই নাগরিক নন, তিনি বিশ্ব নাগরিক। .....আমরা মনে করি এক সম্মানিত ব্যক্তিকে সম্মান দেখিয়ে জাতীয়ভাবে আমরা সম্মানিত হয়েছি। গত রোববার কেবল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ই এই মহান বিজ্ঞানীকে সম্মানিত করেনি। প্রকৃত অর্থে রৌপ্য আধারে মোড়া ডিগ্রী সনদের প্রতিটি হরফে ফুটে উঠেছে বাংলাদেশের কোটি কোটি মানুষের হৃদয় উৎসারিত ভালবাসা এবং সম্মানের স্বীকৃতি। এই আনুষ্ঠানিকতার বহু আগেই মুসলিম বিশ্বের গৌরব এই মহান বিজ্ঞানী বাংলাদেশের মানুষের হৃদয় পটে শ্রদ্ধার সুউচ্চ আসন প্রতিষ্ঠা করে নেন" (২৫শে মে, ১৯৯৩)।

দৈনিক সংগ্রাম এবং দৈনিক ইনকিলাব দু'টি মৌলবাদী পত্রিকা। এরা দিন রাত ধর্মের নামে এদেশে সাম্প্রদায়িকতার বিষ ছড়িয়ে যাচ্ছে। আহমদীয়া মুসলিম জামাতকে সরকারী ফতোয়ায় অমুসলিম ঘোষণার দাবী জানিয়ে আসছে। এই পত্রিকা দু'টিতে উত্তেজনাকর প্রবন্ধ বিবৃতি ছাপার ফলে তাদের অনুসারীরা ঢাকা এবং রাজশাহীতে আহমদীয়া মসজিদের উপর হামলা চালায়। মসজিদ ভাঙ্গে, পবিত্র কোরআন জ্বালায়, নামাযীদেরকে আহত করে,। একদিকে এরা আহমদীদেরকে অমুসলমান ঘোষণা করতে চায়, অপরদিকে আহমদীয়া জামাতের সদস্য প্রফেসর আব্দুস সালামকে বলে, 'প্রথম মুসলমান বিজ্ঞানী', 'মুসলিম বিশ্বের গৌরব'। তাহলে কি কলেমা পাঠ করা সত্ত্বেও আহমদীরা মুসলমান নয়? মুসলমান হওয়ার জন্য কি নোবেল পুরস্কার পাওয়া জরুরী। এদের কাছে মুসলমান হওয়ার জন্য কলেমা পাঠ যথেষ্ট নয়। নোবেল প্রাইজ প্রাপ্তি একান্ত জরুরী।

অধ্যাপক সালাম যে একজন আহমদী মুসলমান তা তারা ভাল করেই জানে। দৈনিক সংগ্রামে বলা হয়েছে, "প্রফেসর সালাম পাঞ্জাবের এক কাদিয়ানী (আহমদীয়া) পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন।.....তাঁর পিতা স্বপ্নে দেখেন, তাঁর একটি পুত্র সন্তান হবে। সালামের পিতা স্বপ্নে নির্দেশ পান, পুত্রের নাম 'আবদুস সালাম' রাখতে" (২৯শে মে, '৯৩)। অন্যত্র এই পত্রিকাটি লিখেছে, "গত ২২শে মে ঢাকার একটি সংবর্ধনা সভায় প্রফেসর সালাম

পবিত্র কুরআন থেকে সূরা আলে ইমরানের বিভিন্ন আয়াত উদ্ধৃত করে বলেন, 'আমার গবেষণার অনুপ্রেরণা আমি পেয়েছি কুরআন থেকেই। আমার পরিশ্রম আর মহান আল্লাহ্‌র অসীম কৃপায় আমি আমার কাজের স্বীকৃতি পেয়েছি' (২৯শে মে, ১৯৯৩)। এখানে ইচ্ছাকৃতভাবে সংবর্ধনা সভার স্থানটির নাম উল্লেখ করা হয়নি। অথচ সবাই জানে এই স্থানটি হল, ৪ নম্বর বকশী বাজারে অবস্থিত আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের মসজিদ ও মিশন কমপ্লেক্স (দেখুন, ২৩-৫-৯৩ তারিখের ভোরের কাগজ, দৈনিক বাংলা প্রভৃতি)। দৈনিক লাল সবুজ লিখেছে, "সেদিন তিনি বকশীবাজারস্থ আহমদীয়া জামা'তের মসজিদে গিয়েছিলেন তাঁর সম্প্রদায়ের লোকদের কুশলাদি জানার জন্যে।.....তিনি যে একজন মানবতাবাদী মহান ব্যক্তি তাঁর বক্তব্য শুনেই বুঝতে পেরেছি। সেখান থেকে ফেরার পথে রিকশায় বসে বসে ভাবছিলাম আগামী কালই বোধ হয় জামাতীরা আওয়াজ তুলবেন প্রফেসর সালাম মুরতাদ।.....জামাতীরা আসলে শক্তের ভক্ত নরমের জম। এরা কিভাবে আহমদীয়াদের অমুসলিম বলতে চায় তা সত্যিই বোধগম্য নয়। প্রফেসর সালাম একজন শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী হওয়া সত্ত্বেও তিনি বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সম্মেলনে আল্লাহ্‌ ও পবিত্র কুরআনকে হাজির নাজির করে বক্তব্য পেশ করে থাকেন। শুধু তাই নয়, তিনি ব্যক্তিগত জীবনে একজন নিষ্ঠাবান মুসলমান, হাদীস কুরআন পড়ায় অভ্যস্ত" (২৫/৫/৯৩)। লাল সবুজের ভাবনা ঠিকই হয়েছে। সংগ্রাম শেষ পর্যন্ত বলে ফেলেছে, "তবে কাদিয়ানী মতবাদের উপর তাঁর তখন কতটা আস্থা আছে তা বলা যায় না"।.....(১৯৭৪ সালে পাকিস্তানে কাদিয়ানীদের অমুসলমান হিসাবে সরকারীভাবে ঘোষণা করা হয়েছে) ব্যক্তিগত জীবনে প্রফেসর সালাম খুবই ধর্মপ্রবণ ব্যক্তি। (সংগ্রাম, ২৯শে মে '৯৩) বলি, তাঁর আস্থা না থাকলে তিনি কেন ঢাকায় আহমদীয়া মসজিদ ও আঞ্জুমানে আসবেন? ২৯শে অক্টোবর, ১৯৯২ তারিখে আপনাদের আঘাতের পর আহমদী জামাতের হাল হকিকত কি তা জানার আগ্রহই বা দেখাবেন কেন? আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের আমীরের সভাপতিত্বে পবিত্র কুরআন থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে (আলে ইমরান থেকে) বক্তব্য রেখে মোনাজাতই বা করবেন কেন? জানি না আপনারা রিট্‌ পিটিশনের রায়ের মত এখানেও কোন অপব্যাখ্যা করে বসবেন কি না! অধ্যাপক আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ লিখেছেন, "তিনি যে দেশের নাগরিক সেদেশের অধিবাসীরাও তাঁর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছেন ধর্মীয় অনৈক্যের কারণে... বাঙ্গালীদের প্রতি তাঁর আস্থাশীল মনোভাবই এর পেছনে (বাংলাদেশের বৈজ্ঞানিকদের সুযোগ দান) ক্রিয়াশীল এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না। যে বৈজ্ঞানিক এ দেশের মানুষের জন্যে গবেষণার পথ প্রশস্ত করে দিয়েছেন, নোবেল পুরস্কার লাভ করে সারা এশিয়ার মুখ উজ্জ্বল করেছেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে সম্মানসূচক ডিগ্রী দিয়ে নিজেই গৌরবান্বিত হয়েছে (ভোরের কাগজ : ২৫/৫/৯৩)। অধ্যাপক জুলফিকার মতিন লিখেছেন, নিজের

দেশে অমুসলিম ঘোষিত এই পাকিস্তানী নাগরিক প্রফেসর আবদুস সালামকে সম্মান জানাতে গিয়ে নিজেকেই গৌরবান্বিত করার সময় বেগম জিয়ার কি একবারও মনে হয়েছে—এদেশে বসবাসরত প্রফেসর সালামের স্বসম্প্রদায়ভুক্ত আহমদীয়াদের কথা? কিছু দিন আগেও ঢাকাতে ও রাজশাহীতে তাদের মসজিদ ভাঙ্গা হয়েছে। পাকিস্তানী কায়দায় এ দেশে যাদের অমুসলিম ঘোষণার জন্য যাদের সমর্থনে তিনি মন্ত্রীসভা গঠন করেছিলেন, সেই জামাতী ইসলামী সহ ধর্মব্যবসায়ী রাজনীতিবিদেরা উঠে পড়ে লেগেছে (ভোরের কাগজ: ২৭/৫/৯৩)। কী সঠিক পর্যালোচনা! এর পরও কি আর কোন ব্যাখ্যার প্রয়োজন আছে?

সবশেষে রিট পিটিশনকারী উকিল এ, বি, এম, নুরুল ইসলাম সাহেবকে বলি, আপনাদের সম্বন্ধে মৌদুদী সাহেবের ফতোয়াগুলি একবার পাঠ করুন। মৌদুদী সাহেব বলেছেন, 'ওকালতি ব্যবসা সম্পূর্ণ হারাম'। 'একজন উকিল কুফরের উত্তম প্রতিনিধি' (তরজুমানুল কোরআন, জানু-ফেব্রুয়ারী ১৯৪৪ ইং)। উকিলের মুহুরী হওয়াও নিষিদ্ধ। যেমন বেশ্যাদের চাকর হওয়া নিষিদ্ধ। উকিল ও বেশ্যার ব্যবসার মধ্যে পার্থক্য হল, প্রথমটি অশ্লীল নয় দ্বিতীয়টি অশ্লীল। উল্লেখ্য যে, আমরা মৌদুদী সাহেবের এই ফতোয়ার সাথে একমত নই।

নুরুল ইসলাম সাহেব তার আরযীতে লিখেছেন,—যারা এক আল্লাহ্‌র, সকল নবীতে, হযরত মোহাম্মদকে (সাঃ) শেষ নবী রূপে, বেহেস্ত দোজখে, বিচার দিবসে, ফিরিস্তায় কোরআনের অভ্রান্ততায় এবং হাদীসে বিশ্বাসী নয়, তাছাড়া কোরআন অনুযায়ী নবী ঈসাকে (আঃ) পুনরায় রসুলের (সাঃ) উম্মতরূপে আগমন, তাঁকে ক্রুশ থেকে উদ্ধার করে উঠিয়ে নেয়া হয়েছে বলে মৌলিক বিশ্বাসে বিশ্বাসী নয় তারা অমুসলমান। মির্যা সাহেব ১৮৯১ সালে মসীহে মাওউদ হওয়ার দাবী করেন। তিনি ওহীর মাধ্যমে খোদার পুত্র হওয়ার দাবী করেন এবং সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হওয়ার দাবী করেন। মির্যা সাহেব বলেন যে, ঈসা (আঃ) স্বাভাবিক মৃত্যু বরণ করেছেন কাশ্মীরে। কাদিয়ান মক্কা মদিনা থেকেও সম্মানিত এবং যে কাদিয়ান দর্শন করে নাই সে মুসলমান নয়। কোন কাদিয়ানী অকাদিয়ানীকে বিয়ে করতে পারে না এবং অকাদিয়ানীর ইমামতিতে নামায পড়তে পারে না। তৎকালীন বিটিশ গভর্নমেন্টের বিরুদ্ধে জেহাদ নিষিদ্ধ। অতএব এরা অমুসলমান। সৌদি সরকার এদের জন্য হজ্জে যাওয়া নিষিদ্ধ করেছে। পাকিস্তান সরকারীভাবে অমুসলমান ঘোষণা করেছে। অতএব বাংলাদেশেও এদেরকে অমুসলমান ঘোষণা করা হোক।

উকিল সাহেব মুসলমান হওয়ার জন্য যে শর্তগুলি উল্লেখ করেছেন তা পবিত্র কোরআন ও হাদীস দ্বারা হুবহু সমর্থিত নয়। মুসলমান হওয়ার জন্য আল্লাহ্, ফিরিশ্‌তা,

কিতাবসমূহ, সমস্ত রসূল, পরকাল, তকদীরের ভালমন্দ, আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে এবং মৃত্যুর পর পুনর্জীবনে বিশ্বাস একান্ত জরুরী। অথচ উকিল সাহেব কোরআন হাদীসের নির্দেশ উপেক্ষা করে কিতাবসমূহ, তকদীর এবং মৃত্যুর পর পুনর্জীবন বাদ দিয়ে নিজের তরফ থেকে লাগিয়ে দিয়েছেন, শেষ নবী, বেহেশ্‌ত দোযখ, হাদীসের অভ্রান্ত হওয়া (হাদীসে যেমন সহী আছে তেমনি যয়ীফও আছে) ঈসার (আঃ) পুনরাগমন ইত্যাদি। একেই বলে উকালতি। একেই বলে খোদার উপর খোদকারী।

উকিল সাহেব বলেছেন, মসীহে মাওউদ (আঃ) নাকি আল্লাহ্‌র পুত্র হওয়ার দাবী করেছেন। মহানবীর (সাঃ) চাইতেও নাকি বড় নবী হওয়ার দাবী করেছেন। কাদিয়ান নাকি মক্কা মদীনা থেকেও সম্মানিত। কাদিয়ান দর্শন না করলে নাকি কেউ মুসলমান হয় না। আহমদীরা গয়ের আহমদীদের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয় না এবং গয়ের আহমদীর ইমামতিতে নামায পড়ে না বলেও অভিযোগ করেছেন।

মসীহে মাওউদ (আঃ) খোদার পুত্র (মা'যাল্লাহ্‌) এবং বিশ্বনবী মহানবীর (সাঃ) চাইতেও শ্রেষ্ঠ হওয়ার দাবী করেছেন, কাদিয়ান মক্কা মদীনা থেকে পবিত্র একথা যদি উকিল সাহেব প্রমাণ করতে পারেন তাহলে তাকে পঁচিশ হাজার টাকা পুরস্কার দেয়া হবে। অন্যথায়—লা'নাতুল্লাহে আলাল কাযেবীন। যারা আহমদীদেরকে অমুসলমান বলে তাদের ইমামতিতে আহমদীরা কি করে নামায পড়তে পারে? বিয়ে শাদী সম্বন্ধে আপনাদের গুরু মৌদুদী সাহেবের বক্তব্য শুনুন। তিনি বলেন, "দারুল ইসলাম ও দারুল কুফরের মুসলমানদের মধ্যে উত্তরাধিকার সূত্র ও বৈবাহিক সম্পর্ক না রাখাই আমার জানা মতে কুরআনের উদ্দেশ্য। ..... ভবিষ্যতে পাকিস্তান ও হিন্দুস্থানের মুসলমানদের মধ্যে বিয়ে শাদীর সম্পর্ক না হওয়া উচিত (তর্জুমানুল কোরআন: জুন, ১৯৫১)। রাজনৈতিক পার্থক্যের কারণে যদি বিয়ে শাদী না হওয়া কল্যাণকর হয় তাহলে ধর্ম-বিশ্বাসে মতভেদ থাকলে সেই বিয়ে কি করে শান্তিপূর্ণ হবে? বিয়েতে কুফু বা সমতা থাকা একান্ত জরুরী। ঈসা (আঃ) সম্বন্ধে আপনার মুরব্বী জনাব মৌদুদী বলেন, "পবিত্র কোরআনের ভাষা থেকে দ্ব্যর্থহীনভাবে বুঝা যায় না যে, তাঁকে সশরীরেই আকাশে তুলে নেওয়া হয়েছিল (রাসায়েল ও মাসায়েল, ৩ খণ্ড, ৪২ পৃঃ)। তিনি বলেন, "তুলে নেওয়ার বিভিন্ন অর্থ থাকতে পারে। তার মধ্য থেকে কোন একটি অর্থকে নির্দিষ্ট করে নিতে চাইলে কোরআনের বাইরে গিয়ে করা যেতে পারে। কিন্তু তাকে কোরআনের স্পষ্টোক্তি বলা যেতে পারে না (ঐ) অতএব আপনার বক্তব্য কোরআনের বাইরে। আমরা বিশ্বাস করি ঈসাতুল্য এক ব্যক্তি উম্মতে মোহাম্মদীয়াতে জন্ম নিয়েছেন। আর তিনি হলেন খাতামান্‌নবীঈন মোহাম্মদের (সাঃ) আধ্যাত্মিক সন্তান ও শিষ্য মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আঃ)। জনাব উকিল সাহেব!

আহমদীরা ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের বিরুদ্ধে জেহাদ করা বৈধ নয় বলেই তারা অস্ত্রের জেহাদ করেনি। কিন্তু আপনারা জেহাদ করা ফরয জেনেও জেহাদ করলেন না কেন?

আমরা তবলীগের জেহাদ চালিয়ে যাচ্ছি। আপনারা যদি জেহাদ করা ফরয মনে করেন তাহলে বসনিয়ায় যান, ইস্রাঈলে যান, দরকার হলে যুদ্ধ করে শহীদ হয়ে যান। না, এই জেহাদে আপনারা যাবেন না। আপনাদের জেহাদ মুসলমানের বিরুদ্ধে। ইরাক, ইরানে, কাবুলি কাবুলিতে, আফগানিস্থানে।

সংগ্রাম লিখেছে, প্রফেসর সালাম সাহেবের পিতা স্বপ্নে আল্লাহ্‌র তরফ থেকে জানতে পান যে, তাঁর একপুত্র হবে। যার নাম হবে আব্দুস সালাম। বলি, এই সত্য স্বপ্নের দ্রষ্টা মুমেন না হলে কি আল্লাহ্‌তা'লা তাঁর ভবিষ্যদ্বাণীকে পূর্ণ করতেন? জেনে রাখবেন, আহমদীরা বিশ্বাস করে যে, জীবন্ত খোদা এখনও মোমেনদের সাথে বাক্যালাপ করে থাকেন। আল্লাহ্‌তা'লা বাক্যালাপ করেন ওহী, ইলহাম, কাশ্‌ফ ও রুইয়ার মাধ্যমে। আল্লাহ্‌তা'লা অবাধ্যদের সাথে কথা বলেন না।

সৌদী সরকার আহমদীদেরকে হজ্জে যাবার অনুমতি দেয় না। এর উত্তরে মৌদুদী সাহেবের বক্তব্য পেশ করছি। তিনি লিখেছেন, "মসজিদে হারাম তাহাদের নিজস্ব ও ব্যক্তিগত সম্পত্তি নয়। কাহাকেও হজ্জ উদযাপন থেকে বঞ্চিত করার কোন অধিকারই তাহাদের নাই" (তফহীমুল কোরআন: ৭/২১১ পৃঃ)।

সবশেষে মৌদুদী পন্থী ভাইদেরকে বলি, দয়া করে মানুষের ঈমান নিয়ে আর খেলা করবেন না। আপনারা মুসলমান হওয়ার জন্য শর্ত্ত ও দিয়েছেন যা মান্য করে মুসলমান হওয়ার সখ আমাদের নেই। আপনারা বলেছেন, যারা সাঈদীর সমালোচনা করে তারা নবীর উম্মত নয় (আজকের কাগজ: ২৮ এপ্রিল, ১৯৯২), আস্তাগফিরুল্লাহ। আর এজন্যই হয়তো মুক্তি যোদ্ধা মন্ত্রী কর্ণেল অলি আহমদ বলেছেন, জামাতে ইসলামীর সঙ্গে আমাদের মহান ধর্মকে 'মিক্স আপ' করবেন না (বাংলা বাজার পত্রিকা: ২২/৮/৯২)। ২৫১ জন আলেম বলেছেন, মৌদুদীবাদীরা নিজেরা মুসলমান কিনা এ প্রশ্ন আজ সকলের (ভোরের কাগজ: ১৪ই জানুয়ারী, ১৯৯৩)। অতএব মৌদুদী পন্থী ভ্রাতৃবৃন্দকে বলি, আহমদী মুসলমান-দেরকে অমুসলমান বলার আগে নিজেদের মুসলমানিত্ব প্রমাণ করুন। দয়া করে আর মিথ্যা বলবেন না। মৌদুদী সাহেবের পুত্র ফারুক মৌদুদী বলেছেন, "জামাতে ইসলামী ক্রমাগতভাবে মিথ্যা বলছে" (পাকাশিয়া, করাচী, সেপ্টেম্বর, ১৯৯১)। অতএব, আগে নিজের ঘর সামলান।

"যে সময় কোন ব্যক্তি কোন নামাযকে ছেড়ে দেয় সে সময়ই সে আহমদীয়াত থেকে বের হয়ে যায়।" (আল্‌ ফযল: ৭ই জুন, ১৯৪২ খৃঃ) হযরত খলীফাতুল মসীহ সানী (রাঃ)

ঘরে বিদ্যমান *

অনুবাদ—চৌধুরী আব্দুল মতিন

১। বাহিরের ধনরাশি আসে যায়, যায় আসে শতশত বার
—আসল ধনের স্তূপ ঘরেই অবস্থিত
রৌদ্রে অবসন্ন দেহে ছায়াদান করে আমায় কেহ
—বিশুদ্ধ সত্যের ছায়া ঘরেই আছে সদা বর্তমান।

২। পাতালের দুঃখ-কষ্ট উচ্চ শ্রেণী কি বুঝিবে আহা
—উচ্চস্তরেই তাঁদের সাথে সাক্ষাতের রীতি
আছে মোর এক বন্ধু আমার ব্যক্তিগত পরিচয় দানের
—আরও এক বন্ধু আছে আমার, আমার ঘরেই বর্তমান।

৩। আমার সারা জীবনের মুহূর্ত মুহূর্তের ইতি কথা
—লিপিবদ্ধ করেছি আমি ভাষার কাননে
হারিয়েছি যতকিছু লভিয়েছি যতকিছু
—পরিমিত পুঁজি আমার ঘরেই বিদ্যমান।

৪। শিশুদের রক্ষা-ধার তুমি এক প্রদীপের শিখা
—সম্মুখে বিরাজে মোর বিশাল সমুদ্র অন্ধকার,
রিমিঝিমি, রিমিঝিমি দীপশিখা নিভু নিভু হায়!
—অঘোর অন্ধকার তবুও ঘরে আছে বর্তমান।

৫। অভিনয়ে অভিনেতার নাম, যশ শুনার অপেক্ষায়
—বসে থাকা বাহাদুরী পুরস্কারের লোভে
চলো, চলো, বেলা ডুবে ডুবে সন্ধ্যা উপণীত
—নিশ্চয়ই আছে কেহ একাকী বসে ঘরে বর্তমান।

৬। হের এক হাজী-পুত্র "বাবেল" পানে যাত্রামুখি হয়ে
—জেগে থাকা শিশুদের অসহায় ছেড়ে
হে-কবি, কী দুনিয়ায় বসবাস করছি একেলা
—তোমার সাধের দুনিয়া ঘরেই বিদ্যমান।

৭। কতকাল অপেক্ষিতে কাটাইলে একেলা দুনিয়ায়
—অবাক হেরে সারাটা জীবন এক প্রকাশ্য পুস্তক
ঘরোয়াই হউক না সে, হউক এক চিত্তাকর্ষক
—সকল দুঃখের শান্তি ঘরেই বর্তমান।

---

* হুযূর (আইঃ)-এর নির্দেশে জনাব ওবায়দুল্লাহ্ আলীম সাহেবের 'বিরান সরায়ে কাদিয়াঁ' নামক মজমুয়া কালামের বঙ্গানুবাদ।

প্রফেসর সালামকে তারা যেভাবে মূল্যায়ণ করলেন

(দু'টি পত্রিকার সম্পাদকীয়)

খোশ আমদেদ বিজ্ঞানী আবদুস সালাম

"নোবেল প্রাইজ বিজয়ী প্রথম মুসলিম বিজ্ঞানী প্রফেসর আবদুস সালাম বাংলাদেশে আগমন করেছেন। বাংলাদেশে এটি তার দ্বিতীয় সফর। আমরা তাঁকে খোশ আমদেদ জানাচ্ছি। তিনি বিশেষ আমন্ত্রণক্রমে বাংলাদেশে এসেছেন। আজ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এক বিশেষ কনভোকেশনে তাঁকে ডক্টর অব সাইন্স ডিগ্রী প্রদান করছে। এছাড়া গতকাল তিনি ইন্টারন্যাশনাল নেট্টার অব সাইন্স টেকনোলজী এণ্ড এনভায়রনমেন্ট ফর ডেন্সলি পপুলেটেড রিজিয়ন্স-এর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন। উল্লেখ্য, আন্তর্জাতিক এই প্রতিষ্ঠানের তিনিই প্রতিষ্ঠাতা। তাঁরই আগ্রহ এবং সহযোগিতায় প্রতিষ্ঠানটির একটি শাখা এখানে স্থাপিত হচ্ছে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে উন্নয়নশীল বিশ্ব বিশেষ করে মুসলিম দেশগুলোকে এগিয়ে নেবার ব্যাপারে তাঁর যে অসীম আগ্রহ এটা তাঁরই প্রমাণ।

বিজ্ঞানী আবদুস সালামের এই বৈশিষ্ট্য তাঁর বিজ্ঞানী পরিচয়কে আরো মহীয়ান-গরীয়ান করে তুলেছে। বিজ্ঞানী আবদুস সালাম নিজের গবেষণার মধ্যে নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখেননি। তিনি তাঁর নিঃশ্চিদ্র বিজ্ঞানী জীবনের মাঝে সময় করে নিয়ে পশ্চাদপদদের কথা ভাবেন। তাঁর এই ভাবনার ফল ইতালীর ট্রয়েষ্টে স্থাপিত তাঁর বিজ্ঞান গবেষণাগার। তাঁর আশা এ বিজ্ঞানাগারকে তিনি তৃতীয় বিশ্বের বিজ্ঞানীদের মিশন ক্ষেত্র বানাবেন। ইতিমধ্যেই বিজ্ঞানাগারটি তৃতীয় বিশ্বের বিশেষ করে মুসলিম বিজ্ঞানীদের আশা ও আকর্ষণের কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে। ডঃ সালামের এ বিজ্ঞানাগার যদিও এখনো উন্নয়ণশীল বিজ্ঞানীদের প্রয়েজেনীয় সব সুযোগ-সুবিধা দিতে পারছে না, তবু ইতিমধ্যে যে সুযোগ-সুবিধা দান করতে পারছে, তাকে আমরা অমূল্য বলেই মনে করি।

বিজ্ঞানী সালামের আর একটি বড় বৈশিষ্ট্য হল তিনি একত্ববাদী। আস্তিক বিজ্ঞানীর সংখ্যা পৃথিবীতে অনেক। এবং মনে হয় তাঁরাই বিপুলভাবে সংখ্যাগুরু। কিন্তু ডঃ সালামের মত সুনির্দিষ্ট বিশ্বাসের উপর দৃঢ় কিনা সন্দেহ। বিশেষ করে বিজ্ঞানকে আল-কুরআনের জ্ঞান কেন্দ্রিক বিবেচনা করার ক্ষেত্রে তিনি অনন্য। সার্বিক বিচারে প্রফেসর আবদুস সালাম একজন ঐতিহ্যবাদী বিজ্ঞানী। বিভিন্ন বক্তৃতায় তার এই ঐতিহ্য-প্রীতির প্রমাণ মিলে। নোবেল পুরস্কার গ্রহণ অনুষ্ঠানে দেয়া তাঁর বক্তৃতায় তিনি স্পেনের মুসলিম বিজ্ঞান ঐতিহ্যকে আবেগের সাথে স্মরণ করেছেন এবং তিনি পশ্চিমাদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যে, এই পশ্চিম মুসলমানদের কাছে একদিন বিজ্ঞানের জ্ঞান ভিক্ষা করেছে। বস্তুতঃ বিজ্ঞানী

আবদুস সালাম পশ্চিম থেকে জ্ঞান আহরণ করে পশ্চিমের মধ্যে নিজেকে হারিয়ে ফেলেননি। নিজের জাতীয় সত্তা, স্বাতন্ত্র্য এবং ঐতিহ্যকে অটুট রেখেছেন। তাঁর বৈশিষ্ট্য আমাদেরকে মুগ্ধ করে, গৌরবান্বিত করে এবং যা মুসলিম বিশ্বে হাজারো তরুণ বিজ্ঞানীর জন্য শিক্ষার উৎস। আমরা এই মহান বিজ্ঞানীর বাংলাদেশে আগমনে গভীর আনন্দ বোধ করছি। বাংলাদেশে তাঁর অবস্থানের দিনগুলো শান্তির হোক, আনন্দময় হোক, এই কামনা আমরা করি"।

(২৩শে মে '৯৩ তারিখের দৈনিক সংগ্রাম-এর সৌজন্যে)

প্রফেসর সালাম ডিএসসি'তে ভূষিত

"বিশ্ববরেণ্য বিজ্ঞানী নোবেল বিজয়ী কৃতী পদার্থবিদ প্রফেসর আবদুস সালামকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষ সম্মানসূচক ডিএসসি ডিগ্রী প্রদান করা হয়েছে। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর বেগম খালেদা জিয়া গত রোববার বিশ্ববিদ্যালয়ের এক বিশেষ সমাবর্তন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে প্রফেসর সালামকে এই মহান সম্মানজনক সনদ তুলে দেন। অসামান্য মনীষা, সাধনা ও প্রজ্ঞা দ্বারা প্রফেসর সালাম বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির জগতে যে অবদান রেখেছেন, তার প্রতি ভূয়সী প্রশংসাবাণী উচ্চারণ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, প্রফেসর সালামের সাধনা সুদূরপ্রসারী। তিনি কেবল একটি দেশেরই নাগরিক নন, তিনি বিশ্ব নাগরিক। এই মহান সনদ গ্রহণের প্রত্যুত্তরে বিজ্ঞানী আবদুস সালাম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানান এবং বাংলাদেশকে উন্নয়ন প্রতিবন্ধকতাসমূহ কাটিয়ে ওঠার জন্য বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ক্ষেত্রে নতুন সাধনার তাগিদ প্রকাশ করেন। আমরা মনে করি, এক সম্মানিত ব্যক্তিকে সম্মান দেখিয়ে জাতীয়ভাবে আমরা সম্মানিত হয়েছি। গত রোববার কেবল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ই এই মহান বিজ্ঞানীকে সম্মানিত করেনি। প্রকৃত অর্থে রৌপ্য আধারে মোড়া ডিগ্রী সনদের প্রতিটি হরফে ফুটে উঠেছে বাংলাদেশের কোটি কোটি মানুষের হৃদয়ে উৎসারিত ভালবাসা এবং সম্মানের স্বীকৃতি। এই আনুষ্ঠানিকতার বহু আগেই মুসলিম বিশ্বের গৌরব এই মহান বিজ্ঞানী বাংলাদেশের মানুষের হৃদয়পটে শ্রদ্ধার সুউচ্চ আসন প্রতিষ্ঠা করে নেন। এই শ্রদ্ধা শুধুমাত্র নোবেল বিজয়ের কৃতিত্ব নয়। তাঁর অভিনিবেশের ক্ষেত্র এবং অর্জিত সাফল্যই হচ্ছে সৃষ্টির শক্তি বলয়ের নিগূঢ় ঘনিষ্ঠতা নির্ণয় এবং ক্রমান্বয়ে একথাই প্রমাণ করা যে, সকল শক্তির উৎস এক এবং অদ্বিতীয়। বিজ্ঞানের পরিভাষায় তাঁর গবেষণা বিষয়টি হচ্ছে তড়িৎ চৌম্বক এবং দুর্বল বলের অন্তঃক্রিয়া। গত দুই বছর ধরে তিনি তাঁর এ তত্ত্ব প্রয়োগ সাপেক্ষে সৃষ্টির উন্মেষ এবং প্রাণের স্ফুরণ তথা সৃষ্টির গুঢ় রহস্য উন্মোচনে নিজেকে নিমগ্ন রেখেছেন। প্রফেসর সালাম মানবজাতির গৌরব। কেননা, তিনি বিজ্ঞান ফ্যাকল্টির মাধ্যমে সৃষ্টির সত্যবাণী প্রতিষ্ঠার মহান ব্রতটির ভূমিকা পালন করে চলেছেন।

মহান বিজ্ঞানময় আল্‌ কোরআন মানবজাতির উদ্দেশে প্রেরণের পর থেকেই মানবজাতির উদ্দেশ্যে প্রেরণের পর থেকেই মানবজাতির সত্যিকারের রেনেসাঁ বা নবজাগরণ সূচিত হয়। জ্ঞান ও বিজ্ঞানের এই ধারা আরব মরু থেকে বিদ্যুৎ বেগে ছড়িয়ে পড়ে বিশ্বব্যাপী। জ্ঞান ও বিজ্ঞান তীর্থে পরিণত হয় সাবাহ, দামেস্ক, কর্দোভা, বাগদাদ, বসরা, কায়রো, বুখারা, তাশখন্দ ও আঙ্কারা বা ফেজের মত মুসলিম আবাদ। সেই ধারাই বয়ে চলেছে আজকের বিদ্যাকেন্দ্র ও জ্ঞানতীর্থ পর্যন্ত। পৃথিবীর এই অংশে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অবদানও কম নয়। এই মহান বিদ্যাপীঠ জ্ঞানের আলোই শুধু জ্বালেনি; জ্ঞানের আলো জ্বেলে একটি গৌরবময় জাতিকেও এই বিশ্ববিদ্যালয় নতুন করে পথ চিনিয়েছে।

তবে পরিতাপের বিষয় এই যে, এই মহান বিশ্ববিদ্যালয়কে স্বার্থান্বেষী মহল কায়িক এবং বুদ্ধিবৃত্তি উভয় প্রকার সন্ত্রাস দ্বারা আজ কলুষিত করেছে। দেশের সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠ কর্তৃক একজন নোবেল বিজয়ী বিজ্ঞানীকে সম্মানিত করার জন্য আয়োজিত সমাবেশটিকে পণ্ড করার জন্য সচেষ্ট হতে কুণ্ঠিত হয়নি আওয়ামী লীগের অঙ্গ ছাত্র সংগঠন ছাত্রলীগ। তারা সমাবর্তন পণ্ড করার জন্য আইন-শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর সাথেও সম্মুখ যুদ্ধে লিপ্ত হয়। ফলে একটি দুঃখজনক ও অনাহুত সংঘাত এহেন সম্মানজনক সমাবেশকে ভণ্ডুল করে দিতে উদ্যত হয়। পত্রিকান্তরে এ দিন ছাত্রলীগের কর্মীদের যে ভূমিকার কথা ছাপা হয়েছে তা সত্যিই দুঃখজনক। এ ঘটনা জাতির সম্মানকে কলংকে পরিণত করেছে বলে আমরা মনে করি। অথচ উক্ত দলীয় সভানেত্রী গত বছরের ৯ এপ্রিল ছাত্র সংগঠনটির ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার কার্যক্রমে নিষেধাজ্ঞা প্রদান করেন এবং আজ পর্যন্ত উক্ত নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করা হয়নি। ব্যাপারটি কেবল দুঃখজনকই নয়; বেআইনী ও সন্ত্রাসজনক তৎপরতার পর্যায়ে পড়ে বলে আমরা মনে করি। প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যের একটি অংশের প্রতি সবিনয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলতে চাই, এদেশে বৃটিশ ও তাদের স্থানীয় দোসরদের বিশ্বাসঘাতকতাই রেনেসাঁ বা নবজাগরণের ধারা বিচ্যুতি ঘটায়। সমাবর্তন ভাষণে প্রধানমন্ত্রী তাঁর লিখিত বক্তব্যে বলেন: "একটি রেনেসাঁর কাল অতিক্রম করার পর কয়েক দশক ধরে বাংলাদেশে বুদ্ধিচর্চা ও মনীষার ক্ষেত্রে ভাটার কাল চলেছে ...।" আসলে এই সময়টি কয়েক দশক নয়; ১৭৫৭ সালের পর থেকেই সত্যিকার অর্থে সেই রেনেসাঁর অপমৃত্যু ঘটে, ইতিহাস যাকে আবার সুযোগ করে দেয় ১৯৪৭ সালে, অতঃপর পূর্ণতা দান করে ১৯৭১ সালে স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশের উদ্ভবের মধ্য দিয়ে।

বিশ্ববরেণ্য বিজ্ঞানী প্রফেসর সালামের প্রতি বাংলাদেশের এই সম্মান ইতিহাসের একটি স্মরণীয় ঘটনা বলে আমরা মনে করি। বাংলাদেশ কেবল ব্যক্তি সালামকেই মর্যাদা দেয়নি— মহিমান্বিত করেছে সত্য ও সুন্দরের সাধনাকে। আমরা এই কৃতী বিজ্ঞানীর আশু রোগমুক্তির ও জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত মানবতার খেদমতে অবদান রাখার সামর্থ্য লাভের জন্য আল্লাহ্‌ পাকের কাছে প্রার্থনা করছি"।

(দৈনিক ইনকিলাব: ২৫শে মে, ১৯৯৩-এর সৌজন্যে)

একজন আবদুস সালাম

কে, এম, মাহমুদুল হাসান

"তুমি পাঠ কর, কেননা তোমার প্রতিপালক পরম সম্মানিত যিনি কলম দ্বারা জ্ঞান শিক্ষা দিয়েছেন।" (সূরা আল্ আলাক-৪, ৫)

পথে নেমেই প্রতিদিন অগুণতি মানুষের সাথে আমাদের দেখা হয়। এদের কেউ মোট বইছে, কেউ বাসের হ্যাণ্ডেল ধরে ঝুলছে, আবার কেউবা পড়ি কি মরি করে অফিস পানে ছুটছে। এদের সাথে আমাদের দেখা হয়েই যায় আবার আমরা নিজেরাই কেউ এদের দলে রয়েছি। এসব মানুষের ভেতর অনেকেরই নাম আবদুস সালাম। কিন্তু আপনাকে যদি কেউ কোন ভূমিকা ছাড়াও প্রশ্ন করে, "আবদুস সালামের নাম শোনেন নি?" তখন নিশ্চয়ই আপনার অসংখ্য আবদুস সালামের কথা মনে পড়বে না। অনিবার্যভাবেই আপনার মনে পড়ে যাবে শুধু একজন আবদুস সালামের কথা; যিনি পাঞ্জাবের (বর্তমান পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত) শাহীওয়াল জেলায় ১৯২৬ সালের ২৯শে জানুয়ারীতে জন্ম নিয়েছিলেন। আর আজ যিনি নোবেল বিজয়ী সবচেয়ে বিশ্বখ্যাত মুসলিম বিজ্ঞানী, স্বভাবতই তাঁর কথাই আপনি ভাববেন।

আবদুস সালাম ১৯৭৯ সালে পদার্থ বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার পাবার আগেও অনেক আন্তর্জাতিক পুরস্কার পেয়েছেন। যেমন হপকিন্স পুরস্কার (১৯৫৭), এ্যডমস্ পুরস্কার (১৯৫৮), ম্যাকস ওয়েল পদক (১৯৬৯), "শান্তির জন্যে পরমাণু" পুরস্কার (১৯৬৮) ইউনেস্কো থেকে দেয়া আইনস্টাইন পদক (১৯৭৯) ইত্যাদি। এছাড়াও তাঁর নিজ দেশের রাষ্ট্রীয় পদকেও তিনি ভূষিত হয়েছেন। যেমন, সিতারা-ই-পাকিস্তান (১৯৫৯), নিশান-ই-ইমতিয়াজ (১৯৭৯)। একথা কেউ প্রশ্ন করতে পারেন, আন্তর্জাতিক কোন পুরস্কার কিংবা নোবেল পুরস্কার কি আর কেউ কখনো পাননি? এর সোজা জবাব হলো 'হ্যাঁ, পাবেন না কেন? নিশ্চয়ই পেয়েছেন।" তবে আমাদের কেন খুব সহজেই আবদুস সালামের নামটিই মনে পড়ে যায়? কেন আমরা তাঁকে এত সহজেই এত বেশী আপন ভাবতে পারি?

দৃষ্টিভঙ্গীর স্বচ্ছতা, তৃতীয় বিশ্বের মানুষের জীবন যাত্রার মানোন্নয়ন ও বিজ্ঞানকে জনপ্রিয় করে তোলার ক্ষেত্রে তাঁর ঐকান্তিক প্রয়াস কারো দৃষ্টি এড়াবার মত নয়। আমরা সবাই তাঁর এই দৃষ্টিভঙ্গীর কারণে তাঁকে একান্ত আপন হিসেবে ভাবতে পারি খুবই সহজেই। এসব ছাড়াও তাঁর আরো কিছু বিশেষ রকমের বৈশিষ্ট্য রয়েছে, যা যেকোন সাধারণ মানুষকেও বিশেষভাবে সচকিত করে তোলার জন্যে যথেষ্ট। তিনি সর্বশক্তিমান আল্লাহ্র প্রতি গভীরভাবে আস্থাবান। তাঁর নিজের ভাষায়, "আমাদের চার পাশের পৃথিবীতে আল্লাহ্র পরিকল্পনা এবং প্রজ্ঞার গুপ্ত রহস্যরাজিকে জানতে হলে বিজ্ঞানের গুরুত্ব রয়েছে।" (আরব ও ইসলামী বিশ্বে বিজ্ঞানের পুনর্জাগরণ শীর্ষক বক্তৃতা)। তাই তিনি

তাঁর প্রতিটি ভাষণ শুরু করেন মহান আল্লাহ্‌র নাম উচ্চারণ করে এবং কলেমা শাহাদত পাঠ করে। মহান আল্লাহ্‌ এবং ধর্মের প্রতি তাঁর আনুগত্য সেই শৈশব থেকেই প্রকাশিত হতে থাকে। তাঁর পিতা চৌধুরী মোহাম্মদ হোসেন সাহেব ছিলেন একজন জেলা পর্যায়ের বিদ্যালয় পরিদর্শন কর্মকর্তা, যিনি ১৯১৪ সালে আহমদীয়া মুসলিম জামাতের অন্তর্ভুক্ত হন। মহান আল্লাহ্‌র কাছে একটি অসাধারণ ধীশক্তিসম্পন্ন সন্তান কামনা করে তিনি কাতর প্রার্থনা করেছিলেন। আল্লাহ্‌ যে তাঁর এ প্রার্থনা কবুল করেছিলেন তার সাক্ষী পৃথিবী নামের এই গ্রহের অধিবাসী আজকের অসংখ্য মানুষ। খুব শৈশবেই শিশু আবদুস সালাম অর্থসহ পবিত্র কোরআন অধ্যয়ণ করেন। তিনি একবার একটি পরীক্ষায় দ্বিতীয় হয়েছিলেন। এ ছাড়া প্রতিবারেই তিনি প্রথম হয়েছেন। ১৯৩৯ সালে আহমদীয়া মুসলিম জামাতের ৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে যে বৃত্তি দেয়া হয় আবদুস সালাম ছিলেন সেই বৃত্তি প্রাপ্তদের মধ্যে প্রথম ব্যক্তি। তিনি যখন ইংল্যাণ্ডে যান তখন প্রথম যে ব্যক্তির সঙ্গে তাঁর দেখা হয়েছিল তিনি হলেন স্যার চৌধুরী মোহাম্মদ জাফরুল্লাহ্‌ খান সাহেব (রাঃ), আরেক জগদ্বিখ্যাত ব্যক্তিত্ব।

সবচেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার হলো এই অসাধারণ ধীশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিত্ব যাকে নিয়ে সমস্ত দুনিয়া গর্ব করে, তাঁর প্রাণ নাশের চেষ্টাও চলেছিল। তাও আবার তাঁর নিজ দেশেই। ১৯৫৯ সালে তিনি তাঁর দেশের সেবা করার জন্যে পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে গণিত বিভাগে যোগ দেন। ১৯৫৩ সালে পাঞ্জাবে আহমদীয়া মুসলিম জামাতের বিরুদ্ধে আন্দোলন সৃষ্টি করা হলে তাঁর জীবনের ওপর হুমকি আসতে থাকে। তাঁর জীবন সত্যি সত্যিই মারাত্মক হুমকির সম্মুখীন হলে তিনি তাঁর ধর্মবিশ্বাসের কারণে (যেহেতু তিনি আহমদীয়া মুসলিম সম্প্রদায়ভুক্ত) ১৯৫৪ সালে পাকিস্তান ত্যাগ করতে বাধ্য হন এবং কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দেন। তিনি হলেন বিশ্বখ্যাত কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম মুসলিম প্রভাষক। এরপরে যতই দিন গিয়েছে তিনি ততই জগদ্বিখ্যাত হয়ে উঠেছেন। মৃত্যুর শীতল স্পর্শের হুমকি তাঁকে জীবনের উষ্ণতার সন্ধানই দিয়েছে। তাঁর চিত্তের যত বিত্ত আছে তা তিনি আকাশে ছোঁয়াতে পেরেছিলেন। এজন্যে তাঁকে প্রচুর পড়াশোনা করতে হয়েছে, কি বিজ্ঞান বিষয়ক। কি ধর্ম বিষয়ক।

তিনি তাঁর সাম্প্রতিকতম বাংলাদেশ সফরকালেও এর স্বাক্ষর রেখেছেন। গত ২২/৫/৯৩ইং তারিখ সন্ধ্যায় ঢাকাস্থ দারুত তবলীগে বক্তৃতা কালে তিনি সূরা আলে ইমরানের যে ব্যাখ্যা দেন তাও প্রমাণ করে যে, তিনি পবিত্র কোরআনের ওপর গভীর জ্ঞানসম্পন্ন একজন মানুষ। জ্ঞানতাপস আবদুস সালাম প্রসঙ্গে ২৩শে মে, ১৯৯৩ সংখ্যা দৈনিক সংগ্রামের সম্পাদকীয় কলামে লেখা হয়েছে; "নোবেল প্রাইজ বিজয়ী প্রথম মুসলিম বিজ্ঞানী প্রফেসর আবদুস সালাম বাংলাদেশে আগমন করেছেন।.....তাঁর এই ভাবনার ফল ইটালীর ট্রিয়েস্ট

স্থাপিত তাঁর বিজ্ঞান গবেষণাগার।.....ইতিমধ্যেই বিজ্ঞানাগারটি তৃতীয় বিশ্বের বিশেষ করে মুসলিম বিজ্ঞানীদের আশা ও আকর্ষণের কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে। .....কিন্তু ডঃ সালামের সুনির্দিষ্ট বিশ্বাসের উপর দৃঢ় কিনা সন্দেহ। বিশেষ করে বিজ্ঞানকে আল্ কুরআনের জ্ঞান-কেন্দ্রিক বিবেচনা করার ক্ষেত্রে তিনি অনন্য।.....তাঁর এ বৈশিষ্ট্য আমাদেরকে মুগ্ধ করে, গৌরবান্বিত করে এবং যা মুসলিম বিশ্বে হাজারো তরুণ বিজ্ঞানীর জন্য শিক্ষার উৎস।" আহমদীরা কিছুতেই মুসলমান নয়, এই কথাকে সাব্যস্ত করতে গিয়ে মিথ্যে কথায় ভরপুর সম্পাদকীয়ও ছেপেছিল এই পত্রিকাটি। আজ তারাও নিজেরা গৌরবান্বিত হবার আশায় আহমদী আবদুস সালাম যে মুসলমান এ সত্যটি উচ্চারণ করছে। এটাই কৌতুককর বিষয়। কলেমায় দৃঢ় বিশ্বাস থাকা সত্বেও যিনি তাদের দৃষ্টিতে মুসলমান ছিলেন না, একটি নোবেল পুরস্কার তাঁকে মুসলমান বানিয়ে দিয়েছে। হায়! কি সংকীর্ণ ধর্মবোধ!

এ প্রসঙ্গটি উল্লেখ করে একই দিনের (২৩/৫/৯৩) আজকের কাগজের সম্পাদকীয়তে লেখা হয়েছে,".....বহুদিন পাকিস্তান ছাড়া কারণ জেনারেল জিয়াউল হকের আমলে আহমদীয়া সম্প্রদায়ভুক্ত বা কাদিয়ানীদের 'অমুসলমান' ঘোষণা করা হয়। তখন কাদিয়ানী সম্প্রদায়ভুক্ত প্রফেসর সালাম আর পাকিস্তানে বিশেষ যাননি বা যেতে পারেন নি, তিনি এখন ইতালীর স্থায়ী বাসীন্দা।.....পাকিস্তানে প্রফেসর সালামের মত বিজ্ঞানীরা মৌলবাদের শিকার হয়েছে।

তিনি একবার প্রশ্ন করেছিলেন, "আমরা কী আজ দৃঢ়ভাবে বিজ্ঞানের পুনর্জাগরণের পক্ষে রয়েছি? —যেমনটি ত্রয়োদশ শতকে পাশ্চাত্যে ছিল, যখন স্পেনে আরবীতে এরিষ্টোটলের যে শিক্ষা পঠিত হতো তা লাতিন ইউরোপে পৌঁছে দিতে ১২১৭ সালে মাইকেল স্পেনের টলেডোর উদ্দেশ্যে স্কটল্যাণ্ড ত্যাগ করেন।" এর সহজ উত্তর—"মুসলিম দুনিয়া আজ আর এপথে নেই।" অথচ অগ্রগতির জন্যে এর কোন বিকল্পও নেই। আজ একজন আবদুস সালাম এ পথের ভিত্ রেখেছেন। আগামীতে নিশ্চিতভাবে আমাদের ভেতর থেকেই অনেক আবদুস সালাম একে এগিয়ে নিয়ে যাবেন। কিন্তু সেদিনও এই একজন আবদুস সালামের কথা নিশ্চয় পৃথিবী কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করবে।

ভুল সংশোধনী

(১) গত সংখ্যা আহমদীতে সম্পাদকীয় কলামে ইব্রাহীমের (আঃ) সম্বন্ধে ছাপা হয়েছে যে, পবিত্র কোরআনের 'তিনটি সূরায় কমপক্ষে ৪০ বার' উল্লেখ আছে। প্রকৃতপক্ষে হবে 'ত্রিশটি সূরায়' তিনটি সূরা নয়।

(২) গত সংখ্যায় 'ডাক্তার সাহেব আর এই দুনিয়াতে নেই' শীর্ষক শোক সংবাদে অনিচ্ছাকৃতভাবে মরহুম ডাঃ আবদুস সামাদ খান চৌধুরীকে মজলিসে আনসারুল্লাহর 'সদর' এর বদলে 'যয়ীম-এ-আলা' ছাপা হয়েছে।

উপরোক্ত ভুলের জন্য আমরা আন্তরিকভাবে দুঃখিত। —নির্বাহী সম্পাদক।

প্রফেসর সালামকে গত ২২/৫/৯৩ তারিখে সন্ধ্যায় আহমদীয়া মুসলিম জামাত বাংলাদেশের তরফ থেকে এক সম্বর্ধনা দেয়া হয়। এতে নিম্নলিখিত স্বাগত বাণী পাঠ করা হয়ঃ

Brothers and Sisters, Dhaka, 22nd May, 1993
Assalamu Alaikum.

We feel very proud to be in the company of Prof. Abdus Salam for a short time this evening. Achievements of Prof. Abdus Salam in the field of science is recognised all over the world. He has proved himself a very raliable friend of the 3rd world. In him Ahmadiyya Muslim Jamaat has produced a saint-scientist of the age, so much needed by the humanity.

We have very little to offer to Prof. Salam except our heartfelt love and affection and also devoted prayers to the Almighty Allah for his long life and early recovery from his broken health. With these few words, let us raise our humble hands to Allah and pray for Prof. Salam and also for us all. May Allah accept our prayers, Ameen.

Brotherly yours,
MOHAMMAD MUSTAFA ALI
National Ameer

AN ADDRESS OF WELCOME TO
PROF. ABDUS SALAM

Dhaka, 22nd May, 1993

Reverend Sir,

Assalamo Alaikum wa Rahmatullahe wa Barakatuhu.

With warm and open heart we the members of the Ahmadiyya Muslim Jamat, Bangladesh welcome you in our midst, this evening to renew our bonds of affectionate brotherhood. You have come to our mosque and mission house on a number of occassions during your earlier visits to Dhaka and you have not forgotten this time also desipite your busy schedule and ill health. We join the people of Bangladesh, in general and scientists and intellectuals in particular, in welcoming you to this beloved land of ours.

Beloved Guide

Your simultaneous commitment to science and religion is unparalleled in the recent annuls of history. You have always expressed your firm convictions in the working of a living God who is concerned about his creation, answers their prayer and reforms mankind when they go astray. As an humble servent of Ahmadiyyat or true Islam you have been known to the ends of the earth as a devout and practising Ahmadi muslim who has been making ceaseless efforts to unravel the mighty secrets of All knowing and All wise Allah as are embodied in the physical Universe. Your faith and life and strivings have done so much to clear away the mist and fog of agnosticism and disbelief.

Honourable Scientist

Allah has chosen you from amongst his servants to endow you with enormous scientific achievements and higher realms of knowledge and wisdom from where you may guide and inspire the scientists and learners of the developed and developing world. We seek your kind prayers so that the coming generations might follow your ideals in achieving hights of knowledge and piety. We whole heartedly pray to Almighty Allah for your complete recovery and long life. May Allah keep you in peace and give you unlimited opportunities to serve the mankind.

Wassalam,

MOHAMMAD MUSTFA ALI
National Ameer

MEER MOBASHSHAR ALI
General Secretary

শোক বার্তা

আহমদীয়া মুসলিম মেডিকেল এসোসিয়েশন, বাংলাদেশ-এর প্রতিষ্ঠাতা জনাব আব্দুস সামাদ খান চৌধুরীর ইন্তেকালে আমরা গভীরভাবে শোকাহত। আমরা তাঁর রূহের মাগফিরাত কামনা করছি এবং তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করছি। আল্লাহ্‌তা'লা তাঁর পবিত্র আত্মাকে জান্নাতুল ফেরদৌসে দাখিল করুন।

আহমদীয়া মুসলিম মেডিকেল
এসোসিয়েশন এর সদস্য-সদস্যাবৃন্দ

একটি সুন্দর ফুল ঝরে গেলো
একটি নক্ষত্রের পতন হলো

আহমদ তৌফিক চৌধুরী

২৩শে মে, ১৯৯৩ রবিবার ভোর ১-৪৫ মিনিটে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে সোহরাওয়ার্দী হাসপাতালে প্রখ্যাত চিকিৎসক, মানব দরদী, গরীবের বন্ধু, ভদ্রতার মূর্তিমান প্রতীক, নিরহংকার, সদালাপি, অজাত শত্রু এক উজ্জল ব্যক্তিত্ব, আহমদীয়া মুসলিম জামাত বাংলাদেশের প্রাক্তন নায়েবে আমীর, বাংলাদেশ মজলিসে আনসারুল্লার সদর ও কাযা বোর্ডের চেয়ারম্যান আলহাজ্জ ডাঃ আবদুস সামাদ খান চৌধুরী শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন (ইন্নালিল্লাহে ··· ··· রাজেউন)।

১৯২২ সালের ৩রা জানুয়ারী "চৌধুরী বাড়ী" নামে খ্যাত নাটোরের জমিদার পরিবারে তাঁর জন্ম হয়। এই পরিবারের আদি পুরুষ জামান খান বা জুম্মা খান পাঞ্জাব প্রদেশের অধিবাসী ছিলেন। এর পুত্র দোস্ত মোহাম্মদ খান "চিরস্থায়ী" বন্দোবস্ত লাভ করে নাটোরে জমিদারীর গোড়া পত্তন করেন। এর পুত্র ফজলুর রহমান খান, তৎপুত্র আবদুর রহিম খানের পুত্র আবুল কাশেম খান চৌধুরী ছিলেন মরহুমের পিতা।

মরহুম ডাক্তার সাহেবের চাচা আলহাজ্জ খান বাহাদুর আবুল হাসেম খান চৌধুরী এম, এ, বি, টি, আহমদীয়া মুসলিম জামাতে দীক্ষা গ্রহণ করেন। এই চাচার প্রচারের ফলেই মরহুম ডাক্তার সাহেবের পিতা আহমদীয়াত গ্রহণ করেন। মরহুম কাদিয়ানে তা'লীমুল ইসলাম হাই স্কুলে ভর্তি হন এবং মেট্রিক পাশ করেন। পরে রাজশাহী কলেজ থেকে আই, এস, সি পাঁশ করেন। তিনি কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজ থেকে এম, বি, ডিগ্রী লাভ করেন। তিনি তাঁর চাচা বঙ্গীয় আমীর মরহুম খান বাহাদুর সাহেবের সুযোগ্যা কন্যা মাসুদা সামাদ সাহেবাকে বিয়ে করেন। আলহাজ্জ মাসুদা সামাদ নিখিল বাংলাদেশ লাজনা ইমাইল্লাহর (মহিলা সমিতি) সযোগ্যা সভানেত্রী। মরহুম ডাক্তার সাহেব এবং তাঁর সহধর্মিণী উভয়েই পবিত্র কোরআনের বিষয়ে গভীর জ্ঞানের অধিকারী। কাদিয়ানে লেখাপড়া করায় উর্দু ভাষার উপরও তাঁরা যথেষ্ট ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। উভয়েই বহু সাহাবীর সাহচর্য লাভ করেন। তিন খলীফার সঙ্গেই মরহুমের সুসম্পর্ক ছিল।

মরহুম আবদুস সামাদ খান চৌধুরীর চার পুত্র এবং এক কন্যা। জ্যেষ্ঠ পুত্র আবদুল আহাদ খান চৌধুরী ক্যালিফোর্ণিয়া আহমদীয়া মুসলিম জমাতের তালীম ও তরবীয়তের সেক্রেটারী। দ্বিতীয় পুত্র আবদুল আদেলও আমেরিকা প্রবাসী। তৃতীয় পুত্র মৌলানা

আবদুল আউয়াল খান চৌধুরী ওয়াকেফে জিন্দেগী এবং আহমদীয়া মুসলিম জমাতের সুযোগ্য মোবাল্লেগ রূপে ঢাকায় কর্মরত। কনিষ্ঠ পুত্র আবদুল আলীম সালমান ঢাকা মজলিসে খুদ্দামুল আহমদীয়ার (যুব সংস্থা) কায়েদ। কন্যা নাসেরারুহী বিবাহিতা এবং তিন সন্তানের জননী। মরহুমের স্ত্রী এবং তিন পুত্র ধর্মের সেবায় নিজ নিজ গণ্ডিতে কাজ করে যাচ্ছেন।

মরহুম ডাক্তার সাহেব ৩০শে যিলকদ তারিখে মৃত্যু বরণ করেন। পর দিনই বাংলাদেশের আকাশে উঠবে যিলহজ্জের চাঁদ। ইব্রাহীম খলিলুল্লাহ্‌র (আঃ) ত্যাগের স্মৃতি নিয়ে উদিত হবে নতুন চাঁদ। পুত্র কুরবানীর মাস এটি। ডাক্তার সাহেব আর এই চাঁদ দেখবেন না। কিন্তু আমরা দেখব তাঁর আদর্শকে, এই চাঁদের মধ্যে। মরহুম ডাক্তার সাহেব ইব্রাহিমী সুন্নত অনুযায়ী তাঁর পুত্রকে উৎসর্গ করেছিলেন ধর্মের পথে। যিলহজ্জের বাঁকা চাঁদ যেমন ইব্রাহীমের (আঃ) অক্ষয়, মহৎ ও মহান কুরবানীকে স্মরণ করিয়ে দেবে তেমনি স্মরণ করিয়ে দেবে ইব্রাহিমী আদর্শে পুত্র উৎসর্গকারী ধর্মের জন্য নিবেদিত প্রাণ ডাঃ আবদুস সামাদ খান চৌধুরীকে।

মরহুম ছিলেন একজন মুসী এবং নিয়মিত চাঁদা দাতা। তিনি ছিলেন অত্যন্ত মেহমান নেওয়াজ। দেশী বিদেশী মেহমানকে তিনি দাওয়াত দিয়ে খাওয়াতেন। বাড়ীতে রেখে সেবা করতেন। উপঢৌকন দিতেন। ডাক্তার সাহেব যে একজন আদর্শ স্বামী, একজন আদর্শ পিতা ও আদর্শ গৃহ কর্তা ছিলেন তাঁর প্রমাণ তাঁর ধর্মপ্রাণ পরিবারটি। অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনের হৃদয়ও তিনি তাঁর ভালবাসা, স্নেহ এবং সেবা দ্বারা জয় করেছিলেন। সুখে, দুঃখে, অসুখে-বিসুখে তিনি সর্বদা আত্মীয়-স্বজনের দ্বারে হাজির থাকতেন। সাহায্যের কোন সুযোগকেই তিনি হাত ছাড়া করেন নি। গরীব আত্মীয়-স্বজনকে নিয়মিত আর্থিক সাহায্যও দিতেন। বিয়ে-শাদীতে সকল প্রকার সহায়তা দিতেন। অনাত্মীয়দের জন্যও তাঁর দ্বার ছিল অবারিত। কত লোক যে তাঁর কাছ থেকে সাহায্য নিয়েছেন তার হিসাব কেউ জানে না। বাঙ্গালী অবাঙ্গালী পরিচিত অপরিচিত যখনই যে তাঁর কাছে হাত পেতেছে তাকে তিনি কখনও বিমুখ করেন নি। তিনি গৃহহীনকে আশ্রয় দিয়েছেন। এভাবে তিনি প্রত্যারিতও হয়েছেন বহুবার। তাঁর সহধর্মিণীকে কখনও জানিয়ে কখনও বা না জানিয়ে গোপনে তিনি মানুষকে টাকা দিতেন। অনেকেই ঋণ নিয়ে সেই ঋণ আর কখনও পরিশোধ করে নি। তিনিও আর কখনও তাগাদা দেননি। একবার একটি বড় অংকের ঋণ আদায় হয়েছে কিনা জানতে চাইলে তিনি বলেন, "বেচারা এখনও দিতে পারছে না"। একবার একজন তাঁর কাছে সাত হাজার টাকা কর্জ চায়। ঘরে ছিল পাঁচ হাজার টাকা। তিনি তাঁর ডাক্তারী ব্যাগ এবং ঘরের অন্যান্য স্থান থেকে এক টাকা দু টাকার নোট মিলিয়ে আরো দুই হাজার টাকা সংগ্রহ করে মোট সাত হাজার টাকাই ঐ ভদ্রলোককে

প্রদান করেন। পরে তিনি এর কারণ স্বরূপ বলেন, "যার প্রয়োজন সাত হাজার তাকে পাঁচ হাজার টাকা দিলে তিনি সমস্যাতেই থাকবেন। তাই তাঁর প্রয়োজন মত সাত হাজারই দিলাম।" তিনি বহু গয়ের আহমদী মৌলভীকেও আর্থিক সাহায্য দিতেন। বিনিময়ে এদেরকে ঘরে এনে কিছু তবলীগও করতেন, চা-নাস্তাও খাওয়াতেন।

মরহুম ছিলেন একজন প্রসিদ্ধ চিকিৎসক। প্রতিদিন প্রায় ৮০ থেকে ১২০ জন রোগী তিনি দেখতেন। রাত বারটায় তিনি নারায়ণগঞ্জ চেম্বার থেকে ঢাকায় ফিরতেন। তাঁর ভিজিট ছিল অন্যান্য এম, বি, বি, এস ডাক্তারদের চাইতে অর্ধেক। তিনি বলতেন, ভিজিট গরীবদের নাগালের মধ্যে থাকতে হবে। অত্যন্ত গরীব রোগীদের কাছ থেকে তিনি কোন পয়সা নিতেন না, বরং তাদেরকে ঔষধ কেনার জন্য কিছু টাকাও দিয়ে দিতেন। এ সব কারণে রোগীরা তাঁকে পীরের মত ভক্তি করত। হিন্দুরা বলত দেবতা। তাঁর ব্যবস্থা পত্রে আল্লাহ্‌র নাম 'ইয়া শাফী' লেখা থাকত। তিনি আরোগ্য লাভের জন্য ঔষধকে মূল মনে করতেন না। তিনি রোগীকে দিতেন দাওয়া ও দোয়া। আহমদীদের কাছ থেকে তিনি কোন ভিজিট নিতেন না। তাঁর মৃত্যুর সংবাদে তাঁর পরিচিত নারায়ণগঞ্জবাসী শোকে বিহ্বল হয়ে পড়ে। তাঁর রোগীরা কান্নাকাটি করতে থাকে। একজন রোগী তাঁর মৃত্যু সংবাদ শুনে অজ্ঞান হয়ে যায়। মরহুম নিজের ব্যাপারে প্রচার বিমুখ ছিলেন। তিনি নিজ খরচে আহমদীয়াতের প্রচার পত্র ছেপে সমগ্র বাংলা দেশে বিতরণ করেছেন। নিজের টাকায় কোরআন মজীদ খরিদ করে অসংখ্য লোককে উপহার দিয়েছেন। ডাক যোগে বই পত্র পাঠিয়েছেন দেশের বিভিন্ন জায়গায়। নিজ খরচে নাটোরে মসজিদ নির্মাণ সহ আরো কয়েকটি জায়গায় তিনি মসজিদের জন্য জায়গা দান করে গিয়েছেন। তিনি অত্যন্ত সাদাসিদা জীবন যাপন করতেন। একটি ফুল হাতা শার্ট ও একটি প্যান্ট পরেই তিনি গ্রীষ্ম কাটাতেন। বেশী শীতে একটা কোট, কান ঢাকা টুপী বা সোয়েটার অতিরিক্ত ব্যবহার করতেন। খাওয়ার পরিমাণ ছিল অত্যন্ত কম। ভাত বলতে গেলে খেতেনই না। সকালে নাস্তা, দুপুরে নাস্তা এবং রাতেও বলতে গেলে নাস্তাই করতেন। তাঁকে কেউ কখনও মলিন মুখে দেখেন নি। সদা মিষ্টি কথা বলতেন। কাউকে কখনও তীব্র ভাষায় কথা বলেননি। মানুষে মানুষে মিলন করিয়ে দিতেন তিনি। মানুষের দোষ না দেখে তিনি তার গুণটাই বড় করে দেখতেন। নিজের স্বাস্থ্যের প্রতি খেয়াল রাখতেন না, রাত করে বাসায় ফিরছেন এজন্য তাঁর অর্ধাঙ্গিণী মধ্যে মধ্যে অমৃমধুর ভর্ৎসনা করতেন। উত্তরে তিনি রসিকতা করে তাঁর বেগম সাহেবকে আরও রাগিয়ে দিতেন। তখন তিনি হাসতে হাসতে বলতেন,' দেখ, দেখ, রাগ করাতে মেডামকে কত্তই না সুন্দর সুন্দর লাগছে'!

মরহুম ডাক্তার সাহেবের সংগে কয়েকবার দেশে বিদেশে সফর করার সুযোগ আমার হয়েছে। একবার লণ্ডন থেকে আমরা চল্লিশ মাইল দূরে টিলফোর্ডে যাব। রাত এগারোটা।

প্রচণ্ড শীত। বাসে উঠে বসলাম। এমন সময় একজন পাকিস্তানী বললেন যে, তিনি সকালে এই বাসে এসেছিলেন তাই এবারও তিনি এই বাসেই ফিরতে চান। ব্যাস, আর কথা নেই তিনি চট করে সিট ছেড়ে বাস থেকে নেমে পড়লেন। বাধ্য হয়ে আমিও নামলাম। কারণ সংগীকে তো ফেলে যাওয়া যায় না! এইভাবে ভদ্রতা দেখাতে গিয়ে অপরের মন রক্ষা করতে গিয়ে তিনি শীতের মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকলেন এক ঘন্টা। বারোটা বাজিয়ে তিনি এবং আমি অপর একটি বাঁসে উঠলাম।

১৯৯১ সালে শততম সালানা জলসায় কাদিয়ান গিয়েছি। মুরব্বীদের জন্য খাটিয়া এবং অন্যেরা খড়ের উপর বিছানা পেতে থাকার ব্যবস্থা করেছেন। তাঁর পুত্রের বন্ধু এক অধ্যাপক, খড়ের উপর বিছানা ঘুমোতে পারেন না তিনি। তাঁর জন্য খাটিয়া প্রয়োজন। ডাক্তার সাহেব নিজের খাটিয়াটি ছেড়ে দিলেন ঐ অধ্যাপকের জন্য আর তিনি ঐ খাটিয়ার পাশে খড়ের উপর বিছানা করে থাকলেন ডিসেম্বরের প্রচণ্ড শীতে। না কোন বিরক্তি নেই। সেই হাসি মুখ। জিজ্ঞেস করলাম, কষ্ট হচ্ছে না তো? বললেন, 'না, না, আলহামদুলিল্লাহ্'। তাঁর মুখে কেউ কখনো অভিযোগ শুনেনি।

সত্যবাদিতা ছিল মরহুমের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। তাঁর বড় ছেলের দিকে নাতনী দানিয়া পিতামাতার সঙ্গে প্রায় সাড়ে ছয় বৎসর যাবৎ আমেরিকায় আছে। দেশে আসতে হলে কোন ঘনিষ্ঠ আত্মীয়-স্বজনের একটা অসুস্থতার সার্টিফিকেট লাগে। মরহুম হার্টের রোগী, তাঁকে বলা হল একটা মেডিকেল সার্টিফিকেট পাঠাবার জন্য যাতে ভিসা পেতে সহজ হয়। শুনে মরহুম বললেন, "আমার রোগ খুব বেশী নয়, অতএব এজন্য মেডিকেল সার্টি ফিকেট পাঠান যায় না।"

একবার মরহুমকে ডাকাতে ধরেছিল। ছুরি মেরে আহত করেছিল তাঁকে। গভীর রাতে বাসায় এসে একথা কাউকে তিনি বলেননি। কারণ, বিবি বাচ্চাদের ঘুমের ব্যাঘাত হবে তাই। পরদিন দেখা গেল তাঁর গায়ে রক্তের দাগ আঘাতের চিহ্ন। একবার তাঁর বড় ছেলের বিয়েতে ময়মনসিংহ যাবার পথে গাড়ী উল্টে যায়। তাঁর পঞ্জরাস্থি ভেংগে যায়। কিন্তু বিয়ের আনন্দে অন্যদের বিঘ্ন ঘটবে তাই তিনি তাঁর বেদনাকে গোপন রাখলেন।

আঞ্জুমানের কাছে একদল মাদ্রাসা ছাত্র তাঁর উপর হামলা করে এবং দৈহিক নির্যাতন চালায়। পথচারীরা তাকে উদ্ধার করে আঞ্জুমানে নিয়ে আসে। তাঁর আঘাতের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করায় তিনি বললেন, 'আলহাদুলিল্লাহ্', এতো আমার পরম সৌভাগ্য। এতো নবীর (সাঃ) সুন্নত। অতএব, এই সৌভাগ্যের মোকাবেলায় আঘাত অত্যন্ত গৌণ"। একবার তীব্র রৌদ্রে তালশহর থেকে তারুয়া যাচ্ছিলাম। সঙ্গীদের ছাতা ছিলনা বলে তিনিও ছাতা ব্যবহার করলেন না।

মরহুম রাজনীতি করতেন না। তবে বড় বড় রাজনীতিবিদদের সংগে ছিল তাঁর ঘনিষ্ঠ পরিচয়। শেরে বাংলার সংগে তিনি কলকাতায় থাকা কালে যোগাযোগ রাখতেন। শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিবেশী ছিলেন তিনি। তাই "বংগবন্ধু" এর সংগে তাঁর সম্পর্ক ছিল অত্যন্ত হৃদ্যতাপূর্ণ। লুংগি পরে বংগবন্ধু পিছনের গেট দিয়ে মরহুমের বাসায় চলে আসতেন মধ্যে মধ্যে। ঘন্টার পর ঘন্টা ধর্ম নিয়ে, সামাজিক অবস্থা নিয়ে আলোচনা হতো। তাযকেরার ভবিষ্যদ্বাণীগুলি ডাক্তার সাহেব অনুবাদ করে শুনাতেন শেখ সাহেবকে। বাঙালীদের ভবিষ্যৎ নিয়ে শেখ সাহেব যখন খুবই চিন্তিত, তখন ডাক্তার সাহেব তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে তাযকেরা থেকে বাঙালীদের খোশ খবর শুনাতেন। শেখ সাহেব বলতেন, ওহী তো বন্ধ। অতএব মির্যা সাহেবের এই ওহী প্রাপ্তির দাবী কি গ্রহণযোগ্য ?' ডাক্তার সাহেব বলতেন, "যদি এই ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণতা লাভ করে তাহলে তো আপনি স্বীকার করবেন যে, মসীহে মাওউদের (আঃ) ওহীপ্রাপ্তি সত্য" ? শেখ সাহেব বললেন, "হ্যাঁ, যদি পূর্ণ হয় তাহলে আমি সত্য বলে মেনে নেব"। বংলাদেশ স্বাধীন হবার পর রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিব এলেন ডাক্তার সাহেবের বাসায়। ডাক্তার সাহেব তাযকেরা বের করে বাঙালীদের সম্বন্ধে সেই ভবিষ্যদ্বাণীটি দেখালেন। মরহুম শেখ সাহেব বললেন, "অবিশ্বাস করার এখন আর কোন উপায় নেই"। ডাক্তার সাহেবের সংগে শেখ সাহেবের যেসব আলাপ হয়েছিল তা যদি লিখা হয় তাহলে তা একটি পুস্তকে পরিণত হবে। ১৯৭১ সালে মহাবিপদের দিনে ডাক্তার সাহেবের পরিবার শেখ সাহেবের পরিবারকে নানাভাবে সাহায্য করেছেন। ডাক্তার সাহেব এবং তাঁর পুত্র আবদুল আহাদ জীবনের ঝুঁকি নিয়ে এই পরিবারের খোঁজ খবর নিয়েছেন। এ ব্যাপারে জননেত্রী শেখ হাসিনার স্বামী ডঃ ওয়াজেদ মিয়ার গ্রন্থ 'বংগবন্ধু শেখ মুজিবকে ঘিরে কিছু ঘটনা ও বাংলাদেশ' এ উল্লেখ আছে। মরহুমের মৃত্যু সংবাদ শুনে শেখ হাসিনা তৎক্ষণাৎ চলে আসেন এবং সমবেদনা জ্ঞাপন করেন।

মরহুম ডাক্তার সাহেব ছিলেন একজন আদর্শ মুসলিম। তাঁর মত আদর্শবান লোক এদেশে খুবই বিরল। নামায, রোযা, যাকাত, হজ্জ তিনি পালন করেছেন। দান, খয়রাত করতেন প্রকাশ্যে ও গোপনে। সুদূঢ় কাদিয়ানে গিয়ে তিনি এ'তেকাফ করেছেন। রসূলের সুন্নত হিসাবে বিয়ের পূর্বে যৌবনের প্রারম্ভ কাল থেকেই তিনি দাড়ি রেখেছিলেন। সর্বদা দোয়াগো ছিলেন তিনি। মৃত্যুর একদিন পূর্বে জুমুআর নামাযের পর তার সংগে আমার শেষ কথা হয়। সন্ধ্যায় হুযুর (আইঃ)-এর খুতবা শুনতে গিয়েছিলেন তিনি আঞ্জুমানে। দেখলাম, কিন্তু আলাপ হয়নি। কে জানত যে তিনি আর মাত্র একদিন এই নশ্বর পৃথিবীতে আছেন ? তাঁকে শেষ বারের মত দেখি শনিবার দিবাগত রাতে হাসপাতালে মৃত্যুর কয়েক ঘন্টা পূর্বে। বেদনায় ছটফট করছেন তিনি। তাঁর স্ত্রী ও দুই পুত্র দাঁড়িয়ে আছেন অসহায়ের মত।

মৃত্যুর কিছু দিন পূর্বে তিনি তাঁর কনিষ্ঠ পুত্রকে ডেকে বলেন যে, তাঁকে নাটোরে তাঁর পিতার কবরের পার্শ্বে দাফন করতে হবে। তিনি নাটোর যাবার রাহা খরচ বাবদ নগদ টাকা ঘরে রাখতে বলেন। মৃত্যুর পূর্বে তিনি আত্মীয়-স্বজনের বাসায় গিয়ে দেখা করে আসেন।

বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক অধ্যাপক আব্দুস সালাম এসেছেন ঢাকায়। তিনি অসুস্থ, তাই তাঁর সেবায় সার্বক্ষণিক ডিউটিতে রয়েছেন ডাক্তার সাহেবের পুত্র আব্দুল আউয়াল, ডঃ মুজাহিদ এবং আহমদ তবশির। ডাক্তার সাহেব হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে যখন হাসপাতালে যান তখন তিনি বলেন, "ইমরানকে (আবদুল আউয়াল) খবর দিবে না। ও সালাম সাহেবের সেবায় থাকুক। আর আঞ্জুমানেও এখন খবর দিবে না। কারণ সন্ধ্যায় সেখানে সালাম সাহেবের সংবর্ধনা আছে। সংবাদ পেলে ছেলেরা চলে আসতে পারে। ফলে সভায় ব্যাঘাত ঘটতে পারে"।

ত্যাগ, ত্যাগ, ত্যাগ! মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত শুধু ত্যাগই করে গেছেন। নিজের জীবনের চাইতে ধর্মকে সর্বদা প্রাধান্য দিয়েছেন। পুত্রকে নিজের সেবায় না ডেকে সালাম সাহেবের সেবায় রাখাই উত্তম মনে করেছেন। ধন্য আবদুস সামাদ, তুমি ধন্য! তোমার প্রভু সামাদের (যিনি কারো মুখাপেক্ষী নন) নামের মর্যাদা তুমি রক্ষা করেছ। তোমার নাম সার্থক হয়েছে।

নিঃশেষে প্রাণ যে করিবে দান
ক্ষয় নাই তার ক্ষয় নাই।

আল্লাহ্‌তা'লা তাঁকে জান্নাতুল ফেরদৌসের উচ্চ মোকাম দান করুন, আমীন। তাঁর পরিবারকে বলি—আলায়সাল্লাহু বে কাফিন আব্দাহু—আল্লাহ্ কি তাঁর বান্দার জন্য যথেষ্ট নন?

শুভ বিবাহ

অদ্য ১১/৫/৯৩ ইং রিকাবী বাজার জামাতের প্রেসিডেন্ট ডাঃ মোঃ সিরাজুল ইসলাম সাহেবের ৩য় কন্যা মোসাম্মাৎ পারুল বেগম-এর সাথে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার কান্দিপাড়া নিবাসী জনাব মোঃ ইসহাক সাহেবের ৩য় পুত্র জনাব দীন মোহাম্মদ সাহেব (বাহরাইনে কর্মরত) এর বিবাহ ৫০,০০১/— টাকা দেন মোহর ধার্য্যে সুসম্পন্ন হয়। আলহামদুলিল্লাহ্। বিবাহ পড়ান জনাব মকবুল আহমদ খান সাহেব, নায়েব ন্যাশনাল আমীর ২য়। এই বিবাহ যাতে বা-বরকত হয় সেজন্য জামাতের বন্ধুদের কাছে দোয়ার আবেদন করা যাচ্ছে।

মোঃ আসাদুজ্জামান
মোহতামিম খেদমতে খাল্‌ক,
বাঃ মঃ খোঃ আহমদীয়া

সন্তান লাভ

আল্লাহ্‌তা'লার খাস রহম ও ফযলে ৩১শে মে '৯৩ সোমবার, রাত ১০-৩৫ মিঃ খাকসার এক কন্যা সন্তান লাভ করি। উল্লেখ্য যে, নব জাতিকা মোয়াল্লেম মরহুম নাজাতউল্লাহ্ আহমদ প্রধান সাহেবের মেয়ের ঘরের নাতনী। বর্তমানে মা ও মেয়ে উভয়েই সুস্থ।

আল্লাহ্‌তা'লা যেন নবজাতিকাকে দীন ও দুনিয়াবী উন্নতি দান করেন তার জন্য জামাতের সব ভাই-বোনদের কাছে দোয়ার আবেদন করছি। এস, এম, তৌহিদুল ইসলাম, মোয়াল্লেম

সংবাদ

চতুর্দশ জাতীয় মজলিসে শূরা সাফল্যজনকভাবে অনুষ্ঠিত

গত ১১ই জুন থেকে ১৩ই জুন বকশীবাজারস্থ আহমদীয়া মসজিদ-মিশন কমপ্লেক্স আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশের তিন দিবস ব্যাপী চতুর্দশ জাতীয় মজলিসে শূরা সাফল্যজনকভাবে অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রাথমিক রিপোর্ট মোতাবেক দেশের ৫৬টি জামা'ত থেকে ৩৮ জন স্থানীয় আমীর / প্রেসিডেন্ট, ৭০ জন প্রতিনিধি এবং ৩০জন দর্শক উপস্থিত হন। এ শূরায় আগামী বছরের জন্যে জামা'তের কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়ন ও আয়-ব্যয়ের বাজেট প্রস্তাব করা হয়। হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ)-এর অনুমোদনক্রমে ইহা কার্যকরী হবে। আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের ন্যাশনাল আমীর মোহাম্মদ মোস্তফা আলী সাহেবের অসুস্থতার কারণে শূরা পরিচালনা করেন নায়েব ন্যাশনাল আমীর-১ম জনাব ভিজির আলী সাহেব। এ শূরা উপলক্ষ্যে হুযূর আকদাস (আইঃ) ফ্যাক্স মারফত একটি পয়গাম পাঠান। মোহতরম ন্যাশনাল আমীর সাহেবও ক্লিনিকের বিছানায় বসে ডিকটেশনের মাধ্যমে একটি বাণী পাঠান। হুযূর (আইঃ)-এর পয়গামের বঙ্গানুবাদ ও ন্যাশনাল আমীর সাহেবের বাণী নিম্নে পেশ করা হলো।

আহমদী বার্তা

১১-১৩ই জুন ১৯৯৩ তারিখে অনুষ্ঠিতব্য আহমদীয়া মুসলিম জামাত বাংলাদেশের চতুর্থ জাতীয় মজলিসে শূরা উপলক্ষ্যে

হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ)-এর

পয়গাম

আমি জেনে অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছি যে, বাংলাদেশ জামা'ত ঐতিহ্য রক্ষার্থে ১১, ১২ ও ১৩ই জুন, ১৯৯৩ তারিখে এর মজলিসে শূরা করতে যাচ্ছে। সাম্প্রতিককালে আমি আমার জুমুআর খুতবায় বলেছি যে, শূরা নবী পাক হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা (সাঃ) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত একটি বরকতময় প্রতিষ্ঠান। শূরা পরামর্শের জন্যে এক অপূর্ব ব্যবস্থা যা মোমেনগণের ও জামাতী অগ্রগতি দানের জন্যে খুবই জরুরী। এ বরকতময় অনুষ্ঠানে যে সব নোমায়েন্দা অংশগ্রহণ করছেন তারা অবশ্যই শূরার মর্যাদা ও এর মহান ঐতিহ্যগুলো বজায় রাখবেন। আমি আশা করি, আপনাদের আলোচনা হবে অর্থবহ, গঠনমূলক এবং এর সিদ্ধান্তগুলো হবে সুদূরপ্রসারী সুফলদায়ক বিশেষ করে তবলীগ ও তালীম-তরবীয়তের উপরে জামাতের দ্রুত অগ্রগতির পথে হবে সহায়ক।

বাংলাদেশের জামাত হল উচ্চ মর্যাদাজ্ঞানসম্পন্ন ও কুরবানীর স্পৃহায় ভরপুর। আপনারা একটি কঠিন সময় অতিক্রম করে এসেছেন এবং এ পরীক্ষায় আপনারা ধৈর্য ও সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছেন। আপনাদের রয়েছে প্রাচুর্যময় সম্পদ যা আপনাদের আহরণ

করতে হবে এবং জামা'তের ভবিষ্যতের কল্যাণ ও মঙ্গল সাধনে ব্যবহার করতে হবে।

আমি আশা করি আন্তর্জাতিক বয়াতের ব্যাপারে নির্দিষ্ট সীমা পূরণে আপনারা বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ করছেন। আমার প্রার্থনা এই যে, আপনারা শুধু সে সীমাই পূরণ করবেন না বরং তা অনায়াসে ছড়িয়ে যাবেন। আমার আন্তরিক ইচ্ছা এই যে, বাংলাদেশের জামা'ত সারা পৃথিবীর মধ্যে এক অগ্রগামী জামা'ত হিসেবে পরিগণিত হউক! আর আমার দোয়া এই, যেন আল্লাহ্‌তা'লা আপনাদের সিদ্ধান্তগুলোকে বরকতময় করেন এবং আপনাদের মহান উদ্দেশ্যাবলী পূরণের তৌফিক দান করেন। আল্লাহ্‌তা'লা আপনাদের সকলকে আশিসমণ্ডিত করুন।

ওয়াস্‌সালাম

আপনাদের একান্ত

মির্যা তাহের আহমদ

খলীফাতুল মসীহ্ (৪র্থ)

চতুর্দশ জাতীয় মজলিসে শূরা উপলক্ষ্যে মোহতরম ন্যাশনাল আমীর সাহেবের বাণী

প্রিয় ভাই ও বোনেরা,

আস্‌সালামু আলায়কুম ওয়া রাহ্‌মাতুল্লাহে ওয়া বারাকাতুহু।

আমরা বড়ই সৌভাগ্যশালী যে, আজ আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশে চতুর্দশ জাতীয় শূরায় মিলিত হতে পেরেছি। এ জন্য আল্লাহ্‌র দরবারে দরদে দিলে হাজারো শুকরিয়া আদায় করছি এবং আপনাদের সবার সামগ্রিক কল্যাণ কামনা করছি। এই মহতী শূরায় সবাইকে আন্তরিকভাবে স্বাগত জানাচ্ছি।

এই শূরাতে আমরা আগামী এক বছরের জন্যে বাজেট ও কর্মসূচী প্রণয়ন করব। আমাদের শূরা বা পরামর্শ সভা দুনিয়াবি অন্যান্য অনুরূপ সভা হতে অনেক বেশী গুরুত্ব রাখে এবং তাতে অনেক পার্থক্যও রয়েছে। আমরা কখনও ব্যক্তি বা দলীয় কোন স্বার্থের অধীন নই। আমাদের উদ্দেশ্য হলো আল্লাহ্ কর্তৃক হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) মারফত প্রদত্ত কোরআনের শিক্ষা ও আদর্শ যা ইমাম মাহদী, হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আঃ) কর্তৃক পুনরুজ্জীবিত হয়েছে, সেই শিক্ষা এবং আদর্শকে ব্যক্তি ও সামাজিক জীবনের প্রতি স্তরে প্রাধান্য দিয়ে জীবনকে কলুষমুক্ত করা এবং আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি ও নৈকট্য লাভ করা। এ জন্যে আমাদের কথাবার্তা, আচার-আচরণ সব কিছুই কোরআন ভিত্তিক হতে হবে, এতে ব্যক্তির খায়েশের কোন স্থান থাকবে না। তাই আমরা প্রত্যেকে সত্যকে যতটুকু উপলব্ধি করেছি এর ভিত্তিতে কথা বলব। কারো কথা থাকতেই হবে, রাখতেই হবে—এমন কোন রুগ্ন-মানসিকতা যেন কখনো কারো হৃদয়ে স্থান না পায়। একটু গভীরভাবে চিন্তা

করলে দেখা যায় যে, শুরাতে সত্যের প্রতিষ্ঠাই আমাদের লক্ষ্য। সুতরাং এখানে ব্যক্তিগত কোন জয়-পরাজয় নেই।

আমাদের পরস্পরের মাঝে স্বাভাবিকভাবেই অনেক ব্যবধান বিরাজ করছে। মেধা, বিদ্যা, বুদ্ধি, বয়স, অভিজ্ঞতা, পরিবেশগত মানসিকতা ইত্যাদির পার্থক্য আছে। তবে কি আমরা এসব কারণে অনৈক্যকেই জীবনের অঙ্গ বলে ধরে নেব? না, তা কখনো নয়, কারণ আমরা আল্লাহ্‌র প্রতিষ্ঠিত ঐশী জামা'ত। এখানে আল্লাহর ইচ্ছাই সর্বাধিক গুরুত্ব পাওয়া উচিত, যা তিনি দুনিয়াতে তাঁর প্রেরিত রসুল ও পরবর্তীতে খেলাফত দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করতে চান। মহান স্রষ্টা যেমন আমাদের মাঝে ব্যবধান ও বৈচিত্রের সৃষ্টি করেছেন তেমনি তিনিই আমাদেরকে ঐক্য ও সংহতির সন্ধানও দিয়েছেন। এজন্যে তিনি আমাদেরকে পরিপূর্ণ বিধান কোরআন দান করেছেন। তাছাড়া বর্তমান যুগে আমাদের মধ্যে ঐশী খেলাফত প্রতিষ্ঠিত আছে। সুতরাং আমাদের মাঝে ব্যবধান কিছুতেই অনৈক্যের কারণ হতে পারে না; বরং শক্তির উৎসরূপে কাজ করবে এবং কোরআন ও খেলাফত নিচ্ছিদ্র ঐক্যের বন্ধনরূপে কাজও করছে। এদিক থেকে বিবেচনা করলে আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'তের ভাই-বোনদের মত ব্যক্তিগত এবং সমষ্টিগতভাবে সৌভাগ্যশালী জাতি দুনিয়াতে আর নেই। আমাদেরকে সমস্যার মূল, পরিধি, গভীরতা ও জটিলতা সম্যকভাবে উপলব্ধি করার প্রয়াস চালাতে হবে। সাথে সাথে নিজেদের সীমাবদ্ধতা সম্বন্ধেও সম্পূর্ণ সচেতন, সজাগ ও সক্রিয় থাকতে হবে। এ সব বিষয় বিবেচনা করলে মনে হবে যেন আমরা সমস্যার তুলনায় অতি নগণ্য, কেননা জগদ্ব্যাপী অবক্ষয়ের যে প্রবল স্রোত বয়ে যাচ্ছে তা প্রতিরোধ করার তুলনায় দুনিয়াবি দৃষ্টিতে আমারা শুধু নগণ্য বললেই যথেষ্ট হয় না, অ-গণ্যও বটে। কিন্তু আমরা যে শক্তির উপর নির্ভর করে কাজ করছি তা অসীম ও অনন্ত-যে শক্তি অতি ক্ষীণ ও দুর্বল মাকড়শার জাল দ্বারা পৃথিবীর ইতিহাসকে সম্পূর্ণ পরিবর্তন করে দিতে পারে। সুতরাং আমাদের প্রধান কাজ হলো সেই শক্তির উপর নির্ভর করে নিজেদের প্ল্যান—প্রোগামকে কার্যকর করার জন্যে অগ্রসর হওয়া, আল্লাহ্‌ আমাদের যা দিয়েছেন তা নিয়েই তাঁর দরবারে হাজির হওয়ার সাথে আন্তরিকতার পরশ যত নিবিড় ও গভীর হবে ততোই আমাদের শক্তি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাবে।

আমাদের অগ্রগতি অপ্রতিরোদ্ধ। প্রায় বছর তিনেক পূর্বে আমাদের প্রিয় নেতা হযরত মির্যা তাহির আহমদ, খলীফাতুল মসীহ্‌ রাবে' (আইঃ) আমাকে লিখেছিলেন যে, "আল্লাহ্‌ হতে খবর পেয়েছি" তিনি বলেছেন, "বাংলাদেশে যত পরিবর্তন হবে সবই আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের অনুকূলে যাবে"। আমরা এ পর্যন্ত তা-ই দেখে আসছি। কিছু সাম্প্রতিক ঘটনা উল্লেখ করছি যা সাধারণ দৃষ্টিতে দেখলে মনে হয় যেন সবই আমাদের বিরুদ্ধে যাচ্ছে অথচ এগুলোতে আমাদের জন্যে আল্লাহ্‌ অসীম রহমতের চিহ্ন

রেখে যাচ্ছেন। ১৯৯২ সনের ফেব্রুয়ারীতে আমাদের খুলনা কমপ্লেক্স পুড়িয়ে ফেলার জন্যে আগুন দেয়া হয়। একই বছরে অক্টোবরে ঢাকায় বকশী বাজার কমপ্লেক্স আক্রমণ করে জ্বালিয়ে দেবার সাথে সাথে অভ্যন্তরস্থ অধিবাসীদেরকে ব্যাপকভাবে মারধর ও নির্যাতন করা হয়। ঐ বছরেই নভেম্বর মাসে আমাদের নির্মাণাধীন রাজশাহী আহমদীয়া মসজিদ ও মিশন কমপ্লেক্সকে সম্পূর্ণরূপে গুড়িয়ে দেয়া হয়। এসবের দরুন আমাদের যে যথেষ্ট ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে তাতে সন্দেহের কোনই অবকাশ নেই। কিন্তু এর ফলশ্রুতিতে দেশে যে প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় তা আহমদীরা মুসলিম জামা'তের খুবই অনুকূলে যায়। সমসাময়িক পত্র-পত্রিকা-গুলো এর যথেষ্ট প্রামাণ্য সাক্ষ্য বহন করছে। আমাদেরকে অমুসলিম ঘোষণা করার জন্যে সরকারের নিকট অযথা-অযৌক্তিক দাবী-দাওয়া পেশ করা ছাড়াও বিরুদ্ধবাদীরা আইনের আশ্রয় নিতে কার্পণ্য করেনি। কিন্তু তারা এ পর্যন্ত ব্যর্থতার গ্লানিই বহন করছে। এসবের মধ্যেই আমরা দেখতে পাই পরম করুণাময়ের অদৃশ্য হাত কাজ করে যাচ্ছে। এসবের প্রতিক্রিয়াতে সারাদেশে আহমদীয়া মুসলিম জমো'তের শিক্ষা, আদর্শ, কর্ম-পদ্ধতি সম্বন্ধে জানার স্পৃহা সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে ব্যাপকতা লাভ করে চলেছে। আমরা যে প্রচার হয়তো ২৫ বছরে করতে পারতুম না তা এই স্বল্প সময়েই সম্পন্ন হয়েছে বলে মনে হয়। আরো উল্লেখ্য যে, ইতিমধ্যে ঢাকায় কেন্দ্রীয় দফতরে ফ্যাক্স মেসিন স্থাপন করা হয়েছে। তাছাড়া দেশের বিভিন্ন স্থানে ডিস এ্যান্টিনা স্থাপন করা হয়েছে। এর মাধ্যমে ইসলামের প্রচার কার্য অনেক জোরদার হয়েছে।

ইদানিং অতি নিষ্ঠাবান আহমদী ও বিশ্বনন্দিত নোবেল বিজয়ী বিজ্ঞানী প্রফেসর আবদুস সালাম মাত্র পাঁচ দিনের জন্যে রাষ্ট্রীয় অতিথি হয়ে বাংলাদেশ সফরে এসেছিলেন। তাঁর এ স্বল্প সময়ের অবস্থান আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের জন্যে এক মহান নেয়ামত-রূপে প্রমাণিত হয়েছে। তাছাড়া অতি সম্প্রতি ঈদের পূর্বে জার্মানীতে মজলিসে খোদ্দা-মুল আহমদীয়ার ইজতেমায় হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (আইঃ)-এর নিকট একই সময়ে ৮টি দেশের ৭৩ জন বয়াত গ্রহণ করে। তন্মধ্যে ৫ জন বাঙ্গালীও ছিল। এতে স্পষ্টতই প্রমাণিত হয় যে, ক্ষুদ্র আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত ইসলাম প্রচারের জন্যে সর্বপ্রকার ত্যাগ তিতিক্ষার মাধ্যমে সারা বিশ্ব-ব্যাপী সত্য প্রচারের যে নেট ওয়ার্ক বিস্তার করেছে তাতে বাংলাদেশের বাইরে গিয়েও বাঙ্গালী তা থেকে ফায়দা ওঠাবার পূর্ণ সুযোগ পাচ্ছে। জার্মানী, জাপান এমন কি বলতে গেলে কোন দেশই এই নেট ওয়ার্কের বাইরে নয়।

এ বছর আমরা যাদেরকে হারিয়েছি তাদের সবার আত্মার মাগফেরাত কামনা করি। তাদের আত্মীয়-স্বজনের জন্যে দোয়া করছি যেন আল্লাহ্তা'লা তাদের সান্ত্বনা দান করেন। আল্লাহ্তা'লা যেন তাদের শূণ্যস্থান অতিসত্বর পূরণ করে দেন।

আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের দিকে সবার মনোযোগ আকর্ষণ করছি। আমাদের

প্রিয় ইমাম হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (আইঃ)-এর পবিত্র বাসনা অনুযায়ী আমরা যেন এ বছর জুলাই মাস নাগাদ কমপক্ষে এক হাজার বয়াত পূর্ণ করার জন্যে আকুতিভরা দোয়া ও তবলীগের মাধ্যমে আপ্রাণ চেষ্টা করি।

আবারো বলব, আমাদের সব কথার সার কথা হলো, আমরা যেন 'আমার আমি'—কে প্রকাশিত করতে ব্যস্ত না হয়ে 'আল্লাহ্‌র আমি'—কে বিকশিত করতে এবং অন্যকে তা করতে সাধ্যমত সহায়তা দানে কখনো কোন কার্পণ্য না করি। আল্লাহ্ আমাদের সবার হাফেয ও নাসের হউন। আমীন।

দোয়া করছি, দোয়া চাই
দোয়ার তুল্য কিছুই নাই

মোহাম্মদ মোস্তফা আলী
ন্যাশনাল আমীর
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত
বাংলাদেশ।

তারিখ : ১১/৬/৯৩

সালানা জলসা অনুষ্ঠিত

বাহেচর জামাত

গত ১৪ই এপ্রিল, ১৯৯৩ আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত বাহেরচরের ৩য় সালানা জলসা সাফল্যের সাথে অনুষ্ঠিত হয়; দু'টি অধিবেশনে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে বক্তব্য পেশ করেন সর্বজনাব মাওলানা আবদুল আউয়াল খান চৌধুরী, নাজির আহমদ ভূঁইয়া। উদ্বোধনী ভাষণ দান করেন স্থানীয় প্রেসিডেন্ট ডাঃ গোলাম মোর্শেদ এবং সমাপ্তি ভাষণ দান করেন ঢাকা জামা'তের আমীর জনাব তবারক আলী।

এস, কে, আবদুল ওয়াদুদ
মোয়াল্লেম

সাতাশে মে খেলাফত দিবস পালিত হয়

সাতাশে মে আহমদীয়াত তথা প্রকৃত ইসলামের ইতিহাসে একটি স্বর্ণোজ্জল দিন। কুরআন করীমের সূরা নূরে আল্লাহ্‌তা'লার প্রতিশ্রুতি মোতাবেক, আঁ-হযরত (সাঃ)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী এবং যুগ-ইমাম হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আঃ)-এর আশ্বাস বাণী (আল ওসীয়্যত পুস্তক দ্রষ্টব্য) মোতাবেক তাঁর ইন্তেকালের পরের দিন অর্থাৎ ১৯০৮ সনের ২৭শে মে খেলাফত আলা মিনহাজিন্ নবুওয়ত প্রতিষ্ঠিত হয় আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের প্রথম খলীফা হযরত হাজীউল হারমাঈন হেকিম নূরুদ্দীন (রাঃ)-এর মাধ্যমে। এ দিনের গুরুত্বকে উপলব্ধি করার জন্যে ও খেলাফতের প্রয়োজনীয়তাকে সমুন্নত রাখার রাখার লক্ষ্যে প্রতি বছর জামা'ত খেলাফত দিবস পালন করতে থাকে। এ বর্ষরও দেশের বিভিন্ন স্থানীয় জামা'ত ও সংগঠন শান ও শওকতের সাথে এ দিবসটি পালন করে সভা-সমিতি ইত্যাদির মাধ্যমে এ পর্যন্ত যাদের নিকট থেকে দিনটি পালনের খবর পাওয়া গেছে তারা হলেন—আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত রাজশাহী, ময়মনসিংহ, নাসেরাবাদ, ঘাটুরা, খুলনা খাগদন এবং মজলিসে আতফালুল আহমদীয়া, ঢাকা।

বিশেষ ওয়াকারে আমল সপ্তাহ '৯৩ পালিত

চান্দপুর চা-বাগান মজলিস

আল্লাহ্‌তা'লার ফযলে মঃ খোঃ আঃ চান্দপুর চা-বাগান গত ২১—২৮শে মে পর্যন্ত ওয়াকারে আমল সপ্তাহ পালন করে। ২১শে মে বাদ জুমুআ কাজ শুরু করা হয়। যেসব বিশেষ বিশেষ কাজ করা হয় তার মধ্যে দু'টি পুল নির্মাণ বিশেষ উল্লেখের দাবী রাখে। মূল্যবান সময় ব্যয় করে যারা এই সপ্তাহে কঠোর পরিশ্রম করেন তারা হলেন, মোঃ আঃ মালেক (আনসার), আনোয়ার হোসেন, হুমায়ন কবীর, তৌসিফ, তোফায়েল, তারেক, মোস্তাক, মাহমুদ আহমদ, দেলোয়ার হোসেন, জলিল এ ছাড়া তিনজন হিন্দু ভাই আমাদের সাহায্য করেন তারা হলেন শ্রী গোলাপ ভূমিক, (৪৮) শ্রী মন্টু গঞ্জু (২২) ও শ্রী সুসেন রায় (৫০)। আল্লাহ্‌তা'লা সকলকে উত্তম পুরস্কার দান করুন।

আনোয়ার হোসেন, চান্দপুর চা-বাগান

ভাতগাঁও মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়া

স্থানীয় কায়েদ সুলতান আহমদের নেতৃত্বে জেলা কায়েদ নূরুদ্দীন আহমদের সহযোগিতায় ২১শে মে, '৯৩ সকাল ৯টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া ভাতগাঁও ১০ জন খোদ্দাম ও আতফাল মিলে ১টি সরকারী রাস্তার খাদ ভরাট এবং আবর্জনা পরিষ্কার ও মসজিদের টিউবয়েলের নালা পরিষ্কার করেছে।

দিনাজপুর মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়া

স্থানীয় প্রেসিডেন্ট এর নেতৃত্বে জেলা কায়েদ নূরুদ্দীনের সহযোগিতায় ২১শে মে, '৯৩ বিকেল ২টা থেকে ২-৩০ মিঃ পর্যন্ত দিনাজপুর আহমদীয়া মসজিদ ঘর ও প্রাঙ্গন ৯ জন খোদ্দাম পরিষ্কার করেছেন।

হোলেঞ্চাকুড়ি মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া

স্থানীয় কায়েদ এস-এস-জামানের নেতৃত্বে ২১শে মে, '৯৩ সকাল ৮টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত সরকারী রাস্তা থেকে মসজিদে যাওয়া রাস্তাটি প্রশস্ত করে মাটি দেয় ৮জন খোদ্দাম ও ৬ জন আতফাল।

বীরগঞ্জ মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া

২৮-৫-৯৩ তারিখ বিকাল ২টা থেকে ৩টা পর্যন্ত সেক্রেটারী মালের সহযোগিতায় বীরগঞ্জ মসজিদের প্রাঙ্গণ পরিষ্কার করে ৬ জন খোদ্দাম।

ডোহাণ্ডা মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া

২৮-৫-৯৩ তারিখ সকাল ৮টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত ডোহাণ্ডার প্রেসিডেন্টের সহযোগিতায় একটি সরকারী রাস্তা পুনঃ নির্মাণ করা হয় এবং রাস্তার দুই পাশে ৪০টি গাছ লাগানো

(অবশিষ্টাংশ ৪৯ পৃঃ দেখুন)

সম্পাদকীয়

আন্তর্জাতিক বয়াতের তাহরীক

অতীতের ইতিহাস আমাদেরকে এ কথার স্বীকৃতি দিতে বাধ্য করে যে, যুগ-খলীফাগণ যখনই কোন তাহরীক করেন তার পিছনে ঐশী প্রজ্ঞা ও নির্দেশ সক্রিয় থাকে এবং ঐশী সাহায্য ও সমর্থন উহাকে সময়োপযোগী বলে প্রমাণ করে সফলতার মাধ্যমে। সাম্প্রতিক-কালে হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ) ঘোষণা করেছেন যে, এ বারের লণ্ডনস্থ সালানা জলসায় ভূ-উপগ্রহের মাধ্যমে একটি আন্তর্জাতিক বয়াত অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হবে। এই অনুষ্ঠানে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের জামা'তগুলোতে ন্যূনতম এক হাজার করে বয়াত হবে। হুযুর (আইঃ) আশা করেছেন যে, কোন কোন দেশে দশ দশ ও বিশ বিশ হাজার বয়াতও অনুষ্ঠিত হবে।

বাংলাদেশের জামা'তকে হুযুর (আইঃ) নির্দেশ দিয়েছেন যেন বাংলাদেশে এক হাজার বয়াত করানোর চেষ্টা করা হয়। হুযুর (আইঃ) কেবল নির্দেশ দিয়েই ক্ষান্ত হন নি বরং আমাদের চতুর্দশ মজলিসে শূরার পয়গামে তিনি জোর দিয়ে বলেছেন যে, আপনারা কেবল সীমাই পূরণ করবেন না বরং অনায়াসে তা ছাড়িয়ে যাবেন। আমাদের ন্যাশনাল আমীর সাহেব অসুস্থ অবস্থায় ক্লিনিকের বিছানায় শুয়ে শুয়ে হুযুর (আইঃ)-এর উপরোক্ত তাহরীকের বাস্তবায়নের চিন্তায় মশগুল। তিনি শূরা উপলক্ষ্যে তার বাণীতে বিশ্বব্যাপী প্রচারের নেট ওয়ার্কের উল্লেখ করে বলেছেন যে, এ নেট ওয়ার্কের মাধ্যমে যে যেখানেই থাকুন না কেন এথেকে ফায়দা ওঠাবার পূর্ণ সুযোগ পাচ্ছেন। উদাহরণ স্বরূপ তিনি জার্মানীর বাঙ্গালীদের কথা উল্লেখ করে বলেছেন যে, সেখানেও তারা ৫ জন বাঙ্গালীকে সত্যের দিকে আকৃষ্ট করতে সক্ষম হয়েছেন।

সারা বছর বাংলাদেশে এক হাজার লোককে আহমদী করা কোন দিন আমাদের পক্ষে সম্ভবপর হয় নি। আগামী জুলাই মাসের মধ্যে ১০০০ আহমদী করা খুবই কঠিন কাজ। কিন্তু কাজ-যতই কঠিন হোক না কেন আমরা যদি আল্লাহ্‌তা'লার প্রশংসা, রসূল (সাঃ)-এর ওপর দরূদ পাঠ, দোয়া ও সংকল্পের সাথে নিজেদের গতিকে সুসংহত ও ত্বরান্বিত করি, নিজেদের প্রচেষ্টাকে চোখের পানি দ্বারা আরও বেগবান করি তাহলে আল্লাহ্‌তা'লা আমাদের প্রিয় খলীফার আকাঙ্খাকে পূর্ণ করে দিতে সক্ষম। সুতরাং বাংলাদেশের আহমদী ভ্রাতা ও ভগ্নীগণ আজই উঠুন এবং সুষ্ঠু পরিকল্পনার মাধ্যমে এক্ষেত্রে সফলতার জন্যে প্রত্যেক ব্যক্তি নিয়োজিত হোন। তাহলে আল্লাহ্‌তা'লা আমাদের প্রিয় নেতা খোদার পবিত্র মসীহ্‌র খলীফার আশার জ্যোতিকে উজ্জ্বল করে তুলবেন, কখনো এ জ্যোতিকে নিভতে দিবেন না।

(৪৮ পৃঃ পর)

ও মসজিদের প্রাঙ্গণ পরিষ্কার করেন ৬ জন খোদ্দাম ও ২ জন আনসার মিলে। দিনাজপুর জেলার ৫টি মজলিস ওয়াকারে আমলের মধ্যে প্রথম স্থান লাভ করেছে ডোহাণ্ডা মজলিস।

এম, ডি নূরুদ্দীন, জেলা কায়েদ, দিনাজপুর

শোক সংবাদ

দক্ষিণ আহমদী পাড়ার জনাব ধনু ভূইয়ার বিবি আছিয়া খাতুন (বয়স ৬৫ বৎসর) গত ২০/৫/৯৩ইং তারিখ বেলা ৩ ঘটিকায় ঢাকা ইব্রাহীম ডায়াবেটিক সেন্টারে মারা যান (ইন্নালিল্লাহে... রাজেউন)। ঐ দিন রাত ১২-৩০ মিঃ এর সময় তার দাফন কাজ সুসম্পন্ন হয়। মরহুমার রূহের মাগফেরাত কামনা করে দোয়ার জন্য আবেদন করছি।

খন্দকার সাইদ আহমদ, আমীর

ব্রাহ্মণবাড়িয়া জামাত

আহ্‌মদী

15th June 1993

রেজিঃ নং-ডি, এ-১২

আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'তের ধর্ম-বিশ্বাস

আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'তের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মির্যা গোলাম আহ্‌মদ ইমাম মাহ্‌দী মসীহ্ মাওউদ (আঃ) তাঁর "আইয়ামুস সুলেহ্" পুস্তকে বলিতেছেনঃ

"আমরা এই কথার উপর ঈমান রাখি যে, খোদাতা'লা ব্যতীত কোন মা'বূদ নাই এবং সৈয়্যদনা হযরত মুহাম্মাদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম তাঁহার রসূল এবং খাতামুল আম্বিয়া। আমরা ঈমান রাখি যে, ফিরিশ্‌তা, হাশর, জান্নাত এবং জাহান্নাম সত্য এবং আমরা ঈমান রাখি যে, কুরআন শরীফে আল্লাহ্‌তা'লা যাহা বলিয়াছেন এবং আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম হইতে যাহা বর্ণিত হইয়াছে উল্লিখিত বর্ণনানুসারে তাহা যাবতীয় সত্য। আমরা ঈমান রাখি, যে ব্যক্তি এই ইসলামী শরী'অত হইতে বিন্দু মাত্র কম করে, অথবা যে বিষয়গুলি অবশ্য-করণীয় বলিয়া নির্ধারিত তাহা পরিত্যাগ করে এবং অবৈধ বস্তুকে বৈধ করণের ভিত্তি স্থাপন করে, সে ব্যক্তি বে-ঈমান এবং ইসলাম বিদ্রোহী। আমি আমার জামা'তকে উপদেশ দিতেছি যে, তাহারা যেন বিশুদ্ধ অন্তরে পবিত্র কলেমা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্'-এর উপর ঈমান রাখে এবং এই ঈমান লইয়া মরে। কুরআন শরীফ হইতে যাহাদের সত্যতা প্রমাণিত, এমন সকল নবী (আলায়হিমুস সালাম) এবং কিতাবের উপর ঈমান আনিবে। নামায, রোযা, হজ্জ ও যাকাত এবং এতদ্ব্যতীত খোদাতা'লা এবং তাঁহার রসূল কর্তৃক নির্ধারিত যাবতীয় কর্তব্যসমূহকে প্রকৃতপক্ষে অবশ্য-করণীয় মনে করিয়া এবং যাবতীয় নিষিদ্ধ বিষয়সমূহকে নিষিদ্ধ মনে করিয়া সঠিকভাবে ইসলাম ধর্ম পালন করিবে। মোটকথা, যে সমস্ত বিষয়ের উপর আকিদা ও আমল হিসাবে পূর্ববর্তী বুযুর্গানের 'ইজমা' অর্থাৎ সর্ববাদি-সম্মত মত ছিল এবং যে সমস্ত বিষয়কে আহ্‌লে সুন্নত জামা'তের সর্ববাদি-সম্মত মতে ইসলাম নাম দেওয়া হইয়াছে, উহা সর্বতোভাবে মান্য করা অবশ্য কর্তব্য। যে ব্যক্তি উপরোক্ত ধর্মমতের বিরুদ্ধে কোন দোষ আমাদের প্রতি আরোপ করে, সে তাকওয়া এবং সততা বিসর্জন দিয়া আমাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ রটনা করে। কিয়ামতের দিন তাহার বিরুদ্ধে আমাদের অভিযোগ থাকিবে যে, কবে সে আমাদের বুক চিরিয়া দেখিয়াছিল যে, আমাদের মতে এই অঙ্গীকার সত্বেও অন্তরে আমরা এই সবের বিরোধী ছিলাম?

আলা ইন্না লা'নাতাল্লাহে আলাল কাযেবীনা ওয়াল মুফতারিয়ীনা—"

অর্থাৎ সাবধান নিশ্চয়ই মিথ্যাবাদী ও মিথ্যারোপকারীদিগের উপর আল্লাহ্‌র অভিসম্পাত।

(আইয়ামুস সুলাহ্ পৃঃ ৮৬-৮৭)

আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'ত বাংলাদেশ-এর পক্ষে আহ্‌মদীয়া আর্ট প্রেস, ৪নং বকশী বাজার রোড, ঢাকা-১২১১ থেকে মোহাম্মদ এফ, কে, মোল্লা কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।
দূরালাপনীঃ ৫০১৩৭৯, ৫০২২৯৫

সম্পাদক ঃ মকবুল আহমদ খান
নির্বাহী সম্পাদক ঃ আলহাজ এ, টি, চৌধুরী

Published & Printed by Mohammad F.K. Molla at Ahmadiyya Art Press for the p oprietors, Ahmadiyya Muslim Jamat, Bangladesh
4, Bakshibazar Road, Dhaka-1211
Phone : 501379, 502295

Editor : Moqbul Ahmad Khan
Executive Editor : Alhaj A. T. Chowdhury